সঞ্চিতা

নজরুল ইসলাম

দ্বাবিংশ সংস্করণ—মাঘ, ১৩৭৯

শ্রীমতী বিজলী দেবী কর্তৃক ভাট্টা পূর্ণিয়া হইতে প্রকাশিত ও শ্রীরণজিতকুমার
সামুই কর্তৃক বাণী-শ্রী প্রিন্টার্স, ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

সূচী

বিদ্রোহী

বল বীর—

বল উন্নত মম শির,

শির নেহারি' আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !

বল বীর—

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !

বল বীর—

আমি চির-উন্নত শির !

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর,

আমি দুর্বার,

আমি ভেঙে করি সব চুরমার !

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানি না ক' কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন !
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত-বিশ্ব-বিধাত্রীর।
বল বীর—
চির- উন্নত মম শির।

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ,
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্ !
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির !

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম্ হ্যায় হর্দম
ভরপুর-মদ
আমি হোম-শিখা আমি সাগ্নিক জমদগ্নি
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি !
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান !
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির !
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,
বল বীর—
চির উন্নত মম শির !

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক !
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ !
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শৃঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র মহাশঙ্খ, আমি প্রণব নাদ-প্রচণ্ড !
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বিশ্বামিত্র শিষ্য,
আমি দাবানল দাহ, দহন করিব বিশ্ব,

আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস—আমি সৃষ্টি বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত, দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল্-দোল্ !

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি !
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়লাঞ্ছিত বুকে
গতি ফের !
আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়
চিত চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ
কুমারীর !
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল ক'রে দেখা অনুখণ,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুড়ির কন্-কন্ !

আমি চির শিশু, চির কিশোর
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর !
আমি উত্তর বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া ।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি !
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী মানব-বিজয়-কেতন ।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্য করতলে
তাজী বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা, সঞ্চারি' ভূমি কম্প,
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি' !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব মায়ের অঞ্চল ।

তাজী—ঘোড়া বোর্‌রাক—স্বর্গের পক্ষীরাজ

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী!
আমি রুষে উঠি' যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া,
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস-ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণী!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!

আমি মৃন্ময় আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম, সত্য
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!

হাবিয়া দোজখ—সপ্তম নরক, এই নরকই ভীষণতম।

আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে
সব বাঁধ ॥
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির
মহানন্দে।

মহা- বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ চিহ্ন!
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক–তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ
করিব ভিন্ন।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ চিহ্ন।
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

আমি চির–বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

[অগ্নিবীণা]

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগ্‌বগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগ্‌ল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন্‌
মুক্তি এলো আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফোটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আশে
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে—
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
সৃষ্টি-ছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুল্‌লো সাগর দুল্‌লো আকাশ ছুটলো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিনাক-পানির শূল আসে।
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষবাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ,
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্‌ বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে ;
আজ রঙন এলো রক্তপ্রাণের অঙ্গনে মোর চার পাশে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে !

আজ কপট কোপের তূণ ধরি,
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে—
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ-ফোটে-না'-বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনাই তোদের
আমার চোখে জল আসে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ আস্‌ল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সুদূর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ মাতন
পাগ্‌লা গাজন-উচ্ছ্বাসে !
ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাসল শিশির দুব্‌ঘাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে !

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব ডুবান আস্‌ল তুফান উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায়ু-মরা বাম পাশে।

মন ছুট্‌ছে গো আজ বল্গা হারা অশ্ব যেন পাগ্‌লা সে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে!

[দোলন চাঁপা]

পূজারিণী

এতদিনে অবেলায়—
প্রিয়তম !
ধূলি-অন্ধ ঘূর্ণী সম
দিবা যামী
যবে আমি
নেচে ফিরি রুধিরাক্ত মরণ খেলায়—
এতদিনে অবেলায়
জানিলাম, আমি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি ।
পূজারিণী !
ঐকণ্ঠ, ও-কপোত-কাঁদানো রাগিণী
ঐ আঁখি ঐ মুখ,
ঐ ভুরু ললাট চিবুক
ঐ তব অপরূপ রূপ,
ঐ তব দোলো-দোলো-গতি নৃত্য দুষ্ট দুল রাজহংসী জিনি'-
চিনি সব চিনি ।

তাই আমি এতদিনে
জীবনের আশাহত ক্লান্ত শুষ্ক বিদগ্ধ পুলিনে
মূর্চ্ছাতুর সারা প্রাণ ভ'রে
ডাকি শুধু ডাকি তোমা'
প্রিয়তমা !
ইষ্ট মম জপমালা ঐ তব সবচেয়ে মিষ্ট নাম ধ'রে !

তারি সাথে কাঁদি আমি—
ছিন্ন-কণ্ঠে কাঁদি আমি, চিনি তোমা', চিনি চিনি চিনি,
বিজয়িনী নহ তুমি—নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিনী।
যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা' জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!
চিনি-তোমা' বারে বারে জীবনের অস্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায়,
তারপর চেনা-শেষে
তুমি-হারা পরদেশে
ফেলে যাও একা শূন্য বিদায়-ভেলায়!

* * * *

'দিনান্তের প্রান্তে বসি' আঁখি নীরে তিতি'
আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরান্তের স্মৃতি—
মনে পড়ে—বসন্তের শেষ-আশা ম্লান মৌন মোর
আগমনী সেই নিশি,
যেদিন আমার আঁখি-ধন্য হ'ল তব আঁখি-চাওয়া সনে মিশি।
তখনও সরল সুখী আমি—ফোটেনি যৌবন মম,
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি আসি ঊষা সম
আধ-ঘুমে আধ-জেগে তখনও কৈশোর
জীবনের ফোটো-ফোটো রাঙা নিশি-ভোর
বাধা বন্ধ হারা
অহেতুক নেচে-চলা-ঘূর্ণীবায়ু পারা
দুরন্ত গানের বেগ অফুরন্ত হাসি
নিয়ে এনু পথ ভোলা আমি অতি দূর পরবাসী।

সাথে তারি
এনেছিনু গৃহ-হারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি
এসে রাতে—ভোরে জেগে গেয়েছিনু জাগরণী সুর—
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলে তুমি, কাছে এসেছিলে,—
মুখ-পানে চেয়ে মোর সকরুণ হাসি হেসেছিলে,—
হাসি হেরে কেঁদেছিনু—'তুমি কার পোষাপাখী কান্তার বিধুর?
চোখে তব সে কি চাওয়া! মনে হ'ল যেন
তুমি মোর ঐ কণ্ঠ ঐ সুর—
বিরহের কান্না-ভারাতুর
বনানী-দুলানো,
দখিনা সমীরে ডাকা কুসুম-ফোটানো বন-হরিণী-ভুলানো
আদি জন্মদিন হ'তে চেন তুমি চেন!
তার পর—অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা
অশ্রু ভাঙা-ভাঙা
ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে,
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে—
শুধু জানি কাঁচা-ঘুমে জাগা তব রাগ-অরুণ-আঁখি-ছায়া
লেগেছিল মম আঁখি-পাতে।
আরো দেখেছিনু, ঐ আঁখির পলকে
বিস্ময়-পুলক দীপ্তি ঝলকে ঝলকে
ঝ'লেছিল, গ'লেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া,—
করুণায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল বিরহিণী
অন্ধকার-নিশীথিনী-কায়া।

তৃষাতুর চোখে মোর বড় যেন লেগেছিলো ভালো
পূজারিণী! আঁখি-দীপ-জ্বালা তব সেই স্নিগ্ধ সকরুণ আলো।

তার পর—গান-গাওয়া শেষে
নাম ধরে কাছে বুঝি ডেকেছিনু হেসে ।
অমনি কি গর্জে-ওঠা রুদ্ধ অভিমানে
(কেন কে সে জানে)
দুলি' উঠেছিল তব ভুরু-বাঁধা স্থির আঁখি-তারা,
ফুলে উঠেছিল জল, ব্যথা উৎস-মুখে তাহা ঝরঝর
প'ড়েছিল ঝ'রি !
একটু আদরে এত অভিমানে ফুলে ওঠা, এত আঁখ–জল,
কোথা পেলি ওরে কা'র অনাদৃতা ওরে মোর ভিখারিনী,
বল মোরে বল !
এই ভাঙা বুকে,
ঐ কান্না–রাঙা মুখ থুয়ে লাজ সুখে
বল্ মোরে বল্—
মোরে হেরি কেন এত অভিমান
মোর ডাকে কেন এত উথলায় চোখে তব জল
অচেনা অজানা আমি পথের পথিক
মোরে হেরে জলে পূরে ওঠে কেন তব ঐ বালিকার আঁখি অনিমিখ ?
মোর পানে চেয়ে সব হাসে,
বাঁধা নীড় পুড়ে যায় অভিশপ্ত তপ্ত মোর শ্বাসে ।
মণি ভেবে কত জনে তুলে পরে গলে,
মণি যবে ফণী হ'য়ে বিষ দগ্ধ মুখে
দংশে তার বুকে,
অমনি সে দলে পদতলে !
বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিনী ! তারে নিয়ে এ কি তব অকরুণ খেলা ?
তারে নিয়ে এ কি গূঢ় অভিমান ? কোন্ অধিকারে
নাম ধ'রে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে ।

কেউ ভালোবাসে নাই ?   কেউ তোমা করেনি আদর ?
জন্ম ভিখারিনী তুমি ?   তাই এত চোখে জল, অভিমানী
করুণা-কাতর ।

নহে তা'ও নহে—
বুক থেকে রিক্ত-কণ্ঠে কোন রিক্ত অভিমানী কহে—
'নহে তা'ও নহে ।'
দেখিয়াছি শতজন আসে এই ঘরে,
কতজন না চাহিতে এসে বুকে করে ।
তবু তব চোখে মুখে এ অতৃপ্তি, এ কী স্নেহ-ক্ষুধা,
মোরে হেরে উছলায় কেন তব বুক-ছাপা এত প্রীতি-সুধা
সে রহস্য রাণী
কেহ নাহি জানে—
তুমি নাহি জান—
আমি নাহি জানি ।
চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ—
কোথা হ'তে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান ।
নাহি বুঝিয়াও আমি সেদিন বুঝিনু তাই, হে অপরিচিতা ।
চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধ'রে মোর অনাদৃতা সীতা !
কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্তকুমারী সতী, তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে ;   চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেববালা !
নীরবে স'য়েছ সবি—
সহজিয়া !   সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী,
আমি তব কবি ।

তার পর—নিশি-শেষে পাশে ব'সে শুনেছিনু তব গীত-সুর
লাজে-আধ-বাধ-বাধ শঙ্কিত বিধুর ;
সুর শুনে হ'ল মনে—ক্ষণে ক্ষণে
মনে-পড়ে-পড়ে-না এ হারা কণ্ঠ যেন
কেঁদে কেঁদে সাধে, 'ওগো চেন মোরে জন্মে জন্মে চেন'।
মথুরায় গিয়া শ্যাম রাধিকায় ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে—এই সুর এই গীত-রবে কেঁদেছিল রাধা,
অবহেলা-বেঁধা-বুক নিয়ে এ যেন রে অতি-অন্তরালে ললিতার কাঁদা
বন-মাঝে একাকিনী দময়ন্তী ঘুরে ঘুরে ঝুরে'
ফেলে-যাওয়া নাথে তার ডেকেছিল ক্লান্ত-কণ্ঠে এই গীত-সুরে।
কান্তে প'ড়ে মনে
বন লতা সনে
বিষাদিনী শকুন্তলা কেঁদেছিল এই সুরে বনে সঙ্গোপনে।
হেম-গিরি শিরে
হারা-সতী উমা হয়ে ফিরে
ডেকেছিল ভোলানাথে এমনি সে চেনা-কণ্ঠে হায়
কেঁদেছিল চির-সতী পতি-প্রিয়া প্রিয়ে তার পেতে পুনরায়!
চিনিলাম বুঝিলাম সবি—
যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হ'য়ে তব মুখ-ছবি

তবু তব চেনা-কণ্ঠে মম কণ্ঠ-সুর
রেখে আমি চ'লে গেনু কবে কোন্ পল্লী-পথে দূর।
দুদিন না যেতে যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে
প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি পদ্মমূলে!

খুঁজে ফিরি কোথা হতে এই-ব্যথা-ভরাতুর মদ-গন্ধ আসে—
আকাশ বাতাস ধরা কেঁপে কেঁপে ওঠে শুধু মোর তপ্ত ঘন দীর্ঘশ্বাসে।

কেঁদে ওঠে লতা-পাতা
ফুল পাখী নদী জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন–জ্বালায়–জাগা অতৃপ্ত বিধাতা।
পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চীৎকারিয়া ফেরে তাই—'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই ?
হু–হু ক'রে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস–উদাস
মনে হয়—এ নিখিল যৌবন–আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ।
চোখ পুরে লাল নীল কত রাঙা আবছায়া ভাসে,
আসে—আসে --

কার বক্ষ টুটে
মম প্রাণ-পুটে
কোথা হ'তে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ ব্যথা আসে ?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে ; দিগন্তর দুলি' ওঠে মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার–ত্রাসে।
কস্তুরী হরিণ–সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম।
আপনারই ভালোবাসা
আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা।
অনন্ত অগস্ত্য–তৃষাকুল বিশ্ব–মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি' বিন্দু–সম, মাগে সিন্ধু আর
ভগবান! ভগবান! এ কি তৃষ্ণা অনন্ত অপার!
কোথা তৃপ্তি ? তৃপ্তি কোথা! কোথা মোর তৃষ্ণা–হরা প্রেম–সিন্ধু
অনাদি পাথার!
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার!

কোথা গেলে তারে পাই,
যার লাগি' এত বড় বিশ্বে মোর নাই শান্তি নাই!

ভাবি আর চলি শুধু, শুধু পথ চলি
পথে কত পথ–বালা যায়,
তারি পাছে হায় অন্ধ–বেগে ধায়
ভালোবাসা–ক্ষুধাতুর মন,
পিছু ফিরে কেহ যদি চায়—অভিমানে জলে ভেসে যায় দু'নয়ন।
দেখে তারা হাসে,
না চাহিয়া কেহ চ'লে যায়, ভিক্ষা লহ' ব'লে কেহ আসে দ্বার-পাশে।
প্রাণ আরো কেঁদে উঠে তা'তে,
গুমরিয়া ওঠে কাঙালের লজ্জাহীন গুরু বেদনাতে!
প্রলয়-পয়োধি-নীরে গর্জে-ওঠা হুহুঙ্কার-সম
বেদনা ও অভিমানে ফুলে' ফুলে' দুলে' দুলে' ওঠে ধূ-ধূ
ক্ষোভ-ক্ষিপ্ত প্রাণ-শিখা মম!
পথ-বালা আসে ভিক্ষা-হাতে,
লাথি মেরে চূর্ণ করি গর্ব তার ভিক্ষা-পাত্র সাথে!
কেঁদে তারা ফিরে যায়, ভয়ে কেহ নাহি আসে কাছে।
'অনাথ-পিণ্ডদ'-সম
মহাভিক্ষু প্রাণ মম
প্রেম-বুদ্ধ লাগি' হায় দ্বারে দ্বারে মহাভিক্ষা যাচে,
"ভিক্ষা দাও পুরবাসি!
বুদ্ধ লাগি' ভিক্ষা মাগি' দ্বার হ'তে প্রভু ফিরে যায় উপবাসী"।

কত এল কত গেল ফিরে,
কেহ ভয়ে কেহ-বা বিস্ময়ে!

ভাঙা-বুকে কেহ,
কেহ অশ্রু-নীরে—
কত এল কত গেল ফিরে।
আমি যাচি পূর্ণ সমর্পণ,
বুঝিতে পারে না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।
তারা আসে হেসে ;
শেষে হাসি-শেষে
কেঁদে তারা ফিরে যায়
আপনার গৃহে-স্নেহচ্ছায়ে।
বলে তারা, "হে পথিক! বল বল তব প্রাণ কোন্ ধন মাগে ?
সুরে তব এত কান্না, বুকে তব কা'র লাগি এত ক্ষুধা জাগে ?"
কি যে চাই বুঝেনাক' কেহ,
কেহ আনে প্রাণ মন কেহ-বা যৌবন ধন,
কেহ রূপ দেহ।
গর্বিতা ধনিকা আসে মদমত্তা আপনার ধনে
আমারে বাঁধিতে চাহে রূপ-ফাঁদে যৌবনের বনে।...
সব ব্যর্থ, ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গেয়ে গান—
"কোথা মোর ভিখারিনী পূজারিনী কই ?
যে বলিবে—'ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি,
ওগো মোর স্বামী!
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিনী বিজয়িনী নই'।"
মরু মাঝে ছুটে ফিরি বৃথা,
হু হু ক'রে জ্বলে ওঠে তৃষা—
তারি মাঝে তৃষ্ণা-দগ্ধ প্রাণ
ক্ষণেকের তরে কবে হারাইল দিশা।
দূরে কার দেখা গেল হাতছানি যেন—,

ডেকে ডেকে সে-ও কাঁদে —
'আমি নাথ তব ভিখারিনী,
আমি তোমা' চিনি,
তুমি মোরে চেন !
বঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল মরীচিকা ছায়া !
'ভিক্ষা দাও' ব'লে আমি এনু তার দ্বারে ।
কোথা ভিখারিনী ? ওগো এ যে মিথ্যা মায়াবিনী,
ঘরে ডেকে মারে ।
এ যে ক্রূর নিষাদের ফাঁদ,
এ যে ছলে জিনে নিতে চাহে ভিখারীর ঝুলির প্রসাদ ।
হ'ল না সে জয়ী,
আপনার জালে প'ড়ে আপনি মরিল মিথ্যাময়ী ।

* * *

কাঁটা-বেঁধা রক্ত মাখা প্রাণ নিয়ে এনু তব পুরে,
জানি নাই ব্যথাহত আমার ব্যথায়
তখনো তোমার প্রাণ পুড়ে,
তবু কেন কতবার মনে যেন হ'ত
তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দগ্ধ ক্ষত ।
মনে হ'ত প্রাণ তব প্রাণে যেন কাঁদে অহরহ—
'হে পথিক ! ঐ কাঁটা মোরে দাও, কোথা তব ব্যথা বাজে
কহ মোরে কহ ।

নীরব গোপন তুমি, মৌন তাপসিনী
তাই তব চির-মৌন ভাষা
শুনিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই ঐ ক্ষুদ্র চাপা-বুকে
কাঁদে কত ভালোবাসা আশা।

* * *

এরি মাঝে কোথা হ'তে ভেসে এল মুক্তধারা মা আমার
সে ঝড়ের রাতে,
কোলে তুলে নিল মোরে, শত শত চুমা দিল সিক্ত আঁখি-পাতে।
কোথা গেল পথ—
কোথা গেল রথ—
ডুবে গেল সব শোক-জ্বালা
জননীর ভালোবাসা এ ভাঙা দেউলে যেন দোলাইল দেয়ালীর আলা।
গত-কথা গত-জন্ম হেন
হারা-মায়ে পেয়ে আমি ভুলে গেনু যেন।
গৃহহারা গৃহ পেনু, অতি শান্ত সুখে
কত জন্ম পরে আমি প্রাণ ভ'রে ঘুমাইনু মুখ থুয়ে জননীর বুকে।
শেষ হ'ল পথ-গান গাওয়া,
ডেকে ডেকে ফিরে গেল হা-হা স্বরে পথসাথী তুফানের হাওয়া।

* * *

আবার আবার বুঝি ভুলিলাম পথ—
বুঝি কোন বিজয়িনী-দ্বার-প্রান্তে আসি' বাধা পেল পার্থ-পথ-রথ।
ভুলে গেনু কারে মোর পথে পথে খোঁজা,—
ভুলে গেনু প্রাণ মোর নিত্যকাল ধ'রে অভিসারী
মাগে কোন্ পূজা,

ভুলে গেনু যত ব্যথা শোক,—
নব সুখ-অশ্রু ধারে গ'লে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রু হীন চোখ।
যেন কোন্ রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র ব্যথা-সুখ।
বাঁচিয়া নূতন ক'রে মরিল আবার
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখী। ··
······ভেসে গেল রক্তে মোর মন্দিরের বেদী-··
জাগিল না পাষাণ—প্রতিমা
অপমানে দাবানল-সম তেজে
রুখিয়া উঠিল এইবার যত মোর ব্যথা---অরুণিমা
হুঙ্কারিয়া ছুটিলাম বিদ্রোহের রক্ত অশ্বে চড়ি'
বেদনার আদি হেতু স্রষ্টা পানে মেঘ অভ্রভেদী
ধূমধ্বজ প্রলয়ের ধূমকেতু-ধূমে
হিংসা হোমশিখা জ্বালি' সৃজিলাম বিভীষিকা
স্নেহ-মরা শুষ্ক মরুভূমে।

······এ কি মায়া! তার মাঝে মাঝে
মনে হ'ত কত দূর হ'তে, প্রিয় মোর নাম ধ'রে যেন
তব বীণা বাজে।
সে সুদূর গোপন পথের পানে চেয়ে,
হিংসা-রক্ত-আঁখি মোর অশ্রু রাঙা বেদনার রসে যেন ছেয়ে!
সেই সুর সেই ডাক স্মরি' স্মরি'
ভুলিলাম অতীতের জ্বালা,
বুঝিলাম তুমি সত্য—তুমি আছ,
অনাদৃতা তুমি মোর, তুমি মোরে মনে প্রাণে যাচ,

একা তুমি বনবালা
মোর তরে গাঁথিতেছ মালা
আপনার মনে
লাজে সঙ্গোপনে
জন্ম জন্ম ধ'রে চাওয়া তুমি মোর সেই ভিখারিনী।
অন্তরের অগ্নি-সিন্ধু ফুল হ'য়ে হেসে উঠে কহে—'চিনি, চিনি।
বেঁচে ওঠ্ মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হ'তে সেই—
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ শান্তি নেই!'

তারি মাঝে
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে?
কে যেন রে পিছু ডেকে চীৎকারিয়া কয়
'বন্ধু এ যে অবেলায়! হতভাগ্য, এ যে অসময়!'
শুনিনু না মানা, মানিনু না বাধা,
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হ'তে যেন বিরহিনী ললিতার কাঁদা
ছুটে এনু তব পাশে
উর্ধ্বশ্বাসে,
মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা প'ড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,
তোমার গোপন পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে।

* * *

তার পর যা বলিব হারায়েছি আজ তার ভাষা,
আজ মোর প্রাণ নাই অশ্রু নাই, নাই শক্তি আশা—
যা বলিব আজ ইহা গান নহে, ইহা শুধু রক্ত-ঝরা প্রাণ-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা ভাষা।

ভাবিতেছ, লজ্জাহীন ভিখারীর প্রাণ
সে-ও চাহে দেওয়ার সম্মান !
সত্য প্রিয়া সত্য ইহা ; আমিও তা স্মরি'
আজ শুধু হেসে হেসে মরি !
তবু শুধু এইটুকু জেনে রাখো প্রিয়তমা, দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে
ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে
এসেছিনু তব পাশে, জীবনের শেষ চাওয়া চেয়েছিনু তোমা,'
প্রাণের সকল আশা সব প্রেম ভালোবাসা দিয়া ।
তোমারে পূজিয়াছিনু, ওগো মোর বে দরদী পূজারিনী প্রিয়া ।
ভেবেছিনু, বিশ্ব যারে পারে নাই তুমি নেবে তার ভার হেসে,
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন
অবহেলে শুধু ভালোবেসে ।
ভেবেছিনু, দুর্বিনীত দুর্জয়ীরে জয়ের গরবে
তব প্রাণে উদ্ভাসিবে অপরূপ জ্যোতি, তার পর একদিন
তুমি মোর এ বাহুতে মহাশক্তি সঞ্চারিয়া
বিদ্রোহীর জয়লক্ষ্মী হবে ।

ছিল আশা ছিল শক্তি, বিশ্বটারে টেনে
ছিঁড়ে তব রাঙা পদতলে ছিন্ন রাঙা পদ্মসম পূজা দেব এনে !
কিন্তু হায় ! কোথা সেই তুমি ? কোথা সেই প্রাণ ।
কোথা সেই নাড়ী-ছেঁড়া প্রাণে প্রাণে টান ?

এ তুমি আজ সে তুমি তো নহ ;
আজ হেরি—তুমিও ছলনাময়ী
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী ।
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী—
দুর্ভাগিনী ! দেখে হেসে মরি ! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি ?

মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান,
তাঁর দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, এ দৃষ্টি যাহারে দেখে,
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখে তার প্রাণ !
লোভে আজ তব পূজা কলুষিত, প্রিয়া ;
আজ তারে ভুলাইতে চাহ,
যারে তুমি পূজেছিলে পূর্ণ মন প্রাণ সমর্পিয়া !

তাই আমি ভাবি কার দোষে—
অকলঙ্ক তব হৃদি-পুরে
জ্বলিল এ মরণের আলো কবে প'শে ?
তবু ভাবি, এ কি সত্য ? তুমিও ছলনাময়ী ?

যদি তাই হয়, তবে মায়াবিনী অয়ি,
ওরে দুষ্ট, তাই সত্য হোক।
জ্বালো তবে ভালো ক'রে জ্বালো মিথ্যালোক।
আমি তুমি সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা
সব মিথ্যা হোক,
জ্বালো ওরে মিথ্যাময়ী, জ্বালো তবে ভালো ক'রে
জ্বালো মিথ্যালোক !

* * *

তব মুখপানে চেয়ে
বাজ–সম বাজে মর্মে লাজ ;
তব অনাদর অবহেলা স্মরি' স্মরি'
তার সাথে স্মরি' মোর নির্লজ্জতা,
আমি আজ প্রাণে প্রাণে মরি !

মনে হয়—ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠি, 'মা বসুধা, দ্বিধা হও !
ঘৃণাহত মাটি-মাখা ছেলেরে তোমার
এ নির্লজ্জ মুখ-দেখা আলো হ'তে অন্ধকারে টেনে লও !'
তবু বারে বারে আসি আশা-পথ বাহি'
কিন্তু হায়, যখনই ও-মুখ পানে চাহি —
মনে হয়,—হায়, হায়, কোথা সেই পূজারিনী ?
কোথা সেই রিক্তা সন্ন্যাসিনী ?
এ যে সেই চির-পরিচিত অবহেলা,
এ যে সেই চির-ভাবহীন মুখ !
পূর্ণা নয়, এ যে সেই প্রাণ নিয়ে ফাঁকি-ফাঁকি—
অপমানে ফেটে যায় বুক !
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে অলক্তক পরে এরা পায় !

এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি !
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি ?
নারী নাহি হ'তে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো !
ইহাদের অতিলোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন !......
যে-পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিন সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে।

* * *

বুঝিয়াছি, শেষবার ফিরে আসে সাথী মোর মৃত্যু-ঘন আঁধি,
রিক্ত প্রাণ তিক্ত সুখে হুঙ্কারিয়া উঠে তাই,
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কাঁদি ?
জ্বলে' ওঠ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্র জ্বালাসম ধ্বক্ ধ্বক্,
হাহাকার-করতালি বাজা ! জ্বালা তোর বিদ্রোহের রক্তশিখা
অনন্ত পাবক ।
আন তোর বহ্নি রথ, বাজা তোর সর্বনাশা তুরী ।
হান্ তোর পরশু ত্রিশূল ! ধ্বংস কর এই মিথ্যাপুরী
রক্ত-সুধা-বিষ আন মরণের ধর্ টিপে টুঁটি !
এ মিথ্যা জগৎ তোর অভিশপ্ত জগদ্দল চাপে হোক্ কুটি-কুটি ।

* * *

কণ্ঠে আজ এত বিষ, এত জ্বালা,
তবু, বালা,
থেকে থেকে মনে পড়ে—
যতদিন বাসিনি তোমারে ভালো,
যতদিন দেখিনি তোমার বুক-ঢাকা রাগ রাঙা আলো
তুমি ততদিনই
যেচেছিলে প্রেম মোর, ততদিনই ছিলে ভিখারিণী ।
ততদিনই এতটুকু অনাদরে বিদ্রোহের তিক্ত অভিমানে
তব চোখে উছলাতো জল, ব্যথা দিত তব কাঁচা প্রাণে
একটু আদর-কণা একটুকু সোহাগের লাগি'
কত নিশি-দিন তুমি, মনে কর, মোর পাশে রহিয়াছ জাগি'
আমি চেয়ে দেখি নাই' তারি প্রতিশোধ
নিলে বুঝি এতদিনে ! মিথ্যা দিয়ে মোরে জিনে
অপমানে ফাঁকি দিয়ে করিতেছ মোর শ্বাস-রোধ !

আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি—
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে এ কি মিথ্যা খেলা!
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার, নারী!
এ আঘাত পুরুষেরে,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম, মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম, দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত করি দিয়া
মন-প্রাণ লভে অবসান।

ভুল, তাহা ভুল

বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা, অলি এসে হ'রে নেয় ফুল।
বায়ু বলি, তার তরে প্রেম নহে প্রিয়া।
অলি শুধু জানে ভালো কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া।

* * *

পথিক-দখিনা-বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি জানা দেশে।
বিদায়ের বেলা মোর ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বুকে আনন্দাশ্রু ভরি
কত সুখী আমি আজ সেই কথা স্মরি'।
না বাসিতে ভালো তুমি আগে বেসেছিলে মোরে ভালো,
কুমারী বুকের তব সব স্নিগ্ধ রাগ-রাঙা আলো
প্রথম পড়িয়াছিল মোর বুকে মুখে—
ভুখারীর ভাঙা বুকে পুলকের রাঙা বান ডেকে যায় আজ সেই সুখে।
সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি'
মনে হয় এ জীবন এ জনম ধন্য হ'ল—আমি আজ তৃপ্ত হ'য়ে মরি।

না-চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে তুমি—শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ শতবার ক'রে তব প্রিয় নাম চুমি।

* * *

মোরে মনে প'ড়ে—
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারও বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে ক'রো, মরিয়াছে, গিয়াছে, আপদ,
আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ।
মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,—
অমর হইয়া আছে—রবে চিরদিন
তবে প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি।

[দোলন চাঁপা]

পথহারা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে,
সে যেন কোন্ অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে ন'য় বলে একা তাকে ;
পথের পথিক পথেই ব'সে থাকে,
জানে না সে—কে তাহারে চাবে।
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে
আঁধার মাথায় দিগ্‌বধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,

একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধার আঁধার-বাঁকা কারায়
পথ-চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়,
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

[দোলন চাঁপা]

অবেলার ডাক

অনেক ক'রে বাসতে ভালো পারিনি মা তখন যারে,
আজ অবেলায় তারেই মনে প'ড়ছে কেন বারে বারে।

আজ মনে হয় রোজ রাতে সে ঘুম পাড়াত নয়ন চুমে',
চুমর পরে চুম দিয়ে ফের হান্‌ত আঘাত ভোরের ঘুমে।
ভাবতুম তখন এ কোন বালাই।
ক'রত এ-প্রাণ পালাই পালাই।
আজ সে কথা মনে হ'য়ে ভাসি অঝোর নয়ন ঝারে।
অভাগিনীর সে গরব আজ ধূলায় লুটায় ব্যথার ভারে ॥

তরুণ তাহার ভরাট বুকের উপ্‌চে পড়া আদর সোহাগ
হেলায় দু'পায় দলেছি মা, আজ কেন হায় তার অনুরাগ?
এই চরণ সে বক্ষে চেপে
চুমেছে, আর দু'চোখ ছেপে
জল ঝ'রেছে, তখনো মা কইনি কথা অহঙ্কারে,
এম্‌নি দারুণ হতাদরে ক'রেছি মা বিদায় তারে ॥

দেখেওছিলাম বুক-ভরা তার অনাদরের আঘাত-কাঁটা,
দ্বার হ'তে সে গেছে দ্বারে খেয়ে সবার লাথি-ঝাঁটা
ভেবেছিল আমার কাছে
তার দরদের শান্তি আছে
আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিনতে নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে ॥

পথ ভুলে সে এসেছিল সে মোর সাধের রাজ ভিখারী,
মাগো আমি ভিখারিনী আমি কি তাঁয় চিনতে পারি ?
তাই মাগো তার পূজার ডালা
নিইনি, নিইনি মণির মালা,
দেব্‌তা আমার নিজে আমায় পূজ্‌ল ষোড়শ-উপচারে।
পূজারীকে চিন্‌লাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে ॥

আমায় চাওয়াই শেষ-চাওয়া তার মাগো আমি তা কি জানি ?
ধরায় শুধু রইল ধরা রাজ-অতিথির বিদায়-বাণী
ওরে আমার ভালবাসা
কোথায় বেঁধেছিলি বাসা
যখন আমার রাজা এসে দাঁড়িয়েছিল এই দুয়ারে ?
নিঃশ্বসিয়া উঠেছে ধরা, 'নেই রে সে নেই খুঁজিস কারে' ।

সে যে পথের চির-পথিক তার কি সহে ঘরের মায়া ?
দূর হ'তে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া ।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে ॥

মাগো আমার শক্তি কোথায় পথ-পাগলে ধ'রে রাখার ?
তার তরে নয় ভালোবাসা, সন্ধ্যা-প্রদীপ ঘরে ডাকার ।
তাই মা আমার বুকের কপাট
খুলতে নারল তার করাঘাত,
এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,
আমি দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে

সোহাগে সে ধ'রতে যেত নিবিড় ক'রে বক্ষে চে'পে,
হতভাগী পালিয়ে যেতাম ভয়ে এ বুক উঠ্‌ত কেঁপে।
রাজ-ভিখারীর আঁখির কালো,
দূরে থেকেই লাগ্‌ত ভালো,
আস্‌লে কাছে ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়া অশ্রু-ভারে
ব্যথায় কেমন মুষ্‌ড়ে যেতাম, সুর হারাতাম মনের তারে।।

আজ কেন মা তারই মতন আমারো এই বুকের ক্ষুধা
চায় শুধু সেই হেলায় হারা আদর-সোহাগ পরশ-সুধা,
আজ মনে হয় তার সে বুকে
এ মুখ চেপে নিবিড় সুখে
গভীর দুখের কাঁদন কেঁদে শেষ ক'রে দিই এ আমারে!
যায় না কি মা আমার কাঁদন তাহার দেশের কানন পারে?

আজ বুঝেছি এ-জনমের আমার নিখিল শান্তি আরাম
চুরি করে পালিয়ে গেছে চোরের রাজা সেই প্রাণারাম।
হে বসন্তের রাজা আমার!
নাও এসে মোর হার-মানা হার!
আজ যে আমার বুক ফেটে যায় আর্তনাদে হাহাকারে,
দেখে যাও আজ সেই পাষাণী কেমন ক'রে কাঁদতে পারে!

তোমার কথাই সত্য হ'ল পাষাণ ফেটেও রক্ত বহে,
দাবানলের দারুণ দাহ তুষার-গিরি আজকে দহে
জাগল বুকে ভীষণ জোয়ার,
ভাঙ্‌ল আগল ভাঙ্‌ল দুয়ার,
মূকের বুকে দেব্‌তা এলেন মুখর মুখে ভীম পাথারে।
বুক ফেটেছে মুখ ফুটেছে—মাগো মানা ক'রছ কারে?

স্বর্গ আমার গেছে পুড়ে তারই চ'লে যাওয়ার সাথে,
এখন আমার একার বাসর দোসরহীন এই দুঃখ-রাতে।
ঘুম ভাঙাতে আস্‌বে না সে
ভোর না হ'তেই শিয়র-পাশে,
আস্‌বে না আর গভীর রাতে চুম-চুরির অভিসারে,
কাঁদবে ফিরে তাহার সাথী ঝড়ের রাতি বনের পারে।

আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে প'ড়তুম মাগো যুগল পদে,
বুকে ধ'রে পদ-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
ব'সতে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা জল—
ভেজা কাজল মুছাতাম তার চোখে-মুখে অধর-ধারে,
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে!

দেখতে মাগো তখন তোমার রাক্ষুসী এই সর্বনাশী,
মুখ থুয়ে তার উদার বুকে ব'লত, 'আমি ভালোবাসি'
ব'লতে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হ'য়ে গাল উঠত ঘেমে,
বুক হ'তে মুখ আস্‌ত নেমে লুটিয়ে কখন কোল-কিনারে,
দেখতুম মাগো তখন কেমন মান ক'রে সে থাকতে পারে।

এমনি এখন কতই আশা ভালোবাসার তৃষ্ণা জাগে
তার ওপর মা অভিমানে, ব্যথায়, রাগে-অনুরাগে।
চোখের জলের ঋণী ক'রে,
সে গেছে কোন্ দ্বীপান্তরে?
সে বুঝি মা সাত সমুন্দুর তের নদীর সুদূরপারে?
ঝড়ের হাওয়া, সেও বুঝি মা সে দূর-দেশে যেতে নারে?

তারে আমি ভালোবাসি সে যদি তা পায় মা খবর
চৌচির হ'য়ে প'ড়বে ফেটে আনন্দে মা তাহার কবর।
চীৎকারে তার উঠবে কেঁপে
ধরার সাগর অশ্রু ছেপে
উঠবে ক্ষেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুহুঙ্কারে,
ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে!

ছি, মা! তুমি ডুক্‌রে কেন উঠ্‌ছ্‌ কেঁদে অমন ক'রে?
তার চেয়ে মা তারই কোনো শোনা-কথা শুনাও মোরে!
শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার কোলে
ঘুমিয়ে পড়ি।—ও কে খোলে
দুয়ার ওমা? ঝড় বুঝি মা তারই মতো ধাক্কা মারে?
ঝোড়ো হাওয়া! ঝোড়ো হাওয়া! বন্ধু তোমার সাগর পারে?

সে কি হেথায় আসতে পারে আমি যেথায় আছি বেঁচে,
যে দেশে নাই আমার ছায়া এবার সে সেই দেশে গেছে!-
তবু কেন থাকি' থাকি',
ইচ্ছা করে তারেই ডাকি?
যে কথা মোর রইল বাকী হায় সে কথা শুনাই কারে?
মাগো আমার প্রাণের কাঁদন আছড়ে মরে বুকের দ্বারে।

যাই তবে মা! দেখা হ'লে আমার কথা ব'লো তারে
রাজার পূজা—সে কি কভু ভিখারিনী ঠেল্‌তে পারে?
মাগো আমি জানি জানি,
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
ব'লো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে॥

দোলন চাঁপা]

অভিশাপ

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছ্‌বে —
বুঝবে সেদিন বুঝবে !
ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হ'য়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি
সাগর আকাশ বাতাস চিরি"
যেদিন আমায় খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে !

স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চম্‌কে,
কাহার যেন চেনা-ছোঁওয়ায় উঠবে ও-বুক ছম্‌কে,—
জাগবে হঠাৎ চম্‌কে !
ভাববে বুঝি আমিই এসে
ব'সনু বুকের কোলটি ঘেঁষে,
ধ'র্‌তে গিয়ে দেখ্‌বে যখন
শূন্য শয্যা ! মিথ্যা স্বপন !
বেদ্‌নাতে চোখ বুজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে

গাইতে ব'সে কণ্ঠ ছিড়ে আসবে যখন কান্না,
ব'লবে সবাই—"সেই যে পথিক, তার শেখানো গান না ?
আস্‌বে ভেঙে কান্না !

প'ড়বে মনে আমার সোহাগ,
কণ্ঠে তোমার কাঁদ্‌বে বেহাগ!
প'ড়বে মনে অনেক ফাঁকি
অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছ্‌বে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আবার যেদিন শিউলী ফুলে ভ'রবে তোমার অঙ্গন,
তুলতে সে-ফুল গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কন
কাঁদবে কুটীর-অঙ্গন!
শিউলি-ঢাকা মোর সমাধি
পড়বে মনে, উঠবে কাঁদি'!
বুকের মালা করবে জ্বালা
চোখের জলে সেদিন বালা
মুখের হাসি ঘুচবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

আস্‌বে আবার আশিন-হাওয়া, শিশির ছেঁচা রাত্রি,
থাক্‌বে সবাই—থাকবে না এই মরণ-পথের যাত্রী!
আস্‌বে শিশির রাত্রি!
থাক্‌বে পাশে বন্ধু স্বজন,
থাক্‌বে রাতে বাহুর বাঁধন,
বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আন্‌বে মনে—
বিষিয়ে ও বক উঠবে—
বঝবে সেদিন বুঝবে!

আস্‌বে আবার শীতের রাতি, আসবেনাক' আর সে—
তোমার সুখে প'ড়ত বাধা থাক্‌লে যে-জন পার্শ্বে,
আস্‌বেনাক' আর সে!
প'ড়বে মনে, মোর বাহুতে
মাথা থুয়ে যে-দিন শুতে
[illegible] ফিরিয়ে থাক্‌তে ঘৃণায়!
সেই স্মৃতি তো ঐ বিছানায়
কাঁটা' হ'য়ে ফুট্‌বে—
বঝবে সেদিন বুঝবে!

আবার গাঙে আস্‌বে জোয়ার, দুলবে তরী রঙ্গে,
সেই তরীতে হয়তো কেহ থাক্‌বে তোমার সঙ্গে -
দুল্‌বে তরী রঙ্গে
প'ড়্‌বে মনে সে কোন রাতে
এক তরীতে ছিলেম সাথে,
এম্‌নি গাঙে ছিল জোয়ার,
নদীর দু'ধার এম্‌নি আঁধার,
তেম্‌নি তরী ছুট্‌বে—
বঝবে সেদিন বুঝবে

তোমার সখার আস্‌বে যেদিন এমনি কারা-বন্ধ,
আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়তো হবে অন্ধ!
সখার কারা-বন্ধ!
বন্ধু তোমার হান্‌বে হেলা,
ভাঙবে তোমার সুখের মেলা;
দীর্ঘ বেলা কাটবে না আর,
বইতে প্রাণের শান্ত এ ভার

মরণ-সনে যুঝবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

ফুট্‌বে আবার দোলন-চাঁপা চৈতী-রাতের চাঁদ্‌নী,
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আবার কাঁদনী-
চৈতী-রাতের চাঁদনী—
ঋতুর পরে ফির্‌বে ঋতু,
সেদিন—হে মোর সোহাগ-ভীতু
আমার মতন চোখ ভ'রে চায়
যে তারা, তায়' খুঁজবে—
বুঝবে সেদিন বঝবে!

আস্‌বে ঝড়, নাচবে তুফান, টুট্‌বে সকল বন্ধন,
টুট্‌বে যবে বন্ধন।
প'ড়বে মনে নেই সে সাথে
বাঁধবে বুকে দুঃখ-রাতে—
আপনি গালে যাচবে চুমা,
চাইবে আদর, মাগবে ছোঁওয়া
আপনি যেচে চুমবে —
বঝবে সেদিন বুঝবে।

আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হান্‌ত,
সেই আঘাতই যাচবে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত—
আসব তখন পান্থ।

হয়তো তখন আমার কোলে
সোহাগ-লোভে প'ড়বে চ'লে,
আপনি সেদিন সেধে কেঁদে
চাপবে বুকে বাহু বেঁধে,
চরণ চুমে পূজবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

[দোলন-চাঁপা]

পিছু-ডাক

সখি ।	নতুন ঘরে গিয়ে আমায় প'ড়বে কি মনে ?
সেথায় তোমার নতুন পূজা নতুন আয়োজনে ।
প্রথম দেখা তোমায় আমায়
যে গৃহ-ছায় যে আঙিনায়,
যেথায় প্রতি ধূলিকণায়,
লতাপাতার সনে,
নিত্য চেনার বিত্ত রাজে চিত্ত-আরাধনে,
শূন্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদছে নিরজনে

সেথা	তুমি যখন ভুল্‌তে আমায়, আস্‌ত অনেক কেহ,
তখন	আমার হ'য়ে অভিমানে কাঁদত-যে ঐ গেহ ।
যেদিক পানে চাইতে সেথা
বাজত আমার স্মৃতির ব্যথা,
সে গ্লানি আজ ভুলবে হেথা
নতুন আলাপনে ।
আমিই শুধু হারিয়ে গেলাম হারিয়ে-যাওয়ার বনে ॥

আমার	এত দিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,
ওগো	আমার সুদূর ক'রত নিকট ঐ পুরাতন পুর
এখন তোমার নতুন বাঁধন
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,
নতুন সাধন, গানের মাতন
নতুন আবাহনে ।
আমার সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে ॥

সখি ! আমার আশাই দুরাশা আজ, তোমার বিধির বর

আজ মোর সমাধির বুকে তোমার উঠবে বাসর ঘর !

শূন্য ভ'রে শুন্‌তে পেনু

ধেনু-চরা বনের বেণ—

হারিয়ে গেনু হারিয়ে গেনু

অস্ত-দিগঙ্গনে !

বিদায় সখি, খেলা-শেষ এই বেলা শেষের খনে

এখন তুমি নতুন মানুষ নতুন গৃহকোণে ॥

[দোলন-চাঁপা]

বিজয়িনী

হে মোর রাণি ! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে ।

আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে ।

আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী

দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হ'য়ে উঠে ভারী,

এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি

এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে ॥

ওগো জীবন-দেবী,

আমায় দেখে কখন তুমি ফেল্‌লে চোখের জল,

আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল

আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত—রথের চূড়ে,

বিজয়িনী ! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,

যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পূরে

আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে ॥

[ছায়ানট]

কমল-কাঁটা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত-বারণ-রণে
জাগছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে ॥
উঠল কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল— বাঁধ-ভরা জল
শুধায় ক্ষণে ক্ষণে!
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে।

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বঁধুর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি!
আসবে কি আর পথিক-বালা?
প'রবে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্ব'লবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কনে?

[ছায়ানট]

কবি রাণী

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ - সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো -
আকাশ বাতাস প্রভাত—আলো
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পূবের তরুণ রবি—
তুমি ভালোবাসো ব'লে ভালোবাসে সবি ?

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায় ॥
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি,
আমার পূজার যা আয়োজন
তোমার প্রাণের হবি
আমার বাণী জয়মাল্য, রাণি ! তোমার সবি ॥

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি ॥

[দোলন-চাঁপা]

পউষ

পউষ এলো গো!

পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে

ঐ যে এলো গো—

কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥

সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়

বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,

অস্ত-বধূ-(আ—হা) মলিন চোখে চায়

পথ চাওয়া দীপ সন্ধ্যাতারায় হারায়ে॥

পউষ এলো গো—

এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু ক্ষয়

পাকা ধানের বিদায় ঋতু, নতুন আসার ভয়

পউষ এলো গো! পউষ এলো—

শুক্‌নো নিশান, কাঁদন-ভারাতুর

বিদায়-ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার সুর—

'ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর

কালো চোখের করুণ চাওয়া ছড়ায়ে।'

[দোলন-চাঁপা]

চৈতী হাওয়া

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর
আজকে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার !
আজকে তোমার জন্মদিন—
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাতড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার অকুল অন্ধকার !
এই-সে হেথাই হারিয়ে গেছে কুড়িয়ে-পাওয়াহার !

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যথার নীলোৎপল
আঁধার দীঘির রাঙলে মুখ
নিটোল ঢেউ-এর ভাঙলে বুক—
কোন পূজারী নিল ছিঁড়ে ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ তল ?

অস্ত-খেয়ার হারামাণিক-বোঝাই-করা-না'
আস্ছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ !
ঘাটে আমি রই ব'সে
আমার মানিক কই গো সে ?
পারাবারের ঢেউ-দোলানী হান্ছে বুকে ঘা !
আমি খুজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা !

বইছে আবার চৈতী-হাওয়া গুম্রে ওঠে মন
পেয়েছিলাম এম্নি হাওয়ায় তোমার পরশন !

তেমনি আবার মহুয়া মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা বউ
পান ক'রে ওই চল্‌ছে নেশায়, দুল্‌ছে মহল বন,
ফুল-সৌখিন্‌ দখিন হাওয়ায় কানন উচাটন।

প'ড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যূঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই,
হাস্‌তে তুমি দুলিয়ে ডাল
গোলাপ হ'য়ে ফুট্‌ত গাল
থলকমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও গাল ছুঁই।
বকুল-শাখা ব্যাকুল হ'ত টলমলাত' ভুঁই।

চৈতী রাতের গাইত' গজল বুলবুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর।
ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজনে ফুলের দল ঝ'রি'
থোপা থোপা লাজ ছড়াত' দোলন-খোঁপার' পর,
ঝাঁঝাল হাওয়ায় বাজ্‌ত উদাস মাছরাঙার স্বর।

পিয়াল বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেত বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ।
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,
বলতে, 'আমি অমনি চাই।
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ।
হিজল শাখায় ডাকত পাখী, 'বউ গো কথা কউ'।

ডাকত ডাহুক জল-পায়রা নাচ্ত ভরা বিল,
জোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্‌মানে গাঙ্‌চিল।
হঠাৎ জলে রাখতে পা,
কাজলা দীঘির শিউরে গা —
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত মৃণাল ফুট্‌ত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগত তোমার সাগর দীঘির নীল।

উদাস দুপুর কখন গেছে এখন বিকেল যায়,
ঘুম জড়ালো ঘুমতী নদীর ঘুমুর-পরা গায়।
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ-এর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়।
মাঠের বাঁশী বন্ উদাসী ভীমপলাশী গায়।

বউল আজি বাউল হ'ল আমরা তফাতে
আম-মকুলের গুঁজি কাঠি দাও কি খোঁপাতে?
ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ' কি আর প্রিয়ে?
প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে।

বউল ঝ'রে ফ'লেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের পীড়ায় টস্‌টসে বুক ঝুরছে গোলাপজাম।
কামরাঙারা রাঙ্‌ল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ঝ'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—
জামরুল রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম।

ক'রেছিলাম চাউনি-চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলুম গাঁথব মালা পাইনি খুঁজে ডোর।
সেই চাহনি নীল-কমল
ভরল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্মমূলে মোর।
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী হার লোর।

তরী আমার কোন্ কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কম্‌লা লেবুর ফুল।
পাহাড়তলীর শাল্‌বনায়
বিষের মত নীল ঘনায়।
সাঁঝ প'রেছে ঐ দ্বিতীয়ার চাঁদ-ইহুদী-দুল।
হায় গো আমার ভিন গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল।

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চৈত তোমার দেখা নেই।
কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর ?
তেমনি ক'রে জাগ্‌ছ কি রাত আমার আশাতেই ?
কুড়িয়ে পাওয়া বেলায় খুঁজি, হারিয়ে যাওয়া খেই ?

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',
এই তরীতে হয়তো তোমার প'ড়বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'॥

[ছায়ানট]

শায়ক-বেঁধা পাখী

রে নীড়-হারা, কচি বুক শায়ক-বেঁধা পাখী ?
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?
কোথায় রে তোর কোথায় ব্যথা বাজে ?
চোখের জলে অন্ধ আঁখি কিছুই দেখি না যে ?
ওরে মানিক ! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে —
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি'
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা বেঁধা পাখী
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?'

বক্ষে বিঁধে বিষমাখানো শর
পথ-ভোলা রে ! লুটিয়ে প'লি এ কার বুকের, পর ?
কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর ?
তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি ?
ওরে আমার কোমল-বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখী,
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

হায়, এ কোথায় শান্তি খুঁজিস্ তোর ?
ডাকছে দেয়া, হাঁক্‌ছে হাওয়া কাঁপছে কুটীর মোর ।
ঝঞ্ঝাবাতে নিবেছে দীপ, ভেঙেছে সব দোর ।
দুলে দুঃখ—রাতের অসীম রোদন বক্ষে থাকি' থাকি' ;
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী ?
এমন দিনে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

মরণ যে বাপ বরণ করে তারে
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে।
মানিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারে বারে,
ওরে তাই তো ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি।
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখী
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মানিক।
দেখেই তোরে চিনেছি, আয় বক্ষে ধরি খানিক।
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেল্‌তে পারে চিরকালের মা কি?
ওরে আমার কোমল-বুকে-কাঁটা-বেঁধা পাখী,
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল করে রাখি?

এ যে রে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই তো আমার ন'স রে অতিথ অতীত কালের কেহ,
বারে বারে নাম হারায়ে এসেছিস্ এই গেহ,
এই মায়ের বুকে থাক যাদু তোর য'দ্দিন আছে বাকী
প্রাণের আড়াল ক'রতে পারে সৃজন দিনের মা কি?
হারিয়ে যাওয়া? ওরে পাগল, সে তো চোখের ফাঁকি।

[ছায়ানট]

পলাতকা

কোন সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস্ ওরে চখা ?
ওরে আমার পলাতকা !
তোর প'ড়ল মনে কোন্ হারা ঘর,
স্বপন-পারের কোন্ অলকা ?
ওরে আমার পলাতকা

তোর জল ভ'রেছে চপল চোখে,
বল কোন্ হারা মা ডাক্‌লো তোকে রে ?
ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল ! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে ?
যেন বুক-ভরা ও' গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায় 'আয়,
ওরে আয় আয় আয় আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা
ওরে আমার পলাতকা !'
দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার ! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ
এতদিনে চিন্‌লি কি রে পর ও আপনে !
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামল ঘরে সাঁঝ ?
ধানের শীষে, শ্যামার শিসে—
যাদুমণি ? বল্ সে কিসে রে,

তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন।
চোখ ভরা তোর উছ্‌লে কাঁদন রে।
তোর কে পিয়ালো সবুজ স্নেহের কাঁচা বিষে রে।
যেন আচম্‌কা কোন্‌ শশক-শিশু চ'ম্‌কে ডাকে হায়,
'ওরে আয় আয় আয়—
ওরে আয় রে খোকন আয়,
বনে আয় ফিরে আয় বনের চখা।
ওরে চপল পলাতকা'।

[ছায়ানট]

চিরশিশু

নাম-হারা তুই পথিক-শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন্-নামের আজ প'রলি কাঁকন, বাঁধনহারার কোন্ কারা এ?
আবার মনের মতন ক'রে
কোন্ নামে বল্ ডাকব তোরে।
পথ ভোলা তুই এই সে ঘরে
ছিলি ওরে এলি ওরে
বারে বারে নাম হারায়ে।

ওরে যাদু ওরে মানিক, আঁধার ঘরের রতন মণি।
ক্ষুধিত ঘর ভ'রলি এনে ছোট্ট হাতের একটু ননি।
আজ যে শুধু নিবিড় সুখে
কান্না-সায়র উথ্‌লে বুকে
নতুন নামে ডাক্‌তে তোকে
ওরে ও কে কণ্ঠ রুখে'
উঠছে কেন মন ভারায়ে!
অস্ত হ'তে এলে পথিক উদয় পানে পা বাড়ায়ে॥

[ছায়ানট]

বিদায় বেলায়

তুমি অমন ক'রে গো বারে বারে জল ছল্‌-ছল্‌ চোখে চেয়ো না,

জল-ছল্‌-ছল চো-খে চেয়ো না

ঐ কাতর কণ্ঠে থেকে থেকে শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না,

শুধু বিদায়ের গান গেয়ো না ॥

হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,

আজও তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।

ঐ ব্যথাতুর আঁখি কাঁদো কাঁদো মুখ

দেখি, আর শুধু হু-হু করে বুক।

চলার তোমার বাকী পথটুক্‌ -

হায়, অমন ক'রে ও অকরুণ গীতে আঁখির সলিলে ছেয়ো না,

ওগো আঁখির সলিলে ছেয়ো না ॥

দূরের পথিক! তুমি ভাবো বুঝি

তব ব্যথা কেউ বোঝে না

তোমার ব্যথার তুমিই দরদী একাকী,

পথে ফেরে যারা পথ-হারা,

কোনো গৃহবাসী তারে খোঁজে না,

বুকে ক্ষত হ'য়ে জাগে আজো সেই ব্যথা-লেখা কি?

দূর বাউলের গানে ব্যথা হানে বুঝি শুধু ধূ-ধূ মাঠে পথিকে

এ যে মিছে অভিমান পরবাসী! দেখে ঘর-বাসীদের ক্ষতিকে ॥

তবে জান' কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদছে কোথায়—
পথিক ! ওগো অভিমানী দূর পথিক !
কেহ ভালোবাসিল না ভেবে যেন আজো
মিছে ব্যথা পেয়ে যেয়ো না ।
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না ।

[ছায়ানট]

দূরের বন্ধু

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যাথার সুরে ?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর–ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে

তোমার বাঁশীর উদাস কাঁদন
শিথিল করে সকল বাঁধন,
কাজ হ'ল তাই পথিক সাধন,
খুঁজে ফেরা পথ–বধূরে,
ঘুরে ঘুরে দূরে দূরে ॥
হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে এইটুকুতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা—তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে!

বাঁধ্‌তে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে,
উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে,
বন্ধু, তোমার সুরে সুরে।

[ছায়ানট]

সন্ধ্যাতারা

ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বউ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা ?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা ॥

সাঁঝের প্রদীপ আঁচল ঝেঁপে
বঁধূর পথে চাইতে বেঁকে
চাউনিটি কার উঠ্‌ছে কেঁপে
রোজ সাঁঝে ভাই এমনি ধারা ॥

কার হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে

এই যে নিতুই আসা যাওয়া,
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি আজ প্রিয়-হারা ॥

[ছায়ানট]

ব্যথা নিশীথ

এই   নীরব নিশীথ রাতে
শুধু   জল আসে আঁখিপাতে।

কেন কি কথা স্মরণে রাজে ?
বুকে কার হতাদর বাজে ?
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি' ব্যর্থতাতে,
আর জল ভরে আঁখিপাতে ॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি,
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।
ছিল সে-দিনো এমনি নিশা,
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পুরবীর বেদনাতে ॥

[ছায়ানট]

আশা

হয়তো তোমায় পাব' দেখা

যেখানে ঐ নত আকাশ চুম্‌ছে বনের সবুজ রেখা ॥

ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে

আ'লের পথে বিজন ঘাটে,

হয়তো এসে মুচ্‌কি হেসে

ধ'রবে আমার হাতটি একা ॥

ঐ নীলের ঐ গহন—পারে ঘোমটা—হারা তোমার চাওয়া

আনলে খবর গোপন দূতী দিক্‌পারের ঐ দখিন হাওয়া ॥

বনের ফাঁকে দুষ্টু তুমি

আস্তে যাবে নয়না চুমি',

সেই সে কথা লিখছে হোথা

দিগ্বলয়ের অরুণ—লেখা ।

[ছায়ানট]

আপন পিয়াসী

আমার আপনার চেয়ে আপন যে-জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়,
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াষী বাসনায় ॥

আমারি মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায় ॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ শ্যাম,
অশনি-আলোক হেরি তারে থির-বিজুলি উজল অভিরাম ॥

আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া,
আপনারি গলে দোলে হায় ॥

[ছায়ানট]

অ-কেজোর গান

ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুটীর ক্ষেতে
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ-সোহাগী পউষ প্রাতে
অথির প্রজাপতির সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে
পুষ্পল মৌ-ক্ষেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে
ও তার হ'লদে আঁচল চ'লতে জড়ায় অড়হরের ফুলে।
ঐ বাব্লা ফুলে নাকছাবি তার,
গা'য় শাড়ী নীল-অপরাজিতার,
চ'লেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে ॥
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে

ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুটীর ক্ষেতে,
আমার এ মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে ॥

[ছায়ানট]

কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কোরাস :—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর, পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ ?
এ তুফান ভারী দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যাথা ঘোষিয়াছে অভিযান ।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ।।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ !
'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম ?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী ! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ !

কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যাজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশির প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি, অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার॥

[সর্বহারা]

ছাত্রদলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান,
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল!
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বিতল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষচ্যুত-ধূমকেতু-প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান,
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন
আমরা পশি নীল অতল,
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার
যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,

মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন–ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্বনাশা চোখের জল
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়,
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব,
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ-রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল,
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক!
আমরা তাজা খুনে লাল ক'রেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর।

মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভ'রেছি মা'র শ্যাম-আঁচল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালোবাসার
আশার ভবিষ্যৎ
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল
আমরা ছাত্রদল॥

[সর্বহারা]

মা (বিরজাসুন্দরী দেবীর)-র
শ্রীচরণারবিন্দে—

সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার
তুমি কোনোদিন কারে করোনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির
কূলে ব'সে কাঁদ' মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী! যেন কোন্ পথ-ভুলে-আসা
ভিন গাঁ'র ভীরু মেয়ে, কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছে আপনারে, 'এ আমি কোথায়?
দূর হ'তে তারকারা ডাকে, আয় আয়!
তুমি যেন তাহাদের পলাতকা মেয়ে
ভুলিয়া এসেছে হেথা ছায়া-পথ বেয়ে!
বিধি ও অবিধি মিলে মেরেছে তোমায়
—মা আমার—কত যেন! চোখে মুখে, হায়—
তবু যেন শুধু এক ব্যথিত জিজ্ঞাসা—
'কেন মারে? এরা কা'রা! কোথা হ'তে আসে
এই দুঃখ ব্যথা শোক?'—এরা তো তোমার
নহে পরিচিত মাগো, কন্যা অলকার!
তাই সব স'য়ে যাও নির্বাক নিশ্চুপ'
ধূপেরে পোড়ায় অগ্নি—জানে না তা ধূপ!

দূর—দূরান্তর হ'তে আসে ছেলে মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখে চেয়ে!

বলে, 'তুমি মা হবে আমার ?' ভেবে কী যে
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায় ! মনে হয় যেন
সকলের চেনা তুমি, সকলেরে চেন' ।
তোমারি দেশের যেন ওরা ঘরছাড়া
বেড়াতে এসেছে এই ধরনীর পাড়া
প্রবাসী শিশুর দল ! যাবে ওরা চ'লে
গলা ধ'রে দুটি কথা 'মা আমার' ব'লে !

হয়তো ভুলেছ মাগো কোনো একদিন
এমনি চলিতে পথে মরু-বেদুইন-
শিশু এক এসেছিল ! শ্রান্ত কণ্ঠ তার
ব'লেছিল গলা ধ'রে 'মা হবে আমার ?'
হয়তো আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে,
অথবা সে আসে নাই—না এলে স্মরণে !
যে-দুরন্ত গেছে চ'লে আসিবে না আর,
হয়তো তোমার বুকে গোরস্থান তার
জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে–নাই !
মন তো কতই পাই—কত সে হারায়·····

সর্বসহা কন্যা মোর ! সর্বহারা মাতা !
শূন্য নাহি রহে কভু মাতা ও বিধাতা !
হারা-বুকে আজ তব ফিরিয়াছে যারা—
হয়তো তাদেরি স্মৃতি-এই সর্বহারা' ।

[সর্বহারা

সর্বহারা

ব্যথার সাঁতার পানি ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল ! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর ?
শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্বহারা ;
মেঘ জননীর অশ্রুধারা
ঝ'রছে মাথার' পর
দাঁড়িয়ে দূরে ডাক্‌ছে মাটি
দুলিয়ে তরু কর ॥

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি ! নায়ের মাঝি !
পাল তুলে তুই দেরে আজি
তুরঙ্গ ঐ তুফান তাজী
তরঙ্গে খায় দোল !
নায়ের মাঝি ! আর কেন ভাই ?
মায়ার নোঙর তোল

ভাঙন ভরা আঙনে তোর
যায় রে বেলা যায়।
মাঝিরে! দেখ্ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায়।
যায় চলে ঐ সাথের সাথী,
ঘনায় গহন শওন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি'
ঘুমুস্ নে আর হায়।
ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায়?

হীরা মানিক চাস্‌নিক' তুই,
চাস্‌নি তো সাত ক্রোড়,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-
ভরা অভাব তোর।
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা,
একটি ছিন্ন মাদুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-আলো-করা
একটু-কুটীর দোর।
আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা,
আস্‌লো সিদেল-চোর!

মাঝি রে তোর নাও ভাসিয়ে
মাটির বুকে চল্,
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল

প্রলয়—পথিক চল্‌বি ফিরি
দ'ল্‌বি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি'
নাচ্‌ছে সিন্ধুজল !
চল্‌ রে জলের যাত্রী এবার
মাটির বুকে চল্‌ ।

[সর্বহারা

সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখা ন মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ-মুসলীম ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।
কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গারো?
কনফুসিয়াস্? চার্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বলো আরো।
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ—
কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল!
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফুটে তাজা ফুল!
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।

বন্ধু বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদীনা, কাবা-ভবন,

মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ঈসা মূসা পেলে সত্যের পরিচয়
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি,
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা বেদনার ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব—দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি, গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম—গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
ই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।

* * *

ঈশ্বর

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে'
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে
হায়, ঋষি দরবেশ,
বুকের মানিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তাঁরে দেশে দেশে।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা' পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে;
ইচ্ছা—অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
শিহরি উঠো না' শাস্ত্রবিদেরে ক'রোনাক' বীর ভয়—
তাহারা খোদার খোদ 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' তো নয়
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি!
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে—
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছো না ওদেরে ভুলে,

উহারা রত্ন-বেনে
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে।
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধু-তলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

* * *

মানুষ

গাহি সাম্যের গান –
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হ'ল।'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ—বস্ত্র শীর্ণ—গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ—
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন।'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমিররাত্রি' পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারী ফুকারী' কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়।'
মস্‌জিদে কাল শিরণী আছিল,—অঢেল গোস্ত রুটী
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি!
এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারিণ চিন্
বলে, 'বাবা আমি ভুখা ফাঁকা আছি আজ নিয়ে সাতদিন!
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা—'ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর' গো-ভাগাড়ে গিয়ে। নমাজ পড়িস বেটা?'

ভুখারী কহিল, 'না বাবা", মোল্লা হাঁকিল—'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ !' গোস্ত-রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা।
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে- -
'আশীটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনী তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা' ব'লে বন্ধ করনি প্রভু,
তব মস্‌জিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী !'

কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড় ?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা !
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !
হায় রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়
মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।—মূর্খরা সব, শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।
আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ,
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবির,— বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরই এঁরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরি রক্ত কম-বেশী ক'রে প্রতি ধমনীতে রাজে।
আমরা তাঁদেরই সন্তান, জ্ঞাতি, তাঁদেরি মতন দেহ।
কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ।

হেসো না বন্ধু! আমার আমি সে কত অতল অসীম,
আমিই কি জানি কে জানে কে আছে
আমাতেই মহামহিম!

হয়তো আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদী ঈসা,
কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় তাহার দিশা,
কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
হয়তো উহারি বুকে ভগবান জাগিছেন দিবা-রাতি!
অথবা হয়তো কিছুই নহে সে মহান উচ্চ নহে,
আছে ক্লেদাক্ত ক্ষত-বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ-দহে,
তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।
হয়তো উহারি ঔরসে ভাই উহারই কুটীর-বাসে'
জন্মিছে কেহ জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে।
যে বাণী আজিও শোনেনি জগৎ যে "মহাশক্তিধরে"
আজিও বিশ্ব দেখেনি,— হয়তো আসিছে সে এরই ঘরে!
ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হ'তে পারে হরিশ্চন্দ্র, এই শ্মশানের শিব?
আজ চণ্ডাল, কাল হ'তে পারে মহাযোগী সম্রাট,
তুমি কাল তারে অর্ঘ দানিবে, করিবে নান্দী-পাঠ।
রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে,
হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে!
চাষা বলে করো ঘৃণা!
দেখো চাষা রূপে লুকিয়ে জনক বলরাম এলো কিনা!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল,'
তারাই আনিল অমর বাণী—যা আছে, রবে চিরকাল

দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিনী।
তারি মাঝে কবে এলো ভোলানাথ গিরিজায়া, তা কি চিনি
তোমার ভোগের হ্রাস হয় পাছে ভিক্ষা-মুষ্টি দিলে,
দ্বারী দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে।
সে মার রহিল জমা—
কে জানে তোমায় লাঞ্ছিতা দেবী করিয়াছে কিনা ক্ষমা!

বন্ধু, তোমার বুক-ভরা লোভ, দু'-চোখে স্বার্থ ঠুলি,
নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হ'য়েছে কুলি।
মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা-মথিত সুধা,
তাই লুটে তুমি খাবে পশু! তুমি তা দিয়ে মেটাবে ক্ষুধা?
তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দোদরীই জানে
তোমার মৃত্যু-বাণ আছে তব প্রাসাদের কোনখানে।
তোমারি কামনা-রাণী,
যুগে যুগে পশু ফেলেছে তোমায় মৃত্যু-বিবরে টানি,

* * *

পাপ

সাম্যের গান গাই!—
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিক' কে আছে পুরুষ নারী?
আমরা তো ছার; —পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী!—
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ সে টলমল,
দেবতার পাপ-পথ দিয়া পশে স্বর্গে অসুর দল।
আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক্ সবে
কম-বেশী ক'রে পাপের ছুরিতে পুণ্যে করেছে জবেহ্
বিশ্ব পাপস্থান—
অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান!

ধর্মান্ধরা শোনো,
অন্যের পাপ গনিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!
পাপের পঙ্কে পুণ্য পদ্ম, ফুলে ফুলে হেথা পাপ!
সুন্দর এই ধরা ভরা শুধু বঞ্চনা অভিশাপ।
এদের এড়াতে না পারিয়া যত অবতার আদি কেহ
পুণ্যে দিলেন আত্মা ও প্রাণ, পাপেরে দিলেন দেহ।
বন্ধু, কহিনি মিছে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, হ'তে ধ'রে ক্রমে নেমে এস নীচে
মানুষের কথা ছেড়ে দাও, যত ধ্যানী মুনি ঋষি যোগী
আত্মা তাঁদের ত্যাগী তপস্বী, দেহ তাঁহাদের ভোগী।
এ-দুনিয়া পাপশালা,
ধর্ম-গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা!
হেথা সবে সম-পাপী,
আপন পাপের বাটখারা দিয়ে অন্যের পাপ মাপি!
জবাবদিহির কেন এত ঘটা যদি দেবতাই হও,
টুপি প'রে টিকি রেখে সদা বলো যেন তুমি পাপী নও।
পাপী নও যদি কেন এ ভড়ং ট্রেডমার্কার ধুম?
পুলিশী পোশাক পরিয়া হ'য়েছে পাপের আসামী গুম্!

বন্ধু, একটা মজার গল্প শোনো,
একদা অপাপ ফেরেশ্‌তা সব স্বর্গ-সভায় কোনো
এই আলোচনা করিতে আছিল বিধির নিয়ম দুষি,
দিন রাত নাই এত পূজা করি, এত ক'রে তাঁরে তুষি,
তবু তিনি যেন খুশী নন্—তাঁর যত স্নেহ দয়া ঝ'রে
পাপ-আসক্ত কাদা ও মাটির মানুষ জাতিরই 'পরে
শুনিলেন সব অন্তর্যামী, হাসিয়া সবারে ক'ন,
'মলিন ধূলার সন্তান ওরা, বড় দুর্বল মন—

ফুলে ফুলে সেথা ভুলের বেদনা · নয়নে, অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ।
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে ম'রে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।'

দেবদূত সবে বলে, "প্রভু মোরা দেখিব কেমন ধরা,
কেমনে সেখানে ফুল ফোটে যার শিয়রে মৃত্যু-জরা।'
কহিলেন বিভু—'তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ যে দুইজন
যাক্ পৃথিবীতে, দেখুক কি ঘোর ধরণীর প্রলোভন।'
'হারুত' 'মারুত' ফেরেশতাদের গৌরব রবি-শশী
ধরার ধূলার অংশী হইল মানবের গৃহে পশি',
কায়ায় কায়ায় মায়া বুলে হেথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ,
কমল-দীঘিতে সাতশ' হয়েছে এই আকাশের চাঁদ।
শব্দ গন্ধ বর্ণ হেথায় পেতেছে অরূপ-ফাঁসী,
ঘাটে ঘাটে হেথা ঘট ভরা হাসি, মাঠে মাঠে কাঁদে বাঁশী!
দুদিনে আতশী ফেরেশতা-প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী-চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি' গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহ্‌রা' যায়—
স্বর্গের দূত মজিল সে-রূপে, বিকাইল রাঙা পায়।
অধর-আনার-রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি,
মাটির সোরাহী মস্তানা হ'ল আঙুরী-খুনে তিতি'।
কোথা ভেসে গেল সংযম-বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভ'রে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প-পুটে।
বেহেশ্‌তে সব ফেরেশ্‌তাদের বিধাতা কহেন হাসি—
হারুতে মারুতে কি ক'রেছে দেখ ধরণী সর্বনাশী!'

নয়না এখানে যাদু জানে সখা, এক আঁখি-ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়।
সুন্দরী বসুমতী
চিরযৌবনা দেবতা ইহার শিব নয়—কাম রতী।

* * *

বারাঙ্গনা

কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে ?
হয়তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতা-সম সতী মায়ে।
না-ই হ'লে সতী, তবু তো তোমরা মাতা-ভগিনীরই জাতি,
তোমাদের ছেলে আমাদেরই মতো, তারা আমাদের জ্ঞাতি ;
আমাদের মতো খ্যাতি যশ মান তারাও লভিতে পারে,
তাদেরও সাধনা হানা দিতে পারে সদর স্বর্গ-দ্বারে।
স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হ'ল মহাবীর দ্রোণ,
কুমারীর ছেলে বিশ্ব-পূজ্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দান-বীর মহারথী,
স্বর্গ হইতে পতিতা-গঙ্গা শিবেরে পেলেন পতি,
শান্তনু রাজা নিবেদিল প্রেম পুনঃ সেই গঙ্গায়—
তাঁদেরি পুত্র অমর ভীষ্ম, কৃষ্ণ প্রণমে যাঁয়।
মুনি হ'ল শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাঁহার—মহাপ্রেমিক সে যীশু।—
কেহ নহে হেথা পাপ-পঙ্কিল, কেহ সে ঘৃণ্য নহে,
ফুটিছে অযুত বিমল কমল্ কামনা-কালীয় দহে।
শোনো মানুষের বাণী,
জন্মের পর মানব জাতির থাকে নাক' কোনো গ্লানি !
পাপ করিয়াছি বলিয়া কি নাই পুণ্যেরও অধিকার ?
শত পাপ করি হয়নি ক্ষুণ্ণ দেবত্ব দেবতার।

অহল্যা যদি মুক্তি লভে, মা মেরী হ'তে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?
তব সন্তানে জারজ বলিয়া কোন গোঁড়া পাড়ে গা'ল,
তাহাদের আমি এই দু'টো কথা জিজ্ঞাসা করি খালি

দেবতা গো জিজ্ঞাসি—

দেড় শত কোটি সন্তান এই বিশ্বের অধিবাসী—
কয়জন পিতা-মাতা ইহাদের হ'য়ে নিষ্কাম ব্রতী
পুত্রকন্যা কামনা করিল? কয়জন সৎ সতী?
ক'জন করিল তপস্যা ভাই সন্তান-লাভ তরে?
কার পাপে কোটি দুধের বাচ্চা আঁতুড়ে জন্মে' মরে?
সেরেফ্ পশুর ক্ষুধা নিয়ে হেথা মিলে নরনারী যত,
সেই কামনার সন্তান মোরা! তবুও গর্ব কত!

শুন ধর্মের চাঁই—

জারজ কামজ সন্তানে দেখি কোনো সে প্রভেদ নাই!
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়!
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!

* * *

নারী

সাম্যের গান গাই—

আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয়জ্ঞান?
তারে বলো, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর-শয়তান।

অথবা পাপ যে—শয়তান যে—নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে ।
এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্ম্মল ।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান ।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী'
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি' ।
পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ বারিবাহ ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরু-তৃষা ল'য়ে—নারী যোগায়েছে মধু ?
শস্যক্ষেত্র উর্বর হ'ল পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে' শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল ।
নর বহে হল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে ।

স্বর্ণ-রৌপ্যভার
নারীর অঙ্গ পরশ লভিয়া হ'য়েছে অলঙ্কার ।
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান ।
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায় ক্ষুধায় মিলে
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে ।
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগ হইয়াছে মহীয়ান্ ।
কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে ।

কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি,' কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতি–স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?
কোনো কালে একা হয়নিক' জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।
রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী
রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে যত রাজ্যের গ্লানি।

পুরুষ হৃদয়-হীন
মানুষ করিতে নারী দিলে তারে আর্ধেক হৃদয় ঋণ
ধরায় যাঁদের যশ ধরেনাক' অমর মহামানব,
বরষে বরষে যাঁদের স্মরণে করি মোরা উৎসব,
খেয়ালের বশে তাঁদের জন্ম দিয়াছে বিলাসী পিতা
লব কুশে বনে ত্যজিয়াছে রাম, পালন করেছে সীতা।
নারী সে শিখাল' শিশু-পুরুষেরে স্নেহ প্রেম দয়ামায়া,
দীপ্ত নয়নে পরাল' কাজল, বেদনার ঘন ছায়া।
অদ্ভুতরূপে পরুষ পুরুষ করিল সে ঋণ শোধ,
বুকে ক'রে তারে চুমিল যে, তারে করিল সে অবরোধ
তিনি নর–অবতার—
পিতার আদেশে জননীরে যিনি কাটেন হানি' কুঠার।
পার্শ্ব ফিরিয়া শুয়েছেন আজ অর্ধনারীশ্বর,
নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর।
সে যুগ হ'য়েছে বাসী,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিলনাক', নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ, আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কা বাজি'
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।'

যুগের ধর্ম এই—
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

শোন মর্ত্তের জীব।
অন্যেরে যত করিবে পীড়ন, নিজে হবে তত ক্লীব।
স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কারের যক্ষপুরীতে নারী,
করিল তোমায় বন্দিনী বলো কোন্ সে অত্যাচারী?
আপনারে আজ প্রকাশের তব নাই সেই ব্যাকুলতা,
আজ তুমি ভীরু আড়ালে থাকিয়া নেপথ্যে কও কথা!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না, হাতে রুলি, পায়ে মল,
মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল' ও-শিকল!
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ,
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!

ধরার দুলালী মেয়ে,
ফেরো না তো আর গিরিদরীবনে পাখী—সনে গান গেয়ে!
কখন্ আসিল 'প্লুটো' যমরাজা নিশীথ পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে?
সেই সে আদিম বন্ধন তব, সেই হ'তে আছ মরি'
মরণের পুরে; নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী!
ভেঙে যমপুরী নাগিনীর মতো আয় মা পাতাল ফুঁড়ি,
আঁধারে তোমায় পথ দেখাবে মা তোমারি ভগ্ন চুড়ি!
পুরুষ-যমের ক্ষুধার কুকুর মুক্ত ও-পদাঘাতে
লুটায়ে পড়িবে ও চরণ-তলে দলিত যমের সাথে!
এতদিন শুধু বিলালে অমৃত, আজ প্রয়োজন যবে,
যে-হাতে পিয়ালে অমৃত, সে হাতে কূট বিষ দিতে হবে!

সে-দিন সুদূর নয়——
যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।

* * *

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে
চোখ ফেটে এল জল
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল!
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এ সব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা!
তুমি জাননাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে।

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,

তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!
তুমি শুয়ে রবে তে-তলার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদ-রজ অঞ্জলি করি' মাথায় ল'বে তুলি',
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি' খুন
লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙিয়া দাও
রং-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে নাও।
আকাশেতে আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক্ এ বুকে খুলে দাও যত খিল্।
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝরে।
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি,
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা —
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।

[সর্বহারা]

ফরিয়াদ

এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান।
আমার আঁখির দুখ দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া,
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভ'রে ওঠে সারা প্রাণ।
এত ভালো তুমি? এত ভালোবাসো? এত তুমি মহীয়ান্?
ভগবান! ভগবান!

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত সে মহৎ, পিতা!
সৃষ্টি-শিয়রে ব'সে কাঁদ তুমি জননীর মতো ভীতা!
নাহি সোয়াস্তি, নাহি যেন সুখ,
ভেঙে গড়ো, গ'ড়ে ভাঙো, উৎসুক—
আকাশ মুড়েছ মরকতে—পাছে আঁখি হয় রোদে ম্লান!
তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ।
ভগবান ভগবান!

রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ বহে—
'এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে, একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
স-স্নিগ্ধ মাটি, সুধা সম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,—
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফরমান—'
ভগবান! ভগবান!

শ্বেত পীত কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ
তুমি বলো নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি শশী-দীপে,
সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান!
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।
ভগবান! ভগবান!

তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধুলা—মাটি,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি!
ময়ূরের মতো কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া
সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান!
ঈর্ষায় মাতি' করে কাটাকাটি, রচে নিতি ব্যবধান!
ভগবান! ভগবান!

তোমারে ঠেলিয়া আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা গোবী!
মাটির ঢিবিতে দু'দিন বসিয়া
রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া—
এ পেষণে তারি আসন ধ্বসিয়া রচিছে গোরস্থান!
ভাই-এর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান!
ভগবান! ভগবান!

জনগণে যারা জোঁক—সম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান-সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাঁহারাই হন—

যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান্।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান।

ভগবান! ভগবান!

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।

তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য চাকায়, কী লাজ!

এত অনাচার স'য়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান!
পীড়িত মানব পারে নাক' আর, সবে না এ অপমান —

ভগবান! ভগবান!

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক' আর
মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার!

রক্ত যা ছিল ক'রেছো শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ–

শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!

জয় জয় ভগবান!

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ!

তাজা ফুলে ফলে অঞ্জলি পূরে
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে,

কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—

এতদিনে ভগবান!

যে-আকাশ হ'তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টিধারা,
সে-আকাশ হ'তে বেলুন উড়ায়ে গোলা-গুলি হানে কা'রা ?
উদাস আকাশ বাতাস কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কা'র কামান ?
হবে না সত্য দৈত্য-মুক্ত ? হবে না প্রতিবিধান ?
ভগবান ! ভগবান !

তোমার দত্ত হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী ?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়া ?
ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান্
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান,
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এতদিনে ভগবান !

চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির !
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর !
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ !
জয় নব অভিযান !
জয় নব উত্থান

[সর্বহারা]

আমার কৈফিয়ৎ

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি
কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে।
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে—বাণী কই, কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প'ড়ে শ্বাস ফেলে।
বলে, কেজো ক্রমে হ'চ্ছে অকেজো পলিটিক্সের পাঁশ ঠেলে।
পড়েনাক' বই ব'য়ে গেছে ওটা!
কেহ বলে, 'বৌ—এ গিলিয়াছে গোটা!'
কেহ বলে, মাটি হ'ল হয়ে মোটা জেলে ব'সে শুধু তাস খেলে।
কেহ বলে, 'তুই জেলে ছিলি ভালো, ফের যেন তুই যাস জেলে।'

গুরু ক'ন 'তুই করেছিস শুরু তলোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁচা!'
প্রতি শনিবারই চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন 'তুমি হাঁড়িচাঁচা।
আমি বলি, 'প্রিয়ে হাটে ভাঙি হাড়ি—'
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক'ন আড়ি চাচা,
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা।

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্‌লারা' ক'ন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে

ফতোয়া দিলাম— কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও !
'আম পারা'–পড়া হাম-বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে !'
হিন্দুরা ভাবে, 'ফার্শী শব্দে কবিতা লেখে ও পা'ত নেড়ে !

আন্‌কোরা যত নন্‌ভায়োলেন্ট নন্‌-কো'র দল ও নন্ খুশী ।
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন' নাকি আমি, বিপ্লবী-মন তুষি ।
'এটা অহিংস,' বিপ্লবী ভাবে,
'নয় চরকার গান কেন গা'বে ?'
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে কনফুসি ।
স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে তাদের অঙ্কুশি' ।

নর ভাবে আমি বড় নারী ঘেঁষা ! নারী ভাবে, নারী-বিদ্বেষী ।
'বিলেত ফেরনি ? "প্রবাসী-বন্ধু" ক'ন, 'এই তব বিদ্যে, ছি !
ভক্তরা বলে, নবযুগ-রবি !'
যুগের না হই, হজুগের কবি
বটি তো রে দাদা, আমি মনে ভাবি আর ক'ষে কষি হাদ-পেশী,
দু-কানে চশ্‌মা আঁটিয়া ঘুমানু, দিব্যি হ'তেছে নিদ্ বেশী !

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু আমিই কিবুঝি তার কিছু ?
হাত উঁচু আর হ'ল না তো ভাই, তাই লিখি ক'রে ঘাড় নীচু !
বন্ধু ! তোমরা দিলে নাক' দান'
রাজ-সরকার রেখেছেন মান !
যাহা কিছু লিখি অমূল্য ব'লে অ-মূল্যে নেন ! আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই কার পিছু

বন্ধু! তুমি তো দেখেছ আমায় আমার মনের মন্দিরে
হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া মন-বন্দীরে।
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল।
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল! মানিল না রবি-গান্ধীরে!
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নিশার আঁধারে বন চিরে।

আমি বলি, ওরে কথা শোন ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস্ খোশহালে
প্রায় 'হাফ'-নেতা হ'য়ে উঠেছিস্, এবার এ দাও ফস্‌কালে
'ফুল'-নেতা আর হবিনে যে হায়।
বক্তৃতা দিয়ে কাঁদিতে সভায়
গুড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

বোঝেনাক' যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে গান গেয়ে,
গান শুনে সবে ভাবে, ভাবনা কি! দিন যাবে এবে পান খেয়ে!
রবেনাক' ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ি,
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ্ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ্ চেয়ে!

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন,
বেলা ব'য়ে যায়' খায়নিক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান, তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুণ
কেন ওঠেনাক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন!

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।
কত শত কোটী ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটী টাকা এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ।
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি, বাঘ, খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ।

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো— যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

[সর্বহারা

গোকুল নাগ

না ফুরাতে শরতের বিদায়-শেফালি,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি,
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা—ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান।
অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর, এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের; ছিন্ন শতদল
হ'ল তব পথ-সাথী; হিমানী-সজল
ছায়াপথ বীথি দিয়া শেফালি দলিয়া
এল তব মায়া বধূ ব্যথা জাগানিয়া।
এল অশ্রু হেমন্তের এল ফুল-খসা
শিশির-তিমির রাত্রি; শ্রান্ত দীর্ঘশ্বসা
ঝাউ-শাখে সিক্ত বায়ু রিক্ততার বাণী
ক'য়ে গেল, দুলে দুলে কাঁদিল বনানী।

তুমি দেখেছিলে বন্ধু ছায়া-কুহেলির
অশ্রু-ঘন মায়া-আঁখি,—বিরহ অথির
বুকে তব ব্যথা-কীট পশিল সেদিন।
যে-কান্না এল না চোখে মর্মে হল লীন,
বক্ষে তাহা নিল বাসা, হ'ল রক্তে রাঙা
আশাহীন ভালবাসা, ভাষা অশ্রু-ভাঙা।
বন্ধু তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন্ দিন,

কোন্ দিন সেঁউতির মালা হ'তে তার
ঝ'রে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার—
জানি নাই ; জানি নাই, তোমার জীবনে
আসিছে বিচ্ছেদ-রাত্রি, অজানা গহনে
এবে যাত্রা শুরু তব, হে পথ-উদাসী।
কোন্ বনান্তর হ'তে ঘর-ছাড়া বাঁশী
ডাক দিল, তুমি জান। মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পথখানি,
সেধেছিল, এঁকেছিল ধূলি, তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক স্মৃতি।

রহিয়া রহিয়া
কত কথা মনে পড়ে। আজ তুমি নাই,
মোরা তব-পায়ে-চলা-পথে শুধু তাই
এসেছি খুঁজিতে সেই তপ্ত পদ-রেখা,
এইখানে আছে তব ইতিহাস লেখা।

জানিনাক' আজ তুমি কোন লোকে রহি'
শুনিছ আমার গান হে কবি বিরহী।
কোথা কোন্ জিজ্ঞাসার অসীম সাহারা,
প্রতীক্ষার চির-রাত্রি চন্দ্র, সূর্য, তারা,
পারায়ে চলেছ একা অসীম বিরহে ?
তব পথ-সাথী যারা— পিছু-ডাকি' কহে,
'ওগো বন্ধু শেফালীর, শিশিরের প্রিয়
তব যাত্রা-পথে আজ নিত বন্ধু নিত

আমাদের অশ্রু-আর্দ্র এ স্মরণখানি।'
শুনিতে পাও কি তুমি, এ পারের বাণী?
কানাকানি হয় কথা এ পারে ও-পারে?
এ কাহার শব্দ শুনি মনের বেতারে?
কত দূরে আছ তুমি কোথা কোন্ বেশে?
লোকান্তরে, না সে এই হৃদয়েরি দেশে
পারায়ে নয়ন-সীমা বাঁধিয়াছ বাসা?
হৃদয়ে বসিয়া শোন হৃদয়ের ভাষা?
হারায়নি এত সূর্য, এত চন্দ্র তারা,
যেথা হোক আছ বন্ধু, হওনিক হারা।

সেই পথ' সেই পথ-চলা গাঢ় স্মৃতি,
সব আছে। নাই শুধু সেই নিতি নিতি
নব নব ভালোবাসা প্রতি দরশনে,
আরো প্রিয় ক'রে পাওয়া চির-প্রিয়জনে—
আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই--আরো আরো চাই,—
সেই নেশা, সেই মধু নাড়ী-ছেঁড়া টান,—
সেই কল্পলোকে নব নব অভিযান,—
সব নিয়ে গেছে বন্ধু! সে কল-কল্লোল,
সে হাসি-হিল্লোল নাই চিত উতরোল।
আজ সেই প্রাণ ঠাসা একমুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা রাজে, বুক নাহি ভরে!
হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণ-ধারা
হয়ত এ মরু-পথে হয়নিক' হারা,
হয়তো আবার তুমি নব-পরিচয়ে
দেবে ধরা, হবে ধন্য তব দান ল'য়ে

কথা-সরস্বতী ! তাহা ল'য়ে ব্যথা নয়,
কত বাণী এল, গেল, কত হ'ল লয়,
আবার আসিবে কত ; শুধু মনে হয়
তোমারে আমারা চাই, রক্তমাংস ময় !
আপনারে ক্ষয় করি' যে অক্ষয় বাণী
আনিলে আনন্দ—বীর, নিজে বীণাপাণি
পাতি' কর লবে তাহা, তবু যেন হায়,
হৃদয়ের কোথা কোন্ ব্যথা থেকে যায় ।
কোথা যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন
গুমরি' গুমরি' ফেরে হু–হু করে মন !

বাণী তব --তব দান—সে তো সকলের,
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু ! যে-ক্ষতি একের
সেথায় সান্ত্বনা কোথা ? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারায়েছি,—বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই !

কবির আনন্দ লোকে নাই দুঃখ শোক,
সে-লোকে বিহরে যারা তারা সুখী হোক !
তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা,
তারা পান করে নাই তব প্রাণ-ধারা !

'পথিকে' দেখেছে তারা দেখেনি 'গোকুলে'
ভুবেনিক'—সুখী তাঁরা—আজো তারা ভুলে !
আজো মোরা প্রাণাহত, আমরা জানি না
গোকুল সে শিল্পী গল্পী কবি ছিল কিনা ।

আত্মীয় স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
আকুলে পড়িছে মনে—তাই অশ্রু ঝরে।

• • •

না ফুরাতে আশা ভাষা, না মিটিতে ক্ষুধা
না ফুরাতে ধরণীর মৃৎপাত্র সুধা,
না পুরিতে জীবনের সকল আস্বাদ—
মধ্যাহ্নে আসিল দূত। যত তৃষ্ণা সাধ
কাঁদিল আঁকড়ি' ধরা, যেতে নাহি চায়
ছেড়ে যেতে যেন সব স্নায়ু ছিঁড়ে যায়।
ধরার নাড়ীতে পড়ে টান। তরু-লতা
জল বায়ু মাটি, সব কয় যেন কথা।
যেয়োনাক' যেয়োনাক' যেন সবে বলে—
তাই এত আকর্ষণ এই জলে স্থলে
অনুভব করেছিলে প্রকৃতি-দুলাল
ছেড়ে যেতে ছিঁড়ে গেল বক্ষ, লালে লাল
হ'ল ছিন্ন প্রাণ। বন্ধু সেই রক্ত-ব্যথা
রয়ে গেল আমাদের বুকে চেপে হেথা।

হে তরুণ, হে অরুণ, হে শিল্পী সুন্দর,
মধ্যাহ্নে আসিয়াছিলে সুমেরু-শিখর
কৈলাসের কাছাকাছি, দারুণ তৃষ্ণায়,
পেলে দেখা সুন্দরের, স্বরগ-গঙ্গায়
হয়তো মিটেছে তৃষ্ণা হয়তো আবার
ক্ষুধাতুর!—স্রোতে ভেসে এসেছ এ-পার
অথবা হয়তো আজ হে' ব্যথা-সাধক,
অশ্রু-সরস্বতী কর্ণে তুমি কুরুবক

হে পথিক—বন্ধু মোর, হে । :র আমার
যেখানে যে-লোকে থাক', করিও স্বীকার,
অশ্রু-রেখা-কূলে মোর এ-স্মৃতি তর্পণ।
তোমারে অঞ্জলি করি করিনু অর্পণ।

● ● ●

সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দারিদ্র্যের দর্প তেজ নিয়া এল যারা,
যারা চির-সর্বহারা করি' আত্মদান,
যাহারা সৃজন করে, করে না নির্মাণ,
সেই বাণীপুত্রদের আড়ম্বরহীন
এ সহজ আয়োজন, এ-স্মরণ-দিন
স্বীকার করিও, কবি, যেমন স্বীকার
ক'রেছিলে তাহাদের জীবনে তোমার।

নহে এরা অভিনেতা, দেশ-নেতা নহে,
এদের সৃজন—কুঞ্জ অভাবে বিরহে;
ইহাদের বিত্ত নাই, পুঁজি চিত্তদল;
নাই বড় আয়োজন, নাই কোলাহল;
আছে অশ্রু, আছে প্রীতি, আছে বক্ষ—ক্ষত,
তাই নিয়ে সুখী হও বন্ধু স্বর্গগত।
গড়ে যারা, যারা করে প্রাসাদ নির্মাণ
শিরোপা তাদের তরে, তাদের সম্মান।

দুদিনে তদের গড়া পড়ে ভেঙে যায়
কিন্তু স্রষ্টা সব যারা গোপনে কোথায়

সৃজন করিছে জাতি' সৃজিছে মানুষ
অচেনা রহিল তারা। কথার ফানুষ
ফাঁপাইয়া যারা যত করে বাহাদুরী,
তারা তত পাবে মালা যশের কস্তুরী!
'আজ'টাই সত্য নয়, ক'টা দিন তাহা?
ইতিহাস আছে, আছে ভবিষ্যৎ যাহা
অনন্ত কালের তরে রচে সিংহাসন,
সেখানে বসাবে তোমা বিশ্বজনগণ।
আজ তাহা নয় বন্ধু হবে সে তখন,—
পূজা নয়—আজ শুধু করিনু স্মরণ।

[সর্বহারা]

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী !
গৌরীশিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী !
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া,
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে 'আমি আসিয়াছি !'
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচেরে প্রাচীন প্রাচী !

বিরাট্ কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে ।
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে,
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন, মৃত্যুর অনুরাগে ।

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্মতি কুরুসেনা,
দুর্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা !
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা ?

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত ?
আজি সম্রাট্ কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী !
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ যারে করে পদাহত !

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কাল তারে বলে পিতা
চির-বন্দিনী হ'তেছে সহসা দেশ-দেশ নন্দিতা ।
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা !
লঙ্কা সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা ।

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হ'ন শ্রীভগবান্ যে তাঁহারি রথ—সারথি !
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা ।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা সতী,
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি ।

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগো রে জোয়ান ! ঘুমায়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি'-
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব দৈত্য তবু মরে নাই
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে বসে কাল গুনি !
জাগো রে জোয়ান ! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি' !

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এ-নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী
এইবার তুমি এস মহাবলী।
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি,'
আর সত্য সেবিয়া দেখিতে পারি না সত্যের প্রাণহানি।

মশা মেরে ঐ গরজে কামান— বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডানহাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি'
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি।
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি।

[ফণি-মনসা]

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী

মা'র কতদিন দ্বীপান্তর ?

পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল

ক্রন্দন—'দেড় শত বছর।'

সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার

দ্বীপান্তরের আন্দামান,

রূপের কমল রূপার কাঠির

কঠিন স্পর্শে যেখানে ম্লান,

শতদল যেথা শতধা ভিন্ন

শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘায়,

যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে

বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,

সেখান হ'তে কি বেতার—সেতার

এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর ?

মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী ?

ধ্বংস হ'ল কি রক্ষ-পুর ?

যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে

ফুটিল কি তবে রূপ-কমল ?

কামান গোলার সীসা স্তূপে কি

উঠেছে বাণীর শিশ—মহল ?

শান্তি শুচিতে শুভ্র হ'ল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব ?
তবে এ কিসের আর্ত্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্খারাব ?

সাত সমুদ্র তের নদীর পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যেথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি ?
হোমানল হ'তে বাণীর রক্ষী
বীরছেলেদের চর্বি ঘি ?
হয়ে শৌখিন পূজারী, বৃথাই
দেবীর শঙ্খে দিতেছ ফুঁ,
পুণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু

পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি ?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই ?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারি না অত্যাচার,
যেথা বন্দিনী সীতা-সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার

বাণীর মুক্ত শতদল যেথা
　　আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেথানে এসেছ কি তুমি
　　বাণী-পূজা-উপচার বহি' ?
সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
　　ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
　　বাণীর কমল খাটিবে জেল !
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
　　বেজেছে বাণীর সেতারে আজ ?
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
　　যুগান্তরের ধর্মরাজ ?
তবে তাই হোক ! ঢাক' অঞ্জলি,
　　বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ !
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
　　যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক !

[ফণি-মনসা]

সত্য কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দ'লে
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয় তোরণ দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা,
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল ধারা
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিভে গেছে সব বাতি,
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি!

হেন দুর্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিভে যায়, জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপিতারে চাবুক মারে!
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দুমুঠো ছাই!
ডাক দিয়োনাক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!
ডাক দিয়োনাক', মূর্ছিতা মাতা ধুলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি' ঘুমায়েছে কান্না কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে!
ডাক দিয়োনাক', শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!

আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী ?
সত্য-কবির সত্য জননী ছন্দ সরস্বতী ?
ঝলসিয়া গেছে দু'চোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে ; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল দু'-হাত তুলে ?
কোল মিলেছে মা শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী কূলে।

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কাল যে আছিল মধ্য গগনে আজি সে কোথায় হারায় ?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইশারায় !
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার পারাপারে বাঁধা কার কেতকী পাতার খেয়া ?
হুতাশিয়া ফেরে পূরবীর বায়ু হরিৎ-হরির দেশে
জর্দা-পরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে !
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবে না আর ফিরে
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে !

তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ—রক্ত রাগে,
ফুল্ল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবুজি-বাগে,
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র-আবির' ফাগুয়ায় 'হোমশিখা',—
বহ্নি-বাসরে টিটকারি দিয়া হাসিল 'হসন্তিকা,'—

এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হল ছাই।
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলালো ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা।

উন্নতশির কালজয়ী মহাকাল হ'য়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি।
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি মাঝে
খেয়ালী বিধির ডাক এল তাই চ'লে গেল আন-কাজে।
ওগো যুগে-যুগে কবি, ও মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি।
সব বুঝি ওগো, হারা ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়তো যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবি।

তাই ভাবি, আজ যে শ্যামার শিস্ খঞ্জন-নর্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন্ নন্দন-বন।
চোখে জল আসে, হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ-দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু জ্বালা,
শিরে মণি-হার কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি' তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
চমকি' চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ্।
বাঁশীতে তোমার বিষাণ-মন্ত্র রণরণি' ওঠে জয়
মানবের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়।

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়াওনি মাথা, চির জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিক' কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই।
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ 'তুমি র'য়ে গেলে কবি খাঁটি
মাটির এ-দেহ মাটি হ'ল তব সত্য হ'ল না মাটি।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য-বাদক বালক

কে দিবে আঘাত কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি' করি মোরা ভগবানে অপমান।
বাঁশী ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতির-দারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনিক' দয়া ব'লেছ অত্যাচার,
গড় করোনিক নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।'
হে মহা-মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া!
তোমার প্রয়াণে উঠিল না কবি দেশে কল-কল্লোল।
সুন্দর! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।

স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল, বিজলী উঠিল মাতি,'
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাহি জাগি' অর্গল-দেওয়া সকল কুটীর দ্বারে
পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে।

নিশীথ-শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা।
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দু'টি নারী পানে?
জানি না তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে।

[কবি-মনসা]

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ-গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,

ওগো এই গঙ্গার কূলে।

দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে

ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

চপল চরণ বেণু-বীণে তা'র

সুর-বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,

শেষ গান গাওয়া হ'লনাক' আর,

উঠিল চিত্ত দুলে,

তারি ডাক-নাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অস্ত তোরণ মূলে

ওগো এই গঙ্গার কূলে।

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন সর্বনাশী,

বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশী

আঁখির সলিলে ঝল্‌সানো আঁখি

কূলে কূলে ভ'রে উঠে থাকি' থাকি',

মনে পড়ে কবে আহত এ-পাখী

মৃত্যু আফিম ফুলে,

কোন ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে প'ড়েছিল ঘুমে ঢুলে।

ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

তার ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে চির বন্ধন-হারা,

তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্তধারা।

ও সে   আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',

অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',

শেষে   শান্তি মাগিল ব্যথা বিদ্রোহী

চিতার অগ্নি-শূলে।

পুনঃ নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে।

ওগো   এই গঙ্গার কূলে ॥

[ফণি-মনসা]

অন্তর-ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত

জাগো —

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত

জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !

যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'

হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন মথিত বাণী

নব জনম লভি' অভিনব ধরণী

ওরে ওই আগত ॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র-আচার

মূল সর্বনাশেরে, এবে ভাঙিব এবার ?

ভেদি' দৈত্য-কারা

আয় সর্বহারা !

কেহ রহিবে না আর পর-পদ আনত

কোরাস :

নব ভিত্তি 'পরে

নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে

শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী !

ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ।

এই সংগ্রাম মাঝ,

ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ,

নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !

এই 'অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি' রে

হবে নিখিল মানব জাতি সমুদ্ধত ॥

পথের দিশা

চারিদিকে এই গুণ্ডা এবং বদমায়েশির আখ্ড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চ'লতে কি তুই পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে ?
পারবি যেতে ভেদ ক'রে এই চক্র পথের চক্রব্যূহ ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল-শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান ক'রবি, শুনি ?
ছুঁড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্যের এই হোরী খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাংলা দেশও মাত্‌ল কি রে ?   তপস্যা তার ভুললো অরুণ ?
তাড়িখানার চীৎকারে কি নাম্‌ল ধূলায় ইন্দ্র বরুণ ?
ব্যগ্র-পরাণ অগ্রপথিক, কোন বাণী তোর শুনাতে সাধ ?
মন্ত্র কি তোর শুনতে দেবে নিন্দাবাদীর চক্কা-নিনাদ ?

নর-নারী আজ কণ্ঠ ছেড়ে কুৎসা গানের কোরাস্ ধ'রে
ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি ক'রছে জোরে ?
এর মাঝে কি খবর পেলি নব বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারী
আসছে কেহ ?   টুটল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পুব-দুয়ারী ?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফিরছে তেড়ে।
বাঁচাতে তার আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ ?
বাস মলিন, ছিন্নাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ

মস্‌জিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড় ?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরাটোপে !
উড়ছে আজো ধর্ম–ধ্বজা টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোপে !

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইব না গান,
থাকতে নারি দেখে শুনে সুন্দরের এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাঁটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি ॥
জাতির পরান-সিন্ধু মথি' স্বার্থ–লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের ক'রতেছে ভাগ বাঁটোয়ারা,
বিষ যখন আজ উঠল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তারা মেটান তৃষা !
শ্মশান–শবের ছাইয়ের গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে,
ভাঙন–দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুঁজে !
রে অগ্রদূত, তরুণ মনের গহন বনের রে সন্ধানী,
জানিস খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গপাণি

[ফণি-মনসা]

হিন্দু-মুস্‌লিম যুদ্ধ

মাভৈঃ মাভৈঃ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান।
ছিল যারা চির–মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা–জাগ্রত,
খালেদা আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জ্জুন ছোড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান

মরিছে হিন্দু, মরে মুস্‌লিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ–মরণে নাহি লাজ ॥
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা—কাহার দস্ত হয়েছে কত দরাজ।
কে মরিবে কাল সম্মুখ–রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠিবে অমৃত, দেরী নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল।
থামিস্‌নে তোরা, চালা মন্থন।
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন,
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু–মুস্‌লিম মহাবল
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা ন'ড়েছে খোদার কল

আজি ওস্তাদে শাগ্‌রেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু-ভারতেরে নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,—কব্‌জি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি না টুটি'
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয়।
এ 'মক্‌ ফাইটে' কোনো সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়।

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ—কাঁথা।
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসি বকিছে প্রলাপ যা-তা।
হায়, এই সব দুর্বল চেতা,
হবে অনাগত বিপ্লব—নেতা
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা। ঘূর্ণিতে ঘোরে মাথা?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতারিবে কা'রা—করে পরীক্ষা ধাতা।

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মস্‌জিদ,
পরাধীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল তার ভিত।
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয়।
স্বাধীন হাতের পূত মাটী দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিদ'

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার'

উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার।
ভারত-ভাগ্য ক'রেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার।

যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ
চিনিবে শত্রু চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু - বিজয়-কেতন উড়া।
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণলঙ্কা পড়া।

[ফণি-মনসা]

সিন্ধু

প্রথম তরঙ্গ

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে চির বিরহী,
হে অতৃপ্ত! রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
উদ্বেলিয়া ওঠ তুমি কানায় কানায়?
কি কথা শুনাতে চাও, কারে কি কহিবে বন্ধু তুমি
প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বে নীলা, নিম্নে বেলা-ভূমি?
কথা কও, হে দুরন্ত, বল,
তব বুকে কেন এত ঢেউ জাগে, এত কলকল?
কিসের এ অশ্রান্ত গর্জন?
দিবা নাই রাত্রি নাই, অনন্ত ক্রন্দন
থামিল না, বন্ধু, তব।
কোথা তব ব্যথা বাজে? মোরে কও, কারে নাহি কব
কারে তুমি হারালে কখন্?
কোন মায়া-মণিকার হেরিছ স্বপন?
কে সে বালা? কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ'ল পর?
যারে এত বাসিয়াছ ভালো
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো?
অভিমান ক'রেছে সে?
মানিনী ঝেঁপেছে মুখ নিশীথিনী-কেশে?
ঘুমায়েছে একাকিনী জোছনা-বিছানে?
চাঁদের চাঁদিনী বুঝি তাই এত টানে

তোমার সাগর-প্রাণে জাগায় জোয়ার
কী রহস্য আছে চাঁদে লুকানো তোমার ?
বলো, বন্ধু বলো,
ও কি গান ? ও কি কাঁদা ? ঐ মত্ত জল-ছলাছল—
ও কি হুহুঙ্কার ?
ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার ?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল ?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ ? ও কি অনুরাগ ?
জান না কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি' মর আক্রোশে বৃথাই ?
মনে লাগে তুমি যেন অনন্ত পুরুষ
আপনার স্বপ্নে ছিলে আপনি বেহুঁশ ।
অশান্ত ! প্রশান্ত ছিলে
এ-নিখিলে
জানিতে না আপনারে ছাড়া ।

তরঙ্গ ছিল না বুকে, তখনো দোলানী এসে দেয়নিক নাড়া ।
বিপুল আরশি—সম ছিলে স্বচ্ছ, ছিলে স্থির,
তব মুখে মুখ রেখে ঘুমাইত তীর—
তপস্বী ! ধেয়ানী ।

তার পর চাঁদ এলো—কবে, নাহি জানি
তুমি যেন উঠিলে শিহরি,'
হে মৌনী, কহিলে কথা—"মরি মরি
সুন্দর সুন্দর ?"
'সুন্দর সুন্দর' গাহি' জাগিয়া উঠিল চরাচর

সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের, ব্যথা,
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'-জন !...
কোথা সে উঠিল চাঁদ হৃদয়ে না নভে
সে-কথা জানে না কেউ, জানিবে না, চিরকাল নাহি জানা র'বে
এত দিনে ভার হ'ল আপনারে নিয়া একা থাকা,
কেন যেন মনে হয়—ফাঁকা সব ফাঁকা !
কে যেন চাহিছে মোরে, কে জানে কী নাই,
যারে পাই তারে যেন আরো পেতে চাই !

জাগিল আনন্দ-ব্যথা জাগিল জোয়ার,
লাগিল তরঙ্গে দোলা, ভাঙিল দুয়ার,
মাতিয়া উঠিলে তুমি !
কাঁপিয়া উঠিল কেঁদে নিদ্রাতুরা ভূমি !
বাতাসে উঠিল ব্যেপে তব হতাশ্বাস,
জাগিল অনন্ত শূন্যে নীলিমা উছাস !
বিস্ময়ে বাহিরি এল নব নব নক্ষত্রের দল
রোমাঞ্চিত হ'ল ধরা,
বুক চিরে এল তার তৃণ-ফুল-ফল !
এল আলো এল বায়ু এল তেজ প্রাণ,
জানা ও অজানা ব্যেপে ওঠে সে কি
অভিনব গান !
একি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল !
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল !
শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা,

হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা,
কত সে আপনা!
জলে জলে চলাচলি চলমান বেগে,
ফুলে ফলে চুমোচুমি— চরাচরে বেলা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল।
বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
'হেরিয়া উঠিলে জাগি,' ব্যথা ক'রে উঠিল ও বুক।
কি যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গ'লে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু-শিরা!
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা-সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ!
কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!
সিন্ধু, ওগো বন্ধু মোর।
গর্জিয়া উঠিলে ঘোর
আর্ত হুহুঙ্কারে।
বারে বারে

বাসনা-তরঙ্গে তব পড়ে ছায়া তব প্রেয়সীর,
ছায়া সে তরঙ্গে ভাঙে, হানে মায়া, ঊর্ধ্বে প্রিয়া স্থির!
ঘুচিল না অনন্ত আড়াল,
তুমি কাঁদ আমি কাঁদি কাঁদে সাথে কাল!
কাঁদে গ্রীষ্ম কাঁদে বর্ষা বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু ঐ এক ক্রন্দনের গীত
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদ আমি কাঁদি কাঁদে প্রিয়া রাতে

সেই অশ্রু—সেই লোনা জল
তব চক্ষে—হে বিরহী বন্ধু মোর—করে টলমল
এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ আমি কাঁদি কাঁদে মোর প্রিয়া।

— দ্বিতীয় তরঙ্গ —

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর
হে মোর বিদ্রোহী।
রহি' রহি'
কোন্ বেদনায়
তরঙ্গ-বিভঙ্গে মাতো উন্দাম লীলায়!
হে উন্মত্ত কেন এ নর্তন?
নিস্ফল আক্রোশে কেন কর আস্ফালন
বেলাভূমে পড়ো আছাড়িয়া?
সর্বগ্রাসী! গ্রাসিতেছ মৃত্যু-ক্ষুধা নিয়া
ধরণীরে তিলে-তিলে
হে অস্থির! স্থির নাহি হ'তে দিলে
পৃথিবীরে! ওগো নৃত্য-ভোলা,
ধরারে দোলায় শূন্যে তোমার হিন্দোলা
হে চঞ্চল,
বারে বারে টানিতেছ দিগন্তিকা-বধূর অঞ্চল!
কৌতুকী গো! তোমার এ-কৌতুকের অন্ত যেন নাই—
কী যেন বৃথাই
খুঁজিতেছ কূলে কূলে।
কার যেন পদরেখা!—কে নিশীথে এসেছিল ভুলে
তব তীরে, গরবিতা সে নারী,

যত বারি আছে চোখে তব
সব দিলে পদে তার ঢালি',
সে শুধু হাসিল উপেক্ষায়।
তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কনের ঘায়।
—গেল চ'লে নারী।
সন্ধান করিয়া ফের, হে সন্ধানী, তারই
দিকে দিকে তরণীর দুরাশা লইয়া,
গর্জনে গর্জনে কাঁদ—"পিয়া' মোর পিয়া।"

বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমারে অপমান।
হে মজ্‌নু কোন সে লায়লীর
প্রণয়ে উন্মাদ তুমি?—বিরহ-অথির
করিয়াছ বিদ্রোহ ঘোষণা, সিন্ধুরাজ,
কোন রাজ-কুমারীর লাগি'? কারে আজ
পরাজিত করি' রণে, তব প্রিয়া রাজ দুহিতারে
আনিবে হরণ করি'?—সারি সারি
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীষ তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা।
ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে ঊর্ধ্বে অগ্রগতি।
উড়ে চলে মেঘের বেলুন,
'মাইন্' তোমার চোরা পর্বত নিপুণ।
হাঙর কুম্ভীর তিমি চলে, 'সাব্‌মেরিণ',
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন,

সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি' চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির।
কখন আনিবে জয় করি'—কবে সে আসিবে তব প্রিয়া,
সেই আশা নিয়া
মুক্তা-বুকে মালা রচি' নীচে
তোমার হারেম্-বাঁদী শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষিছে।
প্রবাল গাঁথিছে রক্ত-হার—
হে-সিন্ধু, হে বন্ধু মোর—তোমার প্রিয়ার।
বধূ তব দীপান্বিতা আসিবে কখন?
রচিতেছে নব নব দ্বীপ তারি প্রমোদ-কানন।

বক্ষে তব চলে সিন্ধু-পোত
ওরা যেন তব পোষা কপোতী-কপোত।
নাচায়ে আদর কর পাখীরে তোমার
ঢেউ-এর দোলায়, ওগো কোমল দুর্বার।
উচ্ছ্বাসে তোমার জল উলসিয়া উঠে
ও বুঝি চুম্বন তব তার চঞ্চুপুটে।
আশা তব ওড়ে লুব্ধ সাগর-শকুন,
তটভূমি টেনে চলে তব আশা-তারকার গুণ
উড়ে যায় নাম-নাহি-জানা কত পাখী,
ও যেন স্বপন তব।—কী তুমি একাকী
ভাব কভু আনমনে যেন,
সহসা লুকাতে চাও আপনারে কেন।
ফিরে চলো ভাঁটি-টানে কোন্ অন্তরালে,
যেন তুমি বেঁচে যাও নিজেরে লুকালে।—
শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে—আরো দূরে।

সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে,
মাঝি ভাসে, তুমি ভাসো, আমি ভাসি স্রোতে।

নিরুদ্দেশ। শুনে কোন আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালী পথে চলো একাকী নির্বাক্।
অন্তরের তলা হ'তে শোন কি আহ্বান?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি' যেন,
চাহে তব প্রাণ
বাহিরে না পেয়ে তারে ফেরো তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায়—ব্যথায়—অপমানে—

তার পর বিরাট্ পুরুষ। বোঝো নিজ ভুল
জোয়ারে উচ্ছ্বসি' ওঠো, ভেঙে চলো কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ
বলো, প্রেম করে না দুর্বল ওরে, করে মহীয়ান্।'
আনন্দে নাচিয়া ওঠো দুঃখের নেশায় বীর, ভোল সব জ্বালা।
অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন
ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব পাগল।
তব কণ্ঠে ধরি' রাখো সেই জ্বালা—সেই হলাহল।
হে বন্ধু, হে সখা,
এতদিনে দেখা হ'ল, মোরা দুই বন্ধু পলাতকা।
কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,
কতব্যথা জানাবার আছে—সিন্ধু, বন্ধু গো আমার!

এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি,
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুঁহু পশি

ঢেউ নাই যথা—শুধু নিতল সুনীল।—
তিমিরে কহিয়া দাও—সে যেন খোলে না খিল,
থাকে দ্বারে বসি',—
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি শশী
নাহি পশে সেথা,
তুমি রবে—আমি রব—আর রবে ব্যাথা।

সেথা শুধু ডুবে রব কথা নাহি কহি',—
যদি কই
নাই সেথা দু'টি কথা বই,—
'আমিও বিরহী-বন্ধু, তুমিও বিরহী।'

— তৃতীয় তরঙ্গ—

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষ্ণার অবধি।
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু। তবু কি তব ভরিল না প্রাণ?
দুরন্ত গো মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকী।
সুরা নাই—পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী।

হে দুর্গম। খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী।

তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল।
পশে না শ্রবনে তব ধরণীর শত দুঃখ গীত,
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ—
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত।

হে পবিত্র! আজিও সুন্দর ধরা, আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্পসম তোমাতে করিয়া নিতি স্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ পাণি।
ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আস' মেঘ বেয়ে।
হেসে ওঠে তৃণে শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিম-কণা আনন্দাশ্রু-ভার
জলধারা হ'য়ে নামো দাও কত রঙিন যৌতুক
ভাঙ' গড়' দোলা দাও—
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক।
হে বিরাট্, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে ক'রেছ তুমি জয়।

হে সুন্দর! জলবাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া

ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল' অনুপম।
বন্ধু, তব অনন্ত যৌবন
তরঙ্গে ফেনায়ে ওঠে সুরার মতন।
কত মৎস্য—কুমারীরা নিত্য তোমা' যাচে
কত জল-দেবীদের শুষ্ক মালা প'ড়ে তব চরণের কাছে,
চেয়ে নাহি দেখ, উদাসীন।
কার যেন স্বপ্নে তুমি মত্ত নিশিদিন।

মন্থন—মান্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন—পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া।
ক'রেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃতসুধা—তোমার জীবন।
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল
আছে জ্বালা আছে স্মৃতি ব্যথা উতরোল
ঊর্ধ্বে শূন্য,—নিম্নে শূন্য,—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

হে মহান্। হে চির-বিরহী,
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী
সুন্দর আমার
নমস্কার
নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ—আমি কাঁদি কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ!

হে দুরন্ত, আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার—নাহি কূল—শুধু স্বপ্ন ভুল।

মাগিব বিদায় যবে, নাহি র'ব আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া,
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া।

তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

[সিন্ধু-হিন্দোল]

গোপন-প্রিয়া

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাস্‌ছি ভালো, রানি,
মধ্যে সাগর, এ—পার ও—পার করছে কানাকানি !
আমি এ-পার তুমি ও-পার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার,
ও-পার হ'তে ছায়া-তরু দাও তুমি হাত্‌ছানি,
আমি মরু, পাইনি তোমার ছাওয়ার ছোঁওয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয় !
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয়।
এই-পার ঢেউ বাদল-বায়ে
আছড়ে পড়ে তোমার পায়ে,
আমার ঢেউ-এর দোলায় তোমার কর'লো না কূল ক্ষয়,
কূল ভেঙেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয়।

চেনার বন্ধু পেলাম না ক' জানার অবসর।
গানের পাখী ব'সেছিলাম দু'দিন শাখার 'পর।
গান ফুরালে যাব যবে,
গানের কথাই মনে রবে,
পাখী তখন থাকবে না ক'—থাকবে পাখীর স্বর,
উড়ব আমি, কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর।

তোমার পারে বাজল কখন আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা! কেউ জানে না জানবে না ক' কেউ।

উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে
একটি পালক প'ড়লে পথে
ভুলে প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও।
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেল্‌বে খুলে এ-ও।

বর্ষা-ঝরা এম্‌নি প্রাতে আমার মত কি
ঝুর্‌বে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম্‌ দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাব্‌বে কত কি।
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী।

দূরের প্রিয়া। পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-দোল।
কূল মেলে না—তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ-দোল।
তোমায় পেলে থামত বাঁশী,
আস্‌ত মরণ সর্বনাশী।
পাইনিক, তাই ভ'রে আছে আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য ব'লে উঠছে বাঁশীর বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ার তত নিকট হও।
থাক্‌বে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মতো চাঁদ্‌নী রাতে
যত গোপন তত মধুর—নাই-বা কথা কও।
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন-পাতে রও!

ওগো আমার আড়াল-থাকা ওগো স্বপন-চোর
তুমি আছ আমি আছি এই তো খুশি মোর।
কোথায় আছ কেম্‌নে রানি,
কাজ কি খোঁজে, নাই-বা জানি।
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর।
চাই না জাগা, থাকুক চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

রাত্রে যখন একলা শোব চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন এক্‌লা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মত্ত্ হয়ে
থাক্‌বে এ প্রাণ তোমায় লয়ে
কল্পনাতে আঁক্‌ব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ।
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ।

গাইব আমি, দূরের থেকে শুন্‌বে তুমি গান,
থাম্‌লে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁকা ছবি,
আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
চাইব না ক', পরাণ ভ'রে ক'রে যাব দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর
কাজ কি জেনে? তল কেবা পায় অতল জলধির!
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই সে সুখে থাক্‌ব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়!

বিদায় যে-দিন নেবো সেদিন নাই-বা পেলাম দান,
মনে আমায় ক'রবে নাক'- সেই তো মনে স্থান।
যে-দিন আমায় ভুলতে গিয়ে
ক'রবে মনে, সে-দিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠবে বেঁচে সেই তো আমার প্রাণ?
নাই বা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান

[সিন্ধু হিন্দোল]

অ-নামিকা

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন-সহচরী
লো আমার নবাগত প্রিয়া,
আমার পাওয়ার বুকে না পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া।
তোমারে বন্দনা করি
হে আমার মানস-রঙ্গিণী,
অনন্ত-যৌবন বালা, চিরন্তন বাসনা—সঙ্গিনী।
তোমারে বন্দনা করি···
নাম—নাহি-জানা ওগো আজো—নাহি-আসা।
আমার বন্দনা লহ, লহ ভালোবাসা ·
গোপন-চারিণী মোর লো চির-প্রেয়সী!
সৃষ্টি—দিন হতে কাঁদ' বাসনার অন্তরালে বসি'—
ধরা নাহি দিলে দেহে।
তোমার কল্যাণ-দীপ জ্বলিল না
দীপ-নেভা বেড়া-দেওয়া গেহে।
অসীমা! এলে না তুমি সীমারেখা পারে!
স্বপনে পাইয়া তোমা' স্বপনে হারাই বারে বারে।
অরূপা লো! রূতি হ'য়ে এলে মনে,
সতী হ'য়ে এলে নাক ঘরে!
প্রিয়া হ'য়ে এলে প্রেমে,
বধূ হ'য়ে এলে না অধরে
দ্রাক্ষা-বুকে রহিলে গোপনে তুমি শিরীন্ শরাব,
পেয়ালার নাহি এলে—

'উতারো নেকাব—'
হাঁকে মোর দুরন্ত কামনা।
সদূরিকা। দূরে থাক'—ভালোবাস—নিকটে এসো না।

তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।—
জন্ম-জন্মান্তর ধরি' লোকে লোকান্তরে তোমা' ক'রেছি আরতি
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি।
যেখানে দেখেছি রূপ,—ক'রেছি বন্দনা প্রিয়া
তোমারেই স্মরি'।
রূপে, রূপে, অপরূপা খুঁজেছি তোমায়,
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়।
বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি'
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনুসমা,
হাওয়া-পরী
প্রিয়া মনোরমা।
ধরিতে গিয়াছি—তুমি মিলায়েছ দূর দিগ্‌লয়ে
ব্যথা-দেওয়া রানি মোর, এলেনাক' কথা-কওয়া হ'য়ে।

চির-দূরে-থাকা ওগো চির নাহি-আসা।
তোমারে দেহের তীরে পাবার দুরাশা
গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ল'য়ে যায় মোরে।
বাসনার বিপুল আগ্রহে—
জন্ম লভি লোকে লোকান্তরে।
উদ্বেলিত বুকে মোর অতৃপ্ত যৌবন-ক্ষুধা
উদগ্র কামনা,

জন্ম তাই লভি বারে বারে,
না-পাওয়ার করি আরাধনা।....
যা-কিছু সুন্দর হেরি' ক'রেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া ক'রেছি সুন্দর—
সে-সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি। – ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা তিলে তিলে।
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে
প্রকাশ গোপন।

যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা'
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়তমা।
তরুলতা পশু পাখী সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে।
বঞ্চিত যাহারা প্রেমে, ভুঞ্জে যারা রতি,
সকলের মাঝে আমি—সকলের প্রেমে মোর গতি।
যে-দিন স্রষ্টার বুকে জেগেছিল আদি সৃষ্টি-কাম,
সেই দিন স্রষ্টা সাথে তুমি এলে, আমি আসিলাম।
আমি কাম, তুমি হ'লে রতি,
তরুণ-তরুণী-বুকে নিত্য তাই আমাদের অপরূপ গতি!
কী যে তুমি, কী যে নহ, কত ভাবি—কত দিকে চাই
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই?
বৃথাই বাসিনু ভালো? বৃথা সবে ভালোবাসে মোরে?
তুমি ভেবে যারে বুকে চেপে ধরি সে-ই যায় স'রে

কেন হেন হায় হায়, কেন লয় মনে—
যারে ভালো বাসিলাম, তারো চেয়ে ভালো কেহ
বাসিছে গোপনে।
সে বুঝি সুন্দরতর—আরো আরো মধু।
আমারি বধূর বুকে হাসো তুমি হ'য়ে নববধূ।
বুকে যারে পাই, হায়,
তারি বুকে তাহারি শয্যায়
নাহি-পাওয়া হ'য়ে তুমি কাঁদ একাকিনী,
ওগো মোর প্রিয়ার সতিনী।
বারে বারে পাইলাম—বারে বারে মন যেন কহে—
নহে, এ সে নহে।
কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে জন্মিয়াছ কিম্বা জন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগ-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!

কহিবে না কথা তুমি। আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে শাখা তার করে অভিযান,
ও যেন শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার শাখা
কামনার সবুজ বলাকা।

প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু—অগণন,
তাই—চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন

মদ সত্য, পাত্র সত্য নয়,
যে-পাত্রে ঢালিয়া খাও সেই নেশা হয়
চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি।
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন
বৃথা আমি খুঁজে মরি' জন্মে জন্মে করিনু রোদন
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাকো তুমি,
চিনেছি তোমায়
যাহারে বাসিব ভালো—সে-ই তুমি,
ধরা দেবে তায়
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম—
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়
ভৃঙ্গারে, গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।

[সিন্ধু-হিন্দোল]

বিদায় স্মরণে

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু,
এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে
শুধু হাতে হাতে পরশন ॥

নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে,
হ'লে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হ'য়ে,
হেসে হ'রে নিলে প্রাণ-মন ॥

রাজাসনে বসি' হওনিক' রাজা,
রাজা হ'লে বসি' হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশী
ব্যথা পেলে তব বিদায়ে ॥

আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হ'য়ে,
হ'লে পরিজন চির-পরিচয়ে—
পুনঃ পাব তব দরশন,
এ নহে পথের আলাপন ॥

[সিন্ধু-হিন্দোল]

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে ক'রেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি, বাণী ক্ষুরধার,
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !

দুঃখ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
যুক্ত কর পুট ভরি' সুন্দরের দান
যতবার নিতে যাই হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি' কর পান । শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক । আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ ।

বেদনা হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মতো শুভ্র সুরভি বিথার
বিকশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্ম্মম
দলবৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া-সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে উঠে সারা হিয়া শিশির সজল

টল টল ধরণীর মত করুণায় !
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়

করুণা-নীহার-বিন্দু। ম্লান হ'য়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে। স্বপ্ন যায় টুটি'
সুন্দরের, কল্যাণের। তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি' তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃত—সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে,
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি' তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা!'

গাহি' গান, গাঁথি' মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ-নাগবালা!

ভিক্ষা ঝুলি নিয়া ফের' দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন,
হে কঠোর-কণ্ঠ, গিয়া ডাকো,—'মূঢ়, শোন,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো,
আছে কাঁটা শয্যাতলে বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ!'—পড়ে হাহাকার,
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কী দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ ধনু,
দু'-নয়ন ভরি' রুদ্র হানে অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান,

প্রমোদ-কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু দণ্ড লিখা।

বিনয়ের ব্যাভিচার নাই তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ
সঙ্কোচ শরম বলি' জাননাক' কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে।
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছে মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে।

লক্ষ্মীর কিরীটি ধরি' ফেলিতেছ টানি'
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কী সুর বাজাতে চাহ গুণী
যত সুর আর্তনাদ হ'য়ে ওঠে শুনি।

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে। যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরে ফিরে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদের যেন ঘরে 'সানাইয়া'।
বধূদের প্রাণ আজ সানায়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে
আসি আসি করিতেছে। সখী বলে, 'বল্
মুছিলি কেন লা আঁখি, মুছিলি কাজল?'

শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি'
বিধবার হাসি-সম · স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি'

নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি'। ভোমোরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা।
উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ।
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের। অকারণে আঁখি
পুরে আসে অশ্রু-জলে। মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে।
পুষ্পাঞ্জলি ভরি' দু'টি মাটি মাখা-হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার
সহসা চমকি উঠি। হ'য়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাওনিক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ' মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর
পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে। মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি। দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি'। কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব?—ধুতুরা গেলাস
ভরিয়া ক'রেছি পান নয়ন-নির্যাস।
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।

[সিন্ধু-হিন্দোল]

ফাল্গুনী

সখি পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা,
সখি দিস্‌নে গোলাব ছিটে খাস্‌ নে মাথা।
যার অন্তরে ক্রন্দন
করে হৃদি মন্থন
তারে হরি-চন্দন
কমলী মালা-
সখি দিস্‌নে লো দিস্‌নে লো, বড় সে জ্বালা

বল কেমনে নিবাই সখি বুকের আগুন।
এল খুন-মাখা তূণ নিয়ে খুনেরা ফাগুন।
সে যেন হানে হুল-খুনসুড়ি
ফেটে পড়ে ফুলকুঁড়ি
আইবুড়ো-আইবুড়ী
বুকে ধরে ঘুণ।
যত বিরহিণী নিম্‌ খুন- কাটা ঘায়ে নুন।

আজ লাল—পানি পিয়ে দেখি সব—কিছু চুর।
সবে আতর বিলায় বায়ু বাতাবি নেবুর।
হ'ল মাদার অশোক ঘা'ল,
রঙন তো নাজেহাল।
লালে লাল ডালে-ডাল
পলাশ শিমুল।
সখি তাহাদের মধু ক্ষরে—মোরে বেঁধে হুল

নব সহকার-মঞ্জরী সহ ভ্রমরী।
চুমে ভোম্‌রা নিপট, হিয়া মরে গুমরি'।
কত ঘাটে ঘাটে সই-সই
ঘট ভরে নিতি ওই,
চোখে মুখে ফোটে খই,
আব-রঙা গাল
যত আধ-ভাঙা ইঙ্গিত তত হয় লাল।

আর সইতে পারি ন সই ফুল ঝামেলা
প্রাতে মল্লী চাঁপা সাঁঝে বেলা চামেলা।
হের ফুটলো মাধবী হরী
ডগমগ তনুপুরী,
পথে পথে ফুলঝুরি
সজিনা ফুলে
এত ফুল দেখে কুলবালা কুল না ভুলে।

সাজি বাটা-ভরা ছাঁচিপান ব্যাজনী-হাতে
করে স্বজনে বীজন কত সজনী ছাতে
সেথা চোখে চোখে সঙ্কেত,
কানে কথা—যাও ধেৎ,—
ঢ'লে পড়া অঙ্কেতে
মনমথ যায়!
আজ আমি ছাড়া আর সবে মন-মতো পায়।

সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল এ কি বায়।
এ যে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়।

এ যে শরাবের মতো নেশা
এ পোড়া মলয় মেশা
ডাকে তাহে কুলনাশা
কালামুখো পিক্।
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক্!

এল আলো রাধা ফাগ ভরি' চাঁদের থালায়,
ঝরে জোছনা-আবীর সারা শ্যাম সুষমায়
যত ডাল-পালা নিম্‌খুন,
ফুলে ফুলে কুঙ্কুম
চুড়ি বালা রুমঝুম্,
হোরির খেলা
শুধ নিরালায় কেঁদে মরি আমি একেলা।

আজ সঙ্কেত শঙ্কিতা বন-বীথিকায়
কত কুলবধূ ছিঁড়ে শাড়ি কুলের কাঁটায়।
সখি ভরা মোর এ দু'কূল
কাঁটাহীন শুধু ফুল।
ফুলে এত বেঁধে হুল?
ভালো ছিল হায়,
সখি ছিঁড়িত দু'কূল যদি কুলের কাঁটায়॥

[সিন্ধু হিন্দোল]

বধূ বরণ

এতদিন ছিলে ভুবনের তুমি
আজ ধরা দিলে ভবনে,
নেমে এলে আজ ধরার ধূলাতে
ছিলে এতদিন স্বজনে।
শুধু শোভাময়ী ছিলে এত দিন
কবির মানসে কলিকা নলিন,
আজ পরশিলে চিত্ত পুলিন
বিদায় গোধূলি লগনে।
উষার ললাটে সিন্দূর-টিপ
সিঁথিতে উড়াল পবনে।

প্রভাতের উষা কুমারী সেজেছে,
সন্ধ্যায় বধূ উষসী
চন্দন—টোপা-তারা-কলঙ্কে
ভরেছে বে-দাগ মু'-শশী
মুখর মুখ আর বাচাল নয়ন
লাজ-সুখে আজ যাচে গুণ্ঠন,
নোটন-কপোতী কণ্ঠে এখন
কূজন উঠিছে উছসি'
এতদিন ছিলে শুধু রূপ-কথা,
আজ হ'লে বধূ রূপসী।

দোলা চঞ্চল ছিল এই গেহ
তব লটপট বেণী ঘা'য়,

তারি সঞ্চিত আনন্দ ঝলে
ঐ উর হার-মণিকায় !
এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে
সে গৃহ-দীপ জ্বেলো ও আলোকে,
চোখের সলিল থাকুক এ লোকে
আজি এ মিলন-মোহনায়,
ও ঘরের হাসি-বাঁশীর বেহাগ
কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়

বিবাহের রঙে রাঙা আজ সব,
রাঙা মন, রাঙা আভরণ,
বলো নারী— 'এই রক্ত-আলোকে
আজ মম নব জাগরণ
পাপে নয়, পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হ'য়ো পতির সারথি
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী,
বেঁধো না নয়নে আবরণ,
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ ।।

[সিন্ধু হিন্দোল]

রাখী-বন্ধন

সই—পাতালো কি শরতে আজিকে স্নিগ্ধ আকাশ ধরণী ?
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণী।
অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘ-দূত মন মোহিয়া।
চঞ্চু-রাঙা কলমীর কুঁড়ি মরতের ভেট বহিয়া।
সখীর গাঁয়ের সেউতি-বোঁটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ
আসমানী আর মৃন্ময়ী সখী মিশিয়াছে মেঠো পথ মাঝ।

আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি আস্‌মানি-নীল-কাঁচুলি,
তারকার টিপ্‌, বিজলীর হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি
ঝনা-বৃষ্টির ঝর্-ঝর আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে
বাজে নহবত্‌ আকাশ ভুবনে— সই পাতিয়েছে দু'জনে !
আকাশের দাসী সমীরণ আনে শ্বেত পেজা-মেঘ ফেনা ফুল,
হেথা জলে-থলে কুমুদে কমলে আলুথালু ধরা বেয়াকুল !

আকাশ-গাঙে কি বান ডেকেছে গো গান গেয়ে চলে বরষা !
বিজুরীর গুণ টেনে টেনে চলে মেঘ-কুমারীরা হরষা
হেথা মেঘ-পানে কালো চোখ হানে মাটির কুমার মাঝিরা,
জল ছুঁড়ে মারে মেঘ-বালা দল, বলে "চাহে দেখ পাজীরা'
কহিছে আকাশ, 'ওলো সই, তোর চকোরে পাঠাস নিশিতে
চাঁদ ছেনে দেবো জোছনা-অমৃত তোর ছেলে যত তুষিতে

আমারে পাঠাস সোঁদা-সোঁদা-বাস তোর ও মাটির সুরভি,
প্রভাতে ফুলের পরিমল মধু, সন্ধ্যাবেলার পূরবী।'
হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ নত হ'য়ে এল পুলকে,
লতাপাতা ফুলে বাঁধিয়া আকাশে ধরা কয়, সেই, ভূলোকে
বাঁধা প'লে আজ', চেপে ধ'রে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া
চুমিল আকাশ নত হ'য়ে মুখে ধরণীরে বুকে ঝাঁপিয়া

[সিন্ধু-হিন্দোল]

চাঁদিনী-রাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি চলিছে আকাশ প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রানী,
সেহেলী লায়লী দিয়ে গেছে চুপে কুহেলী মশারি টানি'।
দিক চক্রের ছায়া—ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার নেটের কুয়াশা-মশারি—ও কি বর্ডার তারি?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে?
উহু উহু করি কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা হুরী,
লুকিয়ে দেখে তা 'চোখ গেল,' ব'লে চেঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি।
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে—বুঝি বধূর নিশাস লাগে।
উল্কা-জ্বালার সন্ধানী-আলো হইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি' বিনিদ্র করিতেছে পায়চারি।

সেহেলীরা রাতে পলায়ে এসেছে উপবনে কোন্ আশে,
হেথা হোথা ছোটে—পিকের কণ্ঠে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝ'রে ঝ'রে পড়ে সখি,
নবমী চাঁদের 'সসারে' ওকে গো চাঁদিনী-শিরাজী ঢালি'
বধূর অধর ধরিয়া কহিছে—'তহুয়া পিও লো আলি

কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী
চাঁদের 'সসারে' কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি।
ফরহাদ শিরী লায়লী মজনু মগজে করেছে ভিড়,
মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে শায়ু-বেয়ালার মীড়।
আনমনা সাকী! অমনি আমারো হৃদয় পেয়ালা কোণে
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখি লেখো মুছো খনে খনে।

[সিন্ধু-হিন্দোল]

সান্ত্বনা

চিত্ত-কুড়ির-হাস্নাহানা মৃত্যু-সাজে ফুটল গো।
জীবন-বেড়ার আড়াল চোপি' বুকের সুবাস টুট্‌লো গো।
এই তো কারার প্রাকার টুটে'
বন্দী এল বাহিরে ছুটে
তাই তো নিখিল আকুল-হৃদয় শ্মশান-মাঝে জুট্‌ল গো।
ভুবন-ভাঙা আলোর শিখায় ভুবন রেঙে উঠ্‌লো গো।

স্ব-রাজ দলের চিত্ত-কমল লুট্‌লে বিশ্বরাজের পায়,
দলের চিত্ত উঠ্‌লো ফুটে শতদলের শ্বেত আভায়।
রূপের কুমার আজ্‌কে দোলে
অপরূপের শীশ্‌-মহলে,
মৃত্যু-বাসুদেবের কোলে কারার কেশব ঐ গো যায়,
অনাগত বৃন্দাবনে মা যশোদা শাঁখ বাজায়।

আজ্‌কে রাতে যে ঘুমুলো, কাল্‌কে প্রাতে জাগবে সে।
এই বিদায়ের অস্ত-আঁধার উদয় উষায়-রাঙবে রে।
শোকের নিশির শিশির ঝরে
ফ'লবে ফসল ঘরে ঘরে,
আবার শীতের রিক্ত শাখায় লাগবে ফুলের রাগ এসে।
যে মা সাঁঝে ঘুম পাড়াল, চুম দিয়ে ঘুম ভাঙবে সে

না ঝ'র্‌লে তাঁর প্রাণ-সাগরে মৃত্যু-রাতের হিম-কণা
জীবন-শুক্তি ব্যর্থ হ'ত, মুক্তি মুক্তা ফ'লত না
নিখিল-আঁখির ঝিনুক-মাঝে
অশ্রু-মানিক ঝ'লত না যে।
রাতের উনুন না নিবিলে চাঁদের সুধা গ'লত না।
গগন-লোকে আকাশ-বধূর সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্ব'লত না।

মরা বাঁশে বাজবে বাঁশি কাটুক্ না আজ কুঠার তায়,
এই বেণুতেই ব্রজের বাঁশি হয়তো বাজ্‌বে এই হেথায়।
হয়তো এবার মিলন-রাসে
বংশীধারী আসবে পাশে,
চিত্ত-চিতার ছাই মেখে শিব সৃষ্টি-বিষাণ ঐ বাজায়।
জন্ম নেবে মেহেদী ঈসা ধরার বিপুল এই ব্যথায়।

কর্মে যদি বিরাম না রয়, শান্তি তবে আস্‌ত না।
ফ'লবে ফসল—নইলে নিখিল-নয়ন নীরে ভাস্‌ত না।
নেইক' দেহের খোসার মায়া,
বীজ আনে তাই তরুর ছায়া,
আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাস্‌ত না।
আস্‌বে আবার—নইলে ধরায় এমন ভালো বাসত না।

[চিত্তনামা]

ইন্দ্র-পতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু–গুরু গুরু-গুরু।
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী ?
শুনি, অম্বুদ–কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত–ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দিরা–বাজে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে।

ঘনায় অভ্র–বাষ্প–কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে,
স্তব্ধ–বেদনা দিগ্‌–বালিকারা কী যেন কাঁদুনী শোনে।
কাঁদিছে ধরায় তরু লতা পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গ চলেছে ধূলির মহিমা মাখি'।
বাজে আনন্দ মৃদঙ্গ গগনে তড়িৎ-কুমারী নাচে,
মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ–ইন্দ্র পাশে।
সপ্ত–আকাশ–সপ্তস্বরা হানে ঘন করতালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি ?

হায় অসহায়-সর্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব–পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প হরিৎ-পাতা ?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত রবে সন্তান-ক্ষুধা ?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত–সুধা ?
জীবন–সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি—
হয়তো তাহাই, হয়তো সহে তা,—এটুকু জেনেছি খাঁটি
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্তশতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী কমলার রক্ত-চরণ—তল,
সন্ত্রম-নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ পদতলে—
জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যাঁর হাতে শোভে
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া রবে।
কত সান্ত্বনা-আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি, মেটে না প্রাণের তৃষা।

দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণী, দুলে সাথে বসুমতী,
তাহার ফণার দিন-মণি আজ কোন গ্রহে দেবে জ্যোতি।
জাগিয়া প্রভাতে হেরিনু আজিকে জগতে সুপ্রভাত,
শয়তানও আজ দেবতার নামে করিছে নান্দী পাঠ।
হে মহাপুরুষ মহাবিদ্রোহী হে ঋষি সোহম্ স্বামী।
তব ইঙ্গিতে দেখেছি সহসা সৃষ্টি গিয়াছে থামি,
থমকি' গিয়াছে গতির বিশ্ব চন্দ্র-সূর্য-তারা,
নিয়ম ভুলেছে কঠোর নিয়তি, দৈব দিয়াছে সাড়া।

যখনি স্রষ্টা করিয়াছে ভুল, ক'রেছে সংস্কার,
তোমারি অগ্রে স্রষ্টা তোমারে ক'রেছে নমস্কার।
ভৃগুর মতন যখনি দেখেছ অচেতন নারায়ণ,
পদাঘাতে তাঁর এনেছ চেতনা, কেঁপেছে জগজ্জন।
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা বক্ষে তব পদ-চিন ধরি'
হাঁকিছেন, 'আমি এমনি করিয়া সত্য স্বীকার করি।
জাগাতে সত্য এত ব্যাকুলতা এত অধিকার যার
তাঁহার চেতন-সত্যে আমার নিযুত নমস্কার।'

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে।
কখন্ তোমার-বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে।
লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশি,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি',
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি',
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মান্দার-মালা, মানব মাখাল ধূলি।
নিখিল-চিত্ত-রঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর কবি বিদ্রোহী ত্যাগী প্রেমিক কর্মী জ্ঞানী।
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট্ উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণ-সম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে।

ছন্দ-গানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা, আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই।
বিভূতি-তিলক, কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্ম বিভূতি নিয়া।
নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'।
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি দাওনিক' অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবারে, আজ তাই কাঁদে অন্তর।

আজিকে নিখিল-বেদনার কাছে মোর ব্যথা কতটুক্,
ভাবিয়া ভাবিয়া সান্ত্বনা খুঁজি, তবু হা হা করে বুক !
আজ ভারতের ইন্দ্র পতন, বিশ্বের দুর্দিন
পাষাণ বাঙলা প'ড়ে এককোণে স্তব্ধ অশ্রুহীন !
তারি মাঝে হিয়া থাকিয়া থাকিয়া গুমরি' গুমরি' উঠে,
বক্ষের বাণী চক্ষের জলে ধুয়ে যায় নাহি ফোটে ।
দীনের বন্ধু দেশের বন্ধু মানব বন্ধু তুমি,
চেয়ে দেখ আজ লুটায় বিশ্ব তোমার চরণ চুমি' ।
গগনে তেমনি ঘনায়েছে মেঘ, তেমনি ঝরিছে বারি,
বাদলে ভিজিয়া শত স্মৃতি তব হ'য়ে আসে ঘন ভারি ।

পয়গম্বর ও অবতার-যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনিক' মোরা তাদেরে, দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ
কিন্তু যখনি বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ-তলে
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ভ'রেছে জলে ।
সারা প্রাণ যেন অঞ্জলি হ'য়ে ও পায়ে প'ড়েছে লুটি',
সকল গর্ব উঠেছে মধুর প্রণাম হইয়া ফুটি'
বুদ্ধের ত্যাগ শুনেছি মহান্, দেখিনিক' চোখে তাহে,
নাহি আফ্‌সোস্ দেখেছি আমরা ত্যাগের শাহান্‌শাহে !
নিমাই লইল সন্ন্যাস প্রেমে, দিইনিক তাঁরে ভেট,
দেখিয়াছি মোরা 'রাজা-সন্ন্যাসী', প্রেমের জগৎ-শেঠ !

শুনি, পরার্থে প্রাণ দিয়াছিল অস্থি বনের ঋষি,
হিমালয় জানে, দেখেছি দধীচি গৃহে ব'সে দিবানিশি ।
হে নবযুগের হরিশ্চন্দ্র ! সাড়া দাও, সাড়া দাও !
কাঁদিছে শ্মশানে সুত-কোলে সতী, রাজর্ষি ফিরে চাও

রাজ কুলমান পুত্র পত্নী সকল বিসর্জিয়া
চণ্ডাল-বেশে ভারত-শ্মশান ছিলে একা আগুলিয়া।
এস সন্ন্যাসী এস সম্রাট আজি সে শ্মশান-মাঝে,
ঐ শোনো তব পুণ্য জীবন-শিশুর কাঁদন বাজে।

দাতাকর্ণের সম নিজ সুতে কারাগার-যূপে ফেলে
ত্যাগের করাতে কাটিয়াছ বীর বারে বারে অবহেলে।
ইবরাহিমের মতো বাচ্চার গলে খঞ্জর দিয়া
কোরবানী দিলে সত্যের নামে হে মানব নবী-হিয়া
ফেরেশ্‌তা সব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা,
ভগবান্‌-বুকে মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা!

প্রজারঞ্জন রাম-রাজা দিল সীতারে বিসর্জন,
তাঁরও হ'য়েছিল যজ্ঞে স্বর্ণ জানকীর প্রয়োজন,
তব ভাণ্ডার লক্ষ্মীরে রাজা নিজ হাতে দিলে তুলি'
ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর মানবের মুখে, নিজে নিলে পথ-ধূলি,
হেম-লক্ষ্মীর তোমারও জীবন-যাগে ছিল প্রয়োজন
পুড়িলে যজ্ঞে, তবু নিলেনাক' দিলে যা বিসর্জন!
তপোবলে তুমি অর্জিলে তেজ বিশ্বামিত্র-সম,
সারা বিশ্বের ব্রাহ্মণ তাই বন্দিছে নমো নমো

হে যুগ-ভীষ্ম! নিন্দার শরশয্যায় তুমি শুয়ে
বিশ্বের তরে অমৃতমন্ত্রে তার-বাণী গেলে থুয়ে।
তোমার জীবনে ব'লে গেলে—ওগো কল্কি আসার আগে
অকল্যাণের কুরুক্ষেত্রে আজো মাঝে মাঝে জাগে

চির সত্যের পাঞ্চজন্য, কৃষ্ণের মহাগীতা,
যুগে যুগে কুরু মেদ-ধূমে জ্বলে অত্যাচারের চিতা
তুমি নব ব্যাস, গেলে নবযুগ-জীবন-ভারত রচি'
তুমিই দেখালে—ইন্দ্রেরই তরে পারিজাত-মালা, শচী !

আসিলে সহসা অত্যাচারীর প্রাসাদ-স্তম্ভ টুটি
নব-নৃসিংহ-অবতার তুমি, পড়িল বক্ষে লুটি'
আর্ত-মানব হৃদি প্রহ্লাদ, পাগল মুক্তি প্রেমে ।
তুমি এসেছিলে জীবন-গঙ্গা তৃষাতুর তরে নেমে !
দেবতারা তাই স্তম্ভিত হের' দাঁড়ায়ে গগন তলে
নিমাই তোমারে ধরিয়াছে বুকে, বুদ্ধ নিয়াছে কোলে !

তোমারে দেখিয়া কাহারো হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ —
হিন্দু কিম্বা মুস্‌লিম তুমি অথবা অন্য কেহ ।
তুমি আর্তের তুমি বেদনার ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি ।
হিন্দুর ছিলে আকবর তুমি, মুস্‌লিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব !
নিন্দাগ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল মিলন হেতু
হিন্দু মুসলমানের পরানে তুমিই বাঁধিলে সেতু !
জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষা পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ !

হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক, তোমার মৃত্যু শ্মশান আজিকে মিত্রময় ।

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন পাতার ফুল।
কে ছিলে তুমি জানিনাক' কেহ, দেবতা কি আওলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারো ভরেনি এমন হিয়া।

* * *

আজি দিকে দিকে বিপ্লব-অহিদল খুঁজে ফেরে ডেরা,
তুমি ছিলে এই নাগ-শিশুদের ফণী-মনসার বেড়া।
তুমিই রাজার ঐরাবতের পদতল হ'তে তুলে
বিষ্ণু-শ্রীকর-অরবিন্দেরে আবার শ্রীকরে থুলে।
তুমি দেখেছিলে ফাঁসীর গোপীতে বাঁশীর গোপীমোহন,
রক্ত যমুনাকূলে র'চে গেলে প্রেমের বৃন্দাবন।
তোমার ভগ্ন চাকায় জড়ায়ে চালায়েছে এরা রথ,
আপন মাথার মানিক জ্বালায়ে দেখায়েছ রাতে পথ,
আজ পথহারা আশ্রয়হীন তাহারা যে মরে ঘুরে,
গুহা-মুখে বসি' ডাকিছে সাপুড়ে মারণ মন্ত্র সুরে।

* * *

যেদিকে তাকাই কূল নাহি পাই, অকূল হতাশ্বাস,
কোন্ শাপে ধরা স্বরাজ-রথের চক্র করিল গ্রাস?
যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে রণে পড়িল সব্যসাচী,
ঐ হের' দূরে কৌরব-সেনা উল্লাসে উঠে নাচি',
হিমালয় চিরে আগ্নেয়-যান চীৎকার করি' ছুটে,
শত ক্রন্দন-গঙ্গা যেন গো পড়িছে পিছনে টুটে।
স্তব্ধ-বেদনা গিরিরাজ ভয়ে জলদে লুকায় কায়—
নিখিল-অশ্রু-সাগর বুঝি বা তাহারে ডুবাতে চায়।
টুটিয়াছে আজ গর্ব তাহার লাজে নত উঁচু শির,
ছাপি হিমাদ্রি উঠিয়াছে প্রণাম সমগ্র পৃথিবীর।

ধূর্জটি-জটা-বাহিনী গঙ্গা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে,
তারি নীচে চিতা—যেন গো শিবের ললাটে অগ্নি জ্বলে !

* * *

মৃত্যু আজিকে হইল অমর পরশি' তোমার প্রাণ,
কালো মুখ তার হ'ল আলোময়, শ্মশানে উঠিছে গান !
অগুরু-পুষ্প-চন্দন পুড়ে হ'ল সুগন্ধতর,
হ'ল শুচিতর অগ্নি আজিকে, শব হ'ল সুন্দর !
ধন্য হইল ভাগীরথী-ধারা তব চিতা-ছাই মাখি',
সমিধ হইল পবিত্র আজি কোলে তব দেহ রাখি' !

* * *

অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে ;
রাজর্ষি ! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি ।

[চিত্তনামা]

রাজ-ভিখারী

কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশী শুনে উঠেছিলে জাগি'
ওগো চির বৈরাগী।
দাঁড়ালে ধূলায় তব কাঞ্চন-কমল-কানন ত্যাগি'
ওগো চির বৈরাগী।
ছিলে ঘুম-ঘোরে রাজার দুলাল,
জানিতে না কে সে পথের কাঙাল
ফেরে পথে পথে ক্ষুধাতুর-সাথে ক্ষুধার অন্ন মাগি',
তুমি সুধার দেবতা ক্ষুধা ক্ষুধা' ব'লে কাঁদিয়া উঠিলে জাগি'-
ওগো চির বৈরাগী
আঙিয়া তোমার নিলে বেদনার গৈরিক রঙে রেঙে'
মোহ ঘুমপরী উঠিল শিহরি' চমকিয়া ঘুম ভেঙে'।
জাগিয়া প্রভাতে হেরে পুরবাসী
রাজা দ্বারে দ্বারে ফেরে উপবাসী
সোনার অঙ্গ পথের ধূলায় বেদনার দাগে দাগী।
কে গো নারায়ণ নবরূপে এলে নিখিল-বেদনা-ভাগী—
ওগো চির-বৈরাগী।
'দেহি ভবতি ভিক্ষাম্' বলি' দাঁড়ালে রাজ-ভিখারী,
খুলিল না দ্বার, পেলে না ভিক্ষা, দ্বারে দ্বারে ভয় দ্বারী।
বলিলে, 'দেবে না লহ তবে দান—
ভিক্ষাপূর্ণ আমার এ প্রাণ।'—
দিল না ভিক্ষা নিলনাক' দান, ফিরিয়া চলিলে যোগী
যে জীবন কেহ লইল না তাহা মৃত্যু লইল মাগি'।

[চিত্তনামা]

ঝিঙে-ফুল

ঝিঙে ফুল! ঝিঙে ফুল!
সবুজ পাতার দেশে ফিরোজিয়া ফিঙে ফুল—
ঝিঙে ফুল!

গুল্মে পর্ণে
লতিকার কর্ণে
ঢল ঢল স্বর্ণে
ঝলমল দোলে দুল --
ঝিঙে ফুল॥

পাতার দেশে পাখী বাঁধা হিয়া বোঁটাতে,
গান তব শুনি সাঁঝে তব ফুটে ওঠাতে।
পউষের বেলা শেষ
পরি' জাফ্‌রানি বেশ
মরা মাচানের দেশ
ক'রে তোল মশ্‌গুল—
ঝিঙে ফুল॥

শ্যামলী মায়ের কোলে সোনামুখ খুকু রে
আলুথালু ঘুমু যাও রোদে-গলা দুকুরে

প্রজাপতি ডেকে যায়—
বোঁটা ছিঁড়ে চলে আয়।'
আস্‌মানে তারা চায়—
'চ'লে আয় এ অকূল।'
ঝিঙে ফুল ॥

তুমি বল—'আমি হায়
ভালোবাসি মাটি-মায়
চাই না ঐ অলকায়—
ভালো এই পথ-ভুল।'
ঝিঙে ফুল ॥

[ঝিঙে-ফুল]

খুকী ও কাঠ্‌বেড়ালী

কাঠ্‌বেড়ালি! কাঠ্‌বেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?

বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর ছানা? তাও?—
ডাইনী তুমি হোৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-নেবু সকলগুলো
এক্‌লা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

কাঠ্‌বেড়ালি! বাঁদরীমুখী! মারবো ছুঁড়ে কিল?
দেখ্‌বি তবে? রাঙাদা'কে ডাকবো? দেবে ঢিল!
পেয়ারা দেবে? যা তুই ওঁচা
তাইতে তোর নাকটি বোঁচা!
হুতমো-চোখী! গাপুস্ গুপুস্!
এক্‌লাই খাও হাপুস্ হুপুস্
পেটে তোমার পিলে হবে! কুড়ি-কুষ্টি মুখে!
হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্ পেটে ওর ঢুকে

ইস্! খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও!
কাঠ্‌বেড়ালি! তুমি আমার ছোড়দি' হবে? বৌদি হবে? হু
রাঙা দিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না। উঃ!

এ রাম তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রকটা নেবে? জামা দুটো?
আর খেয়ো না পেয়ারা তবে,
বাতাবি নেবুও ছাড়্‌তে হবে।
দাঁত দেখিয়ে দিচ্ছ ছুট? অ-মা, দেখে যাও!
কাঠ্‌বেড়ালি! তুমি মর! তুমি কচু খাও!

[ঝিঙে-ফুল]

খাঁদু-দাদু

অ-মা ! তোমার বাবার নাকে কে মেরেছে ল্যাং ?
খাঁদা নাকে নাচ্‌ছে ন্যাদা - নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং !

ও'র নাক্‌টাকে কে ক'রলো খাঁদা—রাঁদা বুলিয়ে ?
চাম্‌চিকে-ছা ব'সে যেন ন্যাজুড় ঝুলিয়ে ?
বুড়ো গরুর পিঠে যেন শুয়ে কোলা ব্যাং !
অ-মা ! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং !

ও'র খাঁদা নাকের ছ্যাঁদা দিয়ে টুকিকে দেয় 'টু' !
ছোড়্‌দি বলে সর্দি ওটা, এ রাম ! ওয়াক্‌ ! থুঃ !
কাছিম যেন উপুড় হ'য়ে ছড়িয়ে আছেন ঠ্যাং !
অ-মা ! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং !

দাদু বুঝি চীনাম্যান মা, নাম বুঝি চাংচু ?
তাই বুঝি ও'র মুখ্‌টা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু !
জাপান দেশের নোটিশ উনি নাকে এঁটেছেন !
অ-মা ! আমি হেসে মরি নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং !

দাদুর নাকি ছিল না মা অমন বাদুড়-নাক,
ঘুম দিলে ঐ চ্যাপ্টা নাকেই বাজ্‌তো সাতটা শাঁখ,
দিদিমা তাই থাবড়া মেরে থ্যাবড়া ক'রেছেন !
অ-মা ! আমি হেসে মরি নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং !

নন্দকানন্দে লাফ দিয়ে মা চ'লতে বেজির ছা,
দাড়ির জালে প'ড়ে যাদুর আটকে গেছে গা,
বিল্লী—বাচ্চা দিল্লী যেতে নাসিক এসেছেন।
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং।

দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙাতে 'আলমানাক'
গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ?
মুচি হেসে দাদুর আমার নাক ক'রেছে 'ট্যান্'।
অ-মা! আমি হেসে মরি, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং।

বাঁশির মতন নাসিকা মা মেলে নাসিকে,
সেথায় নিয়ে চল দাদু দেখন-হাসিকে।
সেথায় গিয়ে করুন দাদু গরুড় দেবের ধ্যান,
খাঁদু-দাদু নাকু হবেন, নাক-ড্যাঙা-ড্যাং-ড্যাং।

[ঝিঙে ফুল]

প্রভাতী

ভোর হোলো
দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে !
ঐ ডাকে
জুঁই-শাখে
ফুল-খুকী ছোট্ রে ।
খুকুমণি ওঠরে ।
রবি মামা
দেয় হামা
গায়ে রাঙা জামা ঐ
দারোয়ান
গান গায়
শোন ঐ রামা হৈ'
ত্যাজি' নীড়
ক'রে ভীড়
ওড়ে পাখী আকাশে
এন্তার
গান তার
ভাসে ভোর বাতাসে
চুলবুল
বুলবুল
শিস্ দেয় পুচ্ছে

এইবার
এইবার
　　খুকুমণি উঠবে।
খুলি' হাল
তুলি' পাল
　　ঐ তরী চল্‌লো,
এইবার
এইবার
　　খুকু চোখ খুল্‌লো!
আল্‌সে
নয় সে
　　ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই
চাঁদা ভাই
　　টিপ দেয় কপালে।
উঠ্‌ল
ছুট্‌ল
　　ঐ খোকাখুকী সব,
উঠেছে
আগে কে,
　　ঐ শোনো কলরব।
নাই রাত
মুখ হাত
　　ধোও, খুকু জাগো রে!
জয় গানে
ভগবানে
　　তুষি' বর মাগো রে।

[ঝিঙে-ফুল]

লিচু-চোর

বাবুদের তাল-পুকুরে
হাবুদের ডাল-কুকুরে
সে কি বাস্ ক'রলে তাড়া
বলি থাম, একটু দাঁড়া
পুকুরের ঐ কাছে না,
লিচুর এক গাছ আছে না,
হোতা না আস্তে গিয়ে
য়্যাব্বড় কাস্তে নিয়ে
গাছে গ্যে সেই চ'ড়েছি,
ছোট এক ডাল ধ'রেছি,
ও বাবা মড়াৎ ক'রে
প'ড়েছি সড়াৎ জোরে
প'ড়বি পড় মালীর ঘাড়েই,
সে ছিল গাছের আড়েই
ব্যাটা ভাই বড় নচ্ছার,
ধমাধুম গোটা দুচ্চার
দিলে খুব কিল ও ঘুষি
একদম জোর্‌সে ঠুসি' ।
আমিও বাগিয়ে থাপড়
দে হাওয়া চাগিয়ে কাপড়,
লাফিয়ে ডিঙ্‌নু দেয়াল,
দেখি এক ভিট্‌রে শেয়াল :
আরে ধ্যাৎ শেয়াল কোথা
ভেলোটা দাঁড়িয়ে হোথা !
দেখে যেই আঁৎকে ওঠা
কুকুর'ও জুড়্‌লে ছোটা !

আমি কই কম্ম কাবার
কুকুরেই করবে সাবাড়!
'বাবা গো মাগো' বলে
পাঁচিলের ফোঁকল গ'লে
ঢুকি গো বোস্‌দের ঘরে,
যেন প্রাণ আস্‌লো ধড়ে!
যাব ফের? কান মলি ভাই!
চুরিতে আর যদি যাই
তবে মোর নামই মিছা!
কুকুরের চামড়া খিঁচা
সে কি ভাই যায় রে ভুলা—
মালীর ঐ পিট্‌নিগুলা
কি বলিস্? ফের হপ্তা!
তওবা—নাক খপ্‌তা!

[ঝিঙে-ফুল]

গান

(১)

(মিস্ ফজিলতুন্নেসা এম্ এ,-র বিলাত গমন উপলক্ষে)

জাগিলে 'পারুল' কিগো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে।
উদিলে চন্দ্র-লেখা বাদলের মেঘের ফাঁকে।
চলিলে সাগর ঘুরে
অলকার মায়ার পুরে,
ফোটে ফুল নিত্য যেথায়
জীবনের ফুল্ল-শাখে ॥
আঁধারের বাতায়নে চাহে আজ লক্ষ তারা,
জাগিছে বন্দিনীরা টুটে ঐ বন্ধ কারা!
থেকো না স্বর্গে ভুলে—
এ পারের মর্ত্য-কূলে
ভিড়ায়ো সোনার তরী
আবার এই নদীর বাঁকে ॥

বুলবুল]

(২)

ভৈরবী—কাহারবা

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল।
আজো তার ফুল্‌কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল ॥
আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী বায় ঝুরছে নিশিদিন,
আসেনি দখ্‌নে হাওয়া গজল্‌-গাওয়া, মৌমাছি বিভোল ॥

কবে সে ফুলকুমারী ঘোম্‌টা চিরি আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙবে রে ঘুম রাঙবে রে কপোল ॥
ফাগুনের মুকুল-জাগা দু'কূল-ভাঙা আসবে ফুলের বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুটবে হাসি ফুটবে গালে টোল্‌ ॥
কবি তুই গন্ধে ভুলে ডুবলি জলে কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভ'রেছিস্‌ আজকে জলে ভ'রবে আঁখির কোল ॥

[বুলবুল]

(৩)

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহারবা

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী
খুলে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি ॥
গোপনে চৈতী হাওয়ায়, গুল্‌-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখ তাই ডাক্‌ছে ডালে কু-কু ব'লে কোয়েলা-ননদী ॥
পাঠালে ঘূর্ণি দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী ॥
তোমারি অশ্রু ঝরে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি ॥
পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী,
দুহু হায় চাই বিষাদে মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি ॥
ভিড়ে যা ভোর বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর কবি,
উষসীর শিশ-মহলে আসতে যদি চাস্‌ নিরবধি ॥

[বুলবুল]

(৪)

ইমন্‌ মিশ্র গজল—কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরনে চল লো গোরী !

চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছল ছল জল লহরী ॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী-লুকায় ;
কেঁদে-চখা-চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী !

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ মুকুরে
ছায়াপথ—সিঁথি রচি' চিকুরে
নাচে ছায়া-নটী কানন—পুরে
দুলে লটপট্ লতা-কবরী ॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী,
'চলো জল নিতে যাবি লো যদি'
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী
নাগরিকা সাজে সাজে নগরী ॥

মাঝি বাঁধে তরি সিনান-ঘাটে
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে ।
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর আঁখি-জলে ঘট-গাগরী ॥

ওগো বেদরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হ'য়ে কে গো, গেল জড়ায়ে,
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পরি'

[বুলবুল]

(৫)

পিলু—কাহার্‌বা-দাদ্‌রা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা।
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গনি তেমনি ফাঁকা।।
আগে মন ক'রলে চুরি, মর্ম্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা' মধুতে মাখা।।
চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে, তেমনি জলে চলে বলাকা।।
বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারী কোমর বাঁকা।।
তরুরা রিক্ত-পাতা, আস্‌লো লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝ'রেছে ব'লে ভ'রেছে ফলে বিটপী-শাখা।।
ডালে তোর হানলে আঘাত দিস্‌ রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা।।

[বুলবুল]

(৬)

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

কেন কাঁদে পরান কী বেদনায় কারে কহি
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি' রহি'।।
সে থাকে নীল নভে আমি নয়ন-জল-সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন সাথে সে যে ঘুরে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি।।
কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে।
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি,
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি'।।

[বুলবুল]

(৭)

সিন্ধু ভৈরবী—কাহারব

মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে
গোপন পায়ে কে ঐ আসে,
আকাশ-ছাওয়া চোখের চাওয়া,
উতল্ হাওয়া কেশের বাসে ॥

উষার রাগে সাঁঝের ফাগে
যুগল তাহার কপোল রাঙে,
কমল দুলে সুরম শশী
নিশীথ-চুলে আঁধার রাশে ॥

চরণ-ছোঁওয়ায় পাতার ঠোঁটে,
মুকুল কাঁপে কুসুম ফোটে,
আঁখির পলক- পতন ছাঁদে
[illegible] কাঁদে দিবস হাসে ॥

গ্রহের মালা অলখ্-খোঁপায়
কপোল শোভে তারার টোপায়,
কুসুম-কাঁটায় আঁচল বাধে
রুমাল লুটায় সবুজ ঘাসে

সাঁঝের শাখায় কানন মাঝে
বালার বিহগ- কাকন বাজে,
জীবন তাহার সোনার স্বপন
দোলায় ঘুমায় শিশুর পাশে ॥

তোমার লীলা- কমল করে
নিখিল রানী, দুলাও মোরে।
ছুলাও আমার সুবাসখানি
তোমার মুখের মদির শ্বাসে ॥

[বুলবুল]

(৮)

ভৈরবী-আশাবরী—কাহারবা

কে বিদেশী বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে,
কুসুম-বাগে গুল-বদনে ॥
ঝিমিয়ে আসে ভোমরা পাখা,
যূথীর চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর-দালানে)
দর-দালানের ভোর গগনে ॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক ব্যথায়,
মালিকা সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা বধূ সুখ-স্বপনে ॥

সহসা জাগি' আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশী বাজে হিয়াতে,
বাহু-শিথানে কেন কে জানে ॥
কাঁদে গো পিয়া বাঁশীর সনে ॥

বৃথাই গাঁথি' কথার মালা
লুকাস্ কবি বুকের জ্বালা
কাঁদে নিরালা বনশীওয়ালা
তোরি উতলা বিরহী মনে

[বুলবুল]

অগ্রাণের সওগাত

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হ'ল মাৎ।
'গিন্নী পাগল' চালের শিরনী
তশ্‌তরী ভ'রে নবীনা গিন্নী
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে, খুশীতে কাঁপিছে হাত;
শিরনী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেস্‌মাত।

মিঞা ও বিবিতে বড় ভাব আজি খামারে ধরে না ধান।
বিছানা করিতে ছোট বিবি রাতে চাপা সুরে গাহে গান!
শাশবিবি' কন, 'আহা আসে নাই
কতদিন হ'ল মেজলা জামাই।'
ছোট মেয়ে কয়, আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান
দলিজের পান সাজিয়া সাজিয়া সেজো–বিবি লবেজান!

হল্লা করিয়া ফিরিছে পাড়ার দস্যি ছেলের দল।
ময়নামতীর শাড়ি–পরা মেয়ে গয়নাতে ঝলমল!
নতুন পৈঁচি বাজুবন্দ প'রে
চাষা–বৌ কথা কয় না গুমোরে,
জারি গান আর গাজীর গানেতে সারা গ্রাম চঞ্চল
বৌ করে পিঠা 'পুর'-দেওয়া মিঠা, দেখে জিভে সরে জল!

মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান!
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশীতে ঝুরিছে আমন ধান!

কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালী সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর
ধান ভানে বৌ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান !
বধূর পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ ।

হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত ।
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য—আলো সরিৎ !
দিগন্তে যেন তুর্কী কুমারী
কুয়াশা–নেকাব রেখেছে উতারী' !
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ,
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হ'ল হরিৎ পাতারা পীত !

নবীনের লাল ঝাণ্ডা উড়ায়ে আসিতেছে কিশলয়,
রক্ত-নিশান নহে যে রে ওরা রিক্ত শাখার জয় ;
'মুজ্‌দা' এনেছে অগ্রহায়ণ—
আসে নওরোজ খোলা গো তোরণ
গোলা ভ'রে রাখো সারা বছরের হাসি-ভরা সঞ্চয় !
বাসি বিছানায় জাগিতেছে শিশু সুন্দর নির্ভয় ।

[ঝিঙেফুল]

মিসেস্ এম্ রহমান্

মোহররমের চাঁদ ওঠার তো আজিও অনেক দেরি,
কোন কারবালা-মাতন উঠিল এখনি আমায় ঘেরি'?
ফোরাতের মৌজ ফোঁপাইয়া ওঠে কেন গো আমার চোখে?
নিখিল-এতিম ভিড় ক'রে কাঁদে আমার মানস্-লোকে।
মর্সিয়া-খান! গা'স্‌নে অকালে মর্সিয়া-শোকগীতি,
সর্বহারার অশ্রু-প্লাবনে সয়লাব হবে ক্ষিতি।...

...আজ যবে হায় আমি
কুফার পথে গো চলিতে চলিতে কার্‌বালা-মাঝে থামি'
হেরি চারিধারে ঘিরিয়াছে মোরে মৃত্যু-এজিদ সেনা,
ভায়েরা আমার দুশ্‌মন্-খুনে মাখিতেছে হাতে হেনা,
আমি শুধু হায় রোগ-শয্যায় বাজু কামড়ায়ে মরি!
দানা পানি নাই পাতার খিমায় নির্জীব আছি পড়ি'
এমন সময় এল দুলদুল পৃষ্ঠে শূন্য জিন,
শূন্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল—জয়নাল আবেদীন'।
শীর্ণ-পাঞ্জা দীর্ণ-পাঁজর পর্ণকুটীর ছাড়ি'
উঠিতে পড়িতে ছুটিয়া আসিনু, রুধিল দুয়ার দ্বারী!
বন্দিনী মা'র ডাক শুনি শুধু জীবন-ফোরাত পারে,
'এজিদের বেড়া পারায়ে এসেছি, যাদু তুই ফিরে যা রে!
কাফেলা যখন কাঁদিয়া উঠিল তখন দুপুর নিশা!—
এজিদে পাইব, কোথা পাই হায় আজ্‌রাইলের দিশা?
জীবন ঘিরিয়া ধূ ধূ করে আজ শুধু সাহারার বালি,
অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি

আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
কলিজা চাপিয়া তড়্পায় শুধু বুক-ভাঙা কাৎরানি।
মাতা ফাতেমার লাশের ওপর পড়িয়া কাতর স্বরে
হাসান হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে!

* * *

অশ্রু-প্লাবনে হাবুডুবু খাই বেদনার উপকূলে,
নিজের ক্ষতিই বড় করি তাই সকলের ক্ষতি ভুলে!
ভুলে যাই—কত বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ-বট ছায়ে
আমারই মতন আশ্রয় লভি' ভুলেছে আপন মায়ে।
কত সে ক্লান্ত বেদনা-দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে
বসিয়া পেয়েছে মা'র তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে!
আজ তারা সবে করিছে মাতম্ আমার বাণীর মাঝে,
একের বেদনা নিখিলের হয়ে বুকে এত ভারী বাজে!
আমারে ঘিরিয়া জমিছে অথই শত নয়নের জল,
মধ্যে বেদনা শতদল আমি করিতেছি টলমল!
নিখিল-দরদী ছিলেন আম্মা। নাহি মোর অধিকার
সকলের মাঝে সকলে ত্যাজিয়া শুধু একা কাঁদিবার!
আসিয়াছি মাগো জিয়ারত লাগি' আজি অগ্রজ হ'য়ে
মা-হারা আমার ব্যাথাতুর ছোট ভাইবোনগুলি ল'য়ে
অশ্রুতে মোর অন্ধ দু'চোখ, তবু ওরা ভাবিয়াছে
হয়তো তোমার পথের দিশা মা জানা আছে মোর কাছে!
জীবন-প্রভাত দেউলিয়া হ'য়ে যারা ভাষাহীন গানে
ভয় ক'রে মাগো চ'লেছিল সব গোরস্থানের পানে,
পক্ষ মেলিয়া আবরিলে তুমি সকলে আকুল স্নেহে
যত ঘর-ছাড়া কোলাকুলি করে তব কোলে তব গেহে

'কত বড় তুমি' বলিলে, বলিতে, 'আকাশ শূন্য ব'লে
এত কোটি তারা চন্দ্র সূর্য গ্রহে ধরিয়াছে কোলে।
শূন্য সে বুক তবু ভরেনি রে, আজো সেথা আছে ঠাঁই,
শূন্য ভরিতে শূন্যতা ছাড়া দ্বিতীয় সে কিছু নাই।

গোর-পলাতক মোরা বুঝি নাই মা গো তুমি আগে থেকে
গোরস্থানের দেনা শুধিয়াছ আপনারে বাঁধা রেখে!
ভুলাইয়া রাখি' গৃহ-হারাদের দিয়া স্ব-গৃহের চাবি
গোপনে মিটালে আমাদের ঋণ-মৃত্যুর মহা-দাবি!
সকলের তুমি সেবা ক'রে গেলে, নিলে না কারুর সেবা,
আলোক সবারে আলো দেয়, আলোকের আলো কেবা?

আমাদেরও চেয়ে গোপন গভীর কাঁদে বাণী ব্যাথাতুর,
থেমে গেছে তার দুলালী মেয়ের জ্বালা ক্রন্দন সুর।
কমল কাননে থেমে গেছে ঝড় ঘূর্ণির ডামাডোল,
কারার বক্ষে বাজেনাক' আর ভাঙন-ডঙ্কা রোল
বসিবে কখন্ জ্ঞানের তখ্‌তে বাঙলার মুসলিম।
বারে বারে টুটে কলম তোমার না লিখিতে শুধু 'মিম্'!

* * *

সে ছিল আরব-বেদূঈনদের পথ-ভুলে-আসা মেয়ে,
কাঁদিয়া উঠিত হেরেমের উঁচা প্রাচীরের পানে চেয়ে।
সকলের সাথে সকলের মতো চাহিত সে আলো বায়ু,
বন্ধন-বাঁধ ডিঙাতে না পেরে ডিঙাইয়া গেল আয়ু।
সে বলিত, 'ঐ হেরেম-মহল নারীদের তরে নহে,
নারী নহে যারা ভুলে বাঁদী-খানা ঐ হেরেমের মোহে।'
নারীদের এই বাঁদী ক'রে রাখা অবিশ্বাসের মাঝে
লোভী পুরুষের পশু-প্রবৃত্তি হীন অপমান রাজে।

আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্য-কালের নারী
করিছে পুরুষ জেল-দারোগার কামনার তাঁবেদারি।
বলে না কোরান, বলে না হাদিস ইস্লামী ইতিহাস
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারো মাস।
হাদিস্ কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানেনাক' তারা কোরানের বাণী - সমান নর ও নারী!
শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের যত সুবিধা বাছাই ক'রে
নারীদের বেলা গুম হ'য়ে রয় গুম্‌রাহ যত চোরে!
দিনের আলোকে ধ'রেছিলে এই মুনাফেক্‌দের চুরি,
মস্‌জিদে ব'সে স্বার্থের তরে ইস্‌লামে হানা ছুরি।
আমি জানি মাগো আলোকের লাগি' তব এই অভিযান
হেরেমে-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ!
গোলা-গুলি নাই, গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে
বোঝেনাক' থুথু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে।
আমরা দেখেছি, যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হয়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে।

* * *

কাঁটার কুঞ্জের ছিলে নাগমাতা সদা উদ্যত-ফণা
আঘাত করিতে আসিয়া আঘাত' করিয়াছে বন্দনা।
তোমার বিষের নীহারিকা লোকে নিতি নব নব গ্রহ
জন্ম-লভিয়া নিষেধ-জগতে জাগায়েছে বিদ্রোহ!'
জহরের তেজ পান ক'রে মাগো তব নাগ-শিশু যত
নিয়ন্ত্রিতের শিরে গাড়িয়াছে ধ্বজা বিজয়োদ্ধত।
মানেনিক 'তারা শাসন ত্রাসন বাধা-নিষেধের বেড়া,—
মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বন্ধ, থাকে বটে গরু ভেড়া।

এস্‌মে-আজম তাবিজের মতে আজো তব রুহ পাক্,
তাদের ঘেরিয়া আছে কি তেমনি বেদনায় নির্বাক্ ?
অথবা খাতুনে-জান্নাৎ' মাতা ফাতেমার গুল্‌বাগে
গোলাব কাঁটায় রাঙা গুল্ হ'য়ে ফুটেছে রক্তরাগে ?

* * *

তোমার বেদনা-সাগরে জোয়ার জাগিল যাদের টানে,
তারা কোথা আজ ? সাগর শুকালে চাঁদ মরে কোনখানে ?
যাহাদের তরে অকালে, আম্মা, জান দিলে কোরবান,
তাদের জাগায় সার্থক হোক তোমার আত্মদান।
মধ্যপথে মা তোমার প্রাণের নিভিল যে দীপ-শিখা
জ্বলুক্ নিখিল নারী সীমন্তে হ'য়ে তাই জয়টিকা।
বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ মা তুমি,
চিরজীবি মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি'।
মৃত্যুর পানে চলিতে আছিলে জীবনের পথ দিয়া,
জীবনের পানে চলিছ কি আজ মৃত্যুরে পারাইয়া ?

[ঝিঙ্গির]

ঈদ মোবারক

শত যোজনের কত মরুভূমি পারায়ে গো,
কত বালুচরে কত আঁখি-ধারা ঝরায়ে গো
বরষের পরে আসিলে ঈদ।
ভুখারীর দ্বারে সওগাত্ বয়ে রিজ্ওয়ানের,
কন্টক-বনে আশ্বাস এনে গুল্ বাগের
সাকীরে 'জাম'-এর দিলে তাগিদ্।

খুশীর পাপিয়া পিউ-পিউ গাহে দিগ্বিদিক্
বধূ জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিমিখ।
কোথা ফুলদানী, কাঁদিছে ফুল,
সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা-সোদা বাস এলো-খোঁপার
আকুল করবী উল্‌ঝলুল্।

ওগো কাল সাঁজে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন
মুজ্‌দা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন।
আশাবরী সুরে ঝুরে সানাই।
আতস সুবাসে কাতর হ'ল গো পাথর-দিল,
দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা--নাই দলিল,
কবুলিয়তের নাই বালাই॥

আজিকে এজিদে হাসানে হোসেনে গলাগলি,
দোজখে ভেশ্‌তে ফুলে ও আগুনে চলাচলি,
শিরী ফরহাদে জড়াজড়ি।

সাপিনীর মত বেঁধেছে লায়লী কায়েসে গো
বাহুর বন্ধে চোখ বুজে বঁধূ আয়েসে গো,
গালে গালে চুমু গড়াগড়ি।

দাউ-দাউ জ্বলে আজি স্ফূর্তির জাহান্নাম,
শয়তান আজ ভেশতে বিলায় শরাব-জাম,
দুশ্‌মন দোস্ত্ এক-জামাত্।
আজি আরফাত্-ময়দান পাতা গাঁয়ে-গাঁয়ে,
কোলাকুলি করে বাদশা ফকীরে ভায়ে ভায়ে
কা'বা ধ'রে নাচে 'লাত মানাত'॥

আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি' জাহান,
নাই বড় ছোট—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কার কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদ্‌শা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি; জাগালে হায়
ইস্‌লামে তুমি সন্দেহ॥

ইস্‌লাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুখ সম-ভাগ ক'রে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ।
দু'জনার হবে বুলন্দ্-নসীব, লাখো লাখো হবে বদ-নসীব?
এ নহে বিধান ইস্‌লামের॥

ঈদ-অল-ফিতর আনিয়াছে তাই নববিধান,
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান,
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমায়।

ভোগের পেয়ালা উপ্‌চায়ে পড়ে তব হাতে,
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও-পেয়ালাতে,
দিয়া ভোগ কর, বীর দেদার।

বুক খালি ক'রে আপনারে আজ দাও জাকাত
ক'রো না হিসাবী আজি হিসাবের অঙ্কপাত।
একদিন করো ভুল হিসাব।
দিলে দিলে আজ খুনসুড়ি করে দিল্‌লগী,
আজিকে সায়েলা-লায়েলা-চুমায় লাল যোগী!
জামশেদ বেঁচে চায় শরাব॥

পথে পথে আজ হাঁকিব, বন্ধু,
ঈদ মোবারক! আস্‌সালাম!
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরণী ফুল-কালাম,
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ্‌।
আমার দানের অনুরাগে রাঙা, 'ঈদ্‌গা' রে
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে —
দেহ নয়, দিল্‌ হবে শহীদ॥

[জিঞ্জির]

আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়

আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়
প্রাণের বুলন্দ্ দরওয়াজায়,
'তাজা ব-তাজা'র গাহিয়া গান
চির-তরুণের চির-মেলায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়।

যুবা-যুবতীর সে-দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুড্‌ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুরী-পরীর
শরাব্‌ সাকীর গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

সেথা হর্দম খুশির মৌজ্‌,
তীর হানে কালো-আঁখির ফৌজ,
পায়ে পায়ে সেথা আর্‌জি পেশ,
দিল চাহে সদা দিল্‌ আফ্‌রোজ,
পিরানে পরান বাঁধা সেথায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

করিল না যারা জীবনে ভুল,
দলিল না-কাটা, ছেঁড়েনি ফুল,
দারোয়ান হ'য়ে সারা জীবন
আগুলিল বেড়া, ছুঁল না গুল,—

যেতে নারে তারা এ জল্‌সায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুড়ো নীতিবিদ—নড়ীর প্রায়
পেলনাক' এক বিন্দু রস
চিরকাল জলে রহিয়া হায়!—
কাঁটা বিধে যার ক্ষত আঙুল
দোলে ফুলমালা তারি গলায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

তিলে তিলে যারা পিযে মারে
অপরের সাথে আপনারে,
ধরণীর ঈদ-উৎসবে
রোজা রেখে প'ড়ে থাকে দ্বারে,
কাফের তাহারা এ—ঈদ্‌গায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

বুলবুল গেয়ে ফেরে বলি'
যাহারা শাসায়ে ফুলবনে
ফুটিতে দিল না ফুলকলি;
ফুটিলে কুসুম পায়ে দলি'
মরিয়াছে, পাছে বাস বিলায়।
হারাম তারা এ মুশায়েরায়।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়॥

হেথা কোলে নিয়ে দিল্‌রুবা
শরাবী গজল গাহে যুবা,

প্রিয়ার বে-দাগ কপোলে গো
এঁকে দেয় তিল মনোলোভা,
প্রেমের পাপীর এ মোজ্‌রায় ।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় ॥

আসিতে পারে না হেথা বে-দীন
মৃতপ্রাণ—হীন জরা-মলিন ।
নও-জোয়ানীর এ মহ্‌ফিল
খুন ও শরাব হেথা অভিন,
হেথা ধনু বাঁধা ফুলমালায় ।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় ॥

পেয়ালায় হেথা শহীদী খুন
তলোয়ার চোঁয়া তাজা তরুণ
আঙুর-হাদি চুয়ানো গো
গেলাসে শরাব রাঙা অরুণ
শহীদে প্রেমিকে ভিড় হেথায় ।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় ॥

প্রিয়া-মুখে হেথা দেখি গো চাঁদ,
চাঁদে হেরি প্রিয়-মুখের-ছাঁদ ।
সাধ ক'রে হেথা করি গো পাপ,
সাধ ক'রে বাঁধি বালির বাঁধ,
এ রস-সাগরে বাল-বেলায় ।
আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয় ॥

[ঝিঙিমা]

নওরোজ

রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়

নওরোজের এই মেলায়।

ডামাডোল আজি চাঁদের হাট,

লুট হ'ল রূপ হ'ল লোপাট।

খুলে ফেলে আজ শরম-ঠাট্

রূপসীরা সব রূপ বিলায়

বিনি-কিম্মতে হাসি ইঙ্গিতে হেলাফেলায়।

নওরোজের এই মেলায়।

শা'জাদা উজির নওয়াব জাদারা—রূপ-কুমার

এই মেলায় খরিদ-দার

নও-জোয়ানীর জহরী ঢের

খুঁজিছে বিপণি জহরতের,

জহরত নিতে ট্যেড়া আঁখের

জহর কিনিছে নির্বিকার।

বাহানা করিয়া ছোঁয় গো পিরান জাহানারার

নওরোজের রূপ—কুমার

ফিরি ক'রে ফেরে শা'জাদী বিবি ও বেগম সা'ব

চাঁদ মুখের নাই নেকাব?

শূন্য দোকানে পসারিণী

কে জানে কি করে বিকিকিনি।

নেকাব—মুখাবরণ

চুড়ি-কঙ্কণে ঝিনিঠিনি
কাঁদিছে কোমল কড়ি রেখাব।
অধরে অধরে দর-কষাকষি— নাই হিসাব
হেম-কপোল লাল গোলাব।

হেরেম-বাঁদীরা দেরেম ফেলিয়া মাগিছে দিল্
নওরোজের নও-মফিল।
সাহেব, গোলাম খুনি আশেক,
বিবি বাঁদী সব আজিকে এক।
চোখে চোখে পেশ দাখিলা চেক
দিলে দিলে মিল এক শামিল।
বেপরওয়া আজ বিলায় বাগিচা ফুল তবিল।
নওরোজের নও-মফিল।

ঠোঁটে ঠোঁটে আজ মিঠি শরবৎ ঢাল্-উপুড়,
রুণ্-ঝুনায় পা'য় নূপুর।
কিস্‌মিস্ ছেঁচা আজ অধর,
আজিকে আলাপ মোখ্‌তসর'।
কার পায়ে পড়ে কার চাদর,
কাহারে জড়ায় কার কেয়ূর,
প্রলাপ বকে গো কলাপ মেলিয়া মন-ময়ূর,
আজ দিলের নাই সবুর।
আঁখির নিক্তি করিছে ওজন প্রেম দেদার
ভার কাহার অশ্রু-হার।

দেরেম—রৌপ্যমুদ্রা তবিল—তহবিল ম'ফিল—সভা
আশেক—প্রেমিক মোখ তসর—সংক্ষেপ

চোখে চোখে আজ চেনাচেনি
বিনি মূলে আজ কেনাকেনি,
নিকাশ করিয়া লেনিদেনি
'ফাজিল' কিছুতে কমে না আর।
দিল্ সবার 'বে-কাবাব'।
পানের বদলে মুন্না মাগিছে পান্না হার।

সাধ ক'রে আজ বরবাদ করে দিল্ সবাই
নিম্‌খুন কেউ কেউ জবাই।
নিক্‌পিক্ করে ক্ষীণ কাঁকাল।
পেশোয়াজ কাঁপে টাল্‌মাটাল,
গুরু উরু-ভারে তনু নাকাল,
টল্‌মল্ আঁখি জল-বোঝাই।
হাফিজ উমর শিরাজ পলায়ে লেখে 'রুবাই'।
নিম্‌খুন কেউ কেউ জবাই।

শিরী লায়লীরে খোঁজে ফর্‌হাদ খোঁজে কায়েস্
নওরোজের এই সে দেশ।
খুঁজে ফেরে হেথা যুবা সেলিম
নুরজাহানের দূর সাকিম,
আরংজিব আজ হইয়া ঝিম্
হিয়ায় হিয়ায় চাহে আয়েস।
তখ্‌ত্‌তাউস্ কোহিনুর কারো নাই খায়েশ,
নওরোজের এই সে দেশ।

মুন্না—সাধারণত বাঁদীর নাম ফাজিল—অতিরিক্ত বে-কাবাব—ধৈর্য্যহারা
শিরী, লায়লী, ফর্‌হাদ, কায়েস—জগৎবিখ্যাত প্রেমিক-প্রেমিকা
রুবাই—চতুষ্পদী কবিতা খায়েস—ইচ্ছা সেলিম—জাহাঙ্গীর

জলে-ঝকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনী চক,
চাও হেথায় রূপ নিছক।
শরাব সাকী ও রঙে রূপে
আতর লোবান ধুনা ধূপে
সয়্লাব সব যাক ডুবে,
আঁখি-তারা হোক নিষ্পলক।
চাঁদ মুখ আঁক' কালো কলঙ্ক তিন-তিলক
চাও হেথায় রূপ নিছক।
হাশিশ্-নেশায় ঝিম্ মেরে আছে আজ সকল
লাল পানির রংমহল।
চাঁদ-বাজারে ও নওরোজের
দোকান ব'সেছে মোমতাজের,
সওদা করিতে এসেছে ফের
শা'জাহান হেথা-রূপ-পাগল।
হেরিতেছে কবি সুদূরের ছবি ভবিষ্যতের তাজমহল
নওরোজের স্বপ্ন ফল।

[ঝিঙ্গি]

জল-ঝকৌলি—পরীদের রানী

অগ্র-পথিক

অগ্র-পথিক হে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ।
রৌদ্রদগ্ধ মাটি-মাখা শোন্ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর ।
রাখ তৈয়ার হাতিয়ার হাথেলিতে জোয়ান,
হান্‌রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ
কোথায় হাতুড়ী কোথা শাবল ?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজ্‌রে সাজ্ ঃ
আর বিলম্ব সাজে না, চালাও কুচ্‌কাওয়াজ ।
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ ।
বিপদ-বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন ।
আমরা ফলাব ফুল-ফসল ।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব উচ্চশির ।
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ ।
মরু-সঙ্কর শক্তি-চাগল ।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচীর প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে-গৌরব!
অবনত-শির গতিহীন তারা—মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ,
শিখাব নতুন মন্ত্রবল
রে নবপথক যাত্রীদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত!
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান,
চলমান-বেগে প্রাণ উছল।
রে নবযুগের স্রষ্টাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি সঙ্কটে জলে থলে!
লঙ্ঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমিষে,
জয় করি, সব তস্‌নস্ করি পায়ে পিষে,
অসীম সাহসে ভাঙি' আগল!
না জানা পথের নকীব দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি চলে দুস্তর খর স্রোত-নীরে
রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল্ল সৃজন,

পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল।
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নব-স্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্ ধরি' হ'য়েছি বা'র
পাতাল ফুঁড়িয়া পথ-পাগল।
অগ্রবাহিনী পথিক দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আয়ার্লাণ্ড আরব মিশর কোরিয়া-চীন,
নরওয়ে স্পেন রাশিয়া—সবার ধারি গো ঋণ
সবার রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই,
এক বেদনার 'কমরেড' ভাই মোরা সবাই।
সকল দেশের মোরা সকল।
রে চির-যাত্রী পথিক-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

বল্গা-বিহীন শৃঙ্খল-ছেঁড়া প্রিয় তরুণ!
তোদের দেখিয়া টগবগ করে বক্ষে খুন
কাঁদি বেদনায়, তবু রে তোদের ভালোবাসায়
উল্লাসে নাচি আপনা-বিভোল নব আশায়।
ভাগ্য দেবীর লীলা-কমল,
অগ্র-পথিক রে সেনাদল!'
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

তরুণ তাপস্ ? নব শক্তিরে জাগায়ে তোল্ ।
করুণায় নয়—ভয়ঙ্করীর দুয়ার খোল ।
নাগিনী-দশনা রণরঙ্গিণী শস্ত্রকর
তোর দেশ-মাতা, তাহারি পতাকা তুলিয়া ধর ।
রক্ত পিয়াসী অচঞ্চল
নির্ম্মম ব্রত রে সেনাদল ।
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন
মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু, শকুন
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তারই স্তব
শিবারা চেঁচাক শিব অটল ।
নির্ভীক বীর পথিক দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্

আরো—আরো আগে সেনা-মুখ যেথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে ? হ' আগুয়ান ।
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান ।
জ্বাল্ রে মশাল জ্বাল্ অনল ।
অগ্রযাত্রী রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

নতুন করিয়া ক্লান্ত ধরার মৃত শিরায়
স্পন্দন জাগে আমাদের তরে নব আশায়
আমাদেরি তারা— চলিছে যাহার দৃঢ়-চরণ
সম্মুখ পানে, একাকী অথবা শতেক জন ।

মোরা সহস্র-বাহু-সবল।
রে চির-রাতের সান্ত্রীদল
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

জগতের এই বিচিত্রতম মিছিলে ভাই
কত রূপ কত দৃশ্যের লীলা চলে সদাই।
শ্রমরত ঐ কালি-মাখা কুলি, নৌ-সারং,
বলদের মাঝে হলধর চাষা সুখের সং
প্রভু স-ভৃত্য পেষণ কল—
অগ্র-পথিক উদাসী-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

নিখিল গোপন ব্যর্থ-প্রেমিক আর্ত-প্রাণ,
সকল কারার সকল বন্দী আহত মান,
ধরার সকল সুখী ও দুঃখী, সৎ-অসৎ,
মৃত জীবন্ত পথ-হারা যারা ভোলেনি পথ,—
আমাদের সাথী এরা সকল।
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ছুড়িতেছে ভাঁটা জ্যোতির চক্র ঘূর্ণ্যমান,
হের পুঞ্জিত গ্রহ রবি তারা দীপ্তপ্রাণ,
আলো-ঝলমল দিবস, নিশীথ স্বপ্নাতুর,
বন্ধুর মত চেয়ে আছে সব নিকট-দূর।
এক ধ্রুব সবেঁ পথ-উতল।
নব যাত্রিক পথিক দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমাদের এরা, আছে এরা সবে মোদের সাথে,
এরা সখা—সহযাত্রী মোদের দিবস-রাত।
ভ্রূণ-পথে আসে মোদের পথের ভাবী পথিক
এ-মিছিলে মোরা অগ্র-যাত্রী সুনির্ভীক।
সুগম করিয়া পথ পিছল
অগ্র-পথিক রে সেনাদল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা
ওগো জায়া ওগো ভগিনীরা। ডাকে সঙ্গীরা,
তোমরা নাই গো, লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি',
আমাদের পথে চল চপল
অগ্র-পথিক তরুণ-দল
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

ওগো অনাগত মরু-প্রান্তর বৈতালিক।
শুনিতেছি তব আগমনী-গীত দিগ্বিদিক্।
আমাদেরি মাঝে আসিতেছ তুমি দ্রুত পায়ে।
ভিন্ দেশী কবি। থামাও বাঁশরী বট্-ছায়ে
তোমার সাধনা আজি সফল।
অগ্র-পথিক চারণ-দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

আমরা চাহিনা তরল স্বপন, হাল্‌কা সুর
আরাম-কুশন, মখ্‌মল চটি, পান্‌সে থুক
শান্তির-বাণী, জ্ঞান বানিয়ার বই-গুদাম,
ছেঁদো ছন্দের পলকা ঊর্ণা, সস্তা নাম,

পচা দৌলত ; —দু'-পায়ে দল।
কঠোর দুখের তাপস দল,
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

পান আহার ভোজে মত্ত কি যত ঔদারিক ?
দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া চিক্
আরাম করিয়া ভুঁড়োরা ঘুমায় ?—বন্ধু শোন্
মোটা ডালরুটি, ছেঁড়া কম্বল, ভূমি-শয়ন,
আছে তো মোদের পাথেয়-বল।
ওরে বেদনার পূজারী দল,
মোছ রে অশ্রু চল্ রে চল্

নেমেছে কি রাতি ? ফুরায় না পথ সুদুর্গম ?
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম ?
ব'সে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দু'-দিন ভোলে যদি লোকে— ভুলুক তাই।
মোদের লক্ষ্য চির অটল
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল,
বাঁধ্‌রে বুক চল্ রে চল্ ॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন ঊষার উদয়-সুসংবাদ ?
ওরে ত্বরা কর্। ছুটে চল্ আগে—আরো আগে।
গান গেয়ে চল্ অগ্র-বাহিনী, ছুটে চল্ আরো পুরোভাগে
তোর অধিকার কর্ দখল।
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল।
জোর্ কদম্ চল্ রে চল্ ॥

চিরঞ্জীব জগলুল

প্রাচী'র দুয়ারে শুনি কলরোল সহসা তিমির রাতে,
মিশরের শের, শির সমশের—সব গেল এক সাথে।
সিন্ধুর গলা জড়ায়ে কাঁদিতে দু'-তীরে ললাট হানি'
ছুটিয়া চ'লেছে মরু-বক্ষৌমি 'নীল' দরিয়ার পানি।
আঁচলের তার ঝিনুক মানিক কাদায় ছিটায়ে পড়ে,
সোঁতের শ্যাওলা এলো কুন্তল লুটাইছে বালুচরে।
মরু-'সাইমুম'-তাঞ্জামে চড়ি' কোন্ পরীবানু আসে?
'লু'-হাওয়া ধরেছে বালুর পর্দা সম্ভ্রমে দুই পাশে।
সূর্য নিজেরে লুকায় টানিয়া বালুর আস্তরণ,
ব্যজনী দুলায় ছিন্ন পাইন-শাখায় প্রভঞ্জন।
ঘূর্ণি-বাঁদীরা নীল দরিয়ায় আঁচল ভিজায়ে আনি'
ছিটাইছে বারি, মেঘ হ'তে মাগি' আনিছে বরফ-পানি
ও বুঝি মিসর বিজয়লক্ষ্মী মূরছিতা তাঞ্জামে,
ওঠে হাহাকার ভগ্ন মিনার আঁধার দীওয়ান-ই-আমে।
কৃষাণের গরু মাঠে মাঠে ফেরে, ধরেনিক' আজ হাল,
গম-ক্ষেত ভেঙে পানি ব'য়ে যায় তবু নাহি বাঁধে আ'ল,
মনের বাঁধেরে ভেঙেছে যাহার চোখের সাঁতার' পানি
মাঠের পানি ও আ'লেরে কেমনে বাঁধিবে সে নাহি জানি।
হৃদয়ে যখন ঘনায় শাওন, চোখে নামে বরষাত্,
তখন সহসা হয় গো মাথায় এমনি বজ্রপাত।
মাটীরে জড়ায়ে উপুড় হইয়া কাঁদিছে শ্রমিক কুলি,
বলে—"মা গো তোর উপরে মাটীর মানুষই হ'য়েছে ধূলি,

রতন মানিক হয় না তো মাটী, হীরা সে হীরাই থাকে,
মোদের মাথায় কোহিনুর মণি—কি করিব বল্ তাকে ?
দুর্দিনে মাগো যদি ও-মাটির দুয়ার খুলিয়া খুঁজি,
চুরি করিবি না তুই এ মাণিক ? ফিরে পাব হারা পুঁজি ?
লৌহ পরশি' করিনু শপথ, ফিরে নাহি পাই যদি,
নতুন করিয়া তোর বুকে মোরা বহাব রক্ত-নদী !"

আভীর-বালারা দুধাল গাভীরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে
দুম্বা শিশুরা দূরে চেয়ে আছে দুধ ঘাস নাহি ছুঁয়ে,
মিষ্টি ধারাল মিছরীর ছুরি মিসরী মেয়ের হাসি,
হাঁসা পাথরের কুচি-সম দাঁত,—সব যেন আজ বাসি।
আঙর লতার অলকগুচ্ছ—ডাঁশা আঙুরের থোপা,
যেন তরুণীর আঙুলের ডগা—হুরী বালিকার খোঁপা
ঝুরে ঝুরে পড়ে হতাদরে আজ অশ্রুর বুঁদ-সম।
কাঁদিতেছে পরী, চারিদিকে অরি কোথায় অরিন্দম।
মরু-নটী তার সোনার ঘুঙুর ছুঁড়িয়া ফেলেছে কাঁদি'
হলুদ খেজুর কাঁধিতে বুঝি বা রয়েছে তাহারা বাঁধি'
নতুন করিয়া মরিল গো বুঝি আজি মিশরের মমি'
শ্রদ্ধায় আজি পিরামিড যায় মাটির কবরে নমি'।

মিশরে খেদিব ছিল বা ছিল না ভুলেছিল সব লোক,
জগ্‌লুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান হারার শোক।
জানিনা কখন্ ঘনাবে ধরার ললাটে মহাপ্রলয়,
মিশরের তরে 'রোজ-কিয়ামৎ' ইহার অধিক নয়।
রহিল মিশর, চ'লে গেল তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায়খসূরু-সিংহাসন।
কি শাপে মিশর লভিল অকালে জরা যযাতির প্রায়,
জানি না তাহার কোন্ সুত দেবে যৌবন ফিরে তায়,

মিশরের চোখে বহিল নতুন সুরেজ খালের বান
সুদান গিয়াছে—গেল আজ তার বিধাতার মহাদান।
'ফেরাউন' ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল 'মুসা'
প্রাচী'র রাত্রি কাটিবে না কি গো, উদিবে না রাঙা উষা?

* * *

শুনিয়াছি, ছিল মমির মিশরে সম্রাট্ ফেরাউন;
জননীর কোলে সদ্যপ্রসূত বাচ্চার নিত খুন।
শুনেছিল বাণী, তাহারি রাজ্যে তারি রাজপথ দিয়া
অনাগত শিশু আসিছে তাহার মৃত্যু-বারতা নিয়া।
জীবন ভরিয়া করিল যে শিশু-জীবনের অপমান,
পরের মৃত্যু-আড়ালে দাঁড়ায়ে সে-ই ভাবে, পেল ত্রাণ।
জনমিল মুসা, রাজভয়ে মাতা শিশুরে ভাসায় জলে
ভাসিয়া ভাসিয়া সোনার শিশু গো রাজারই ঘাটেতে চলে।
ভেসে এল শিশু রানীরই কোলে গো, বড়ে শিশু দিনে দিনে
শত্রু তাহারি বুকে চ'ড়ে নাচে, ফেরাউন নাহি চিনে।
এল অনাগত তারি প্রসাদের সদর দরজা দিয়া,
তখনো প্রহরী জাগে বিনিদ্র দশ দিক্ আগুলিয়া।
—রসিক খোদার খেলা,
তারি বেদনায় প্রকাশে রুদ্র যারে করে অবহেলা।

মুসারে আমরা দেখিনি, তোমায় দেখেছি মিশর-মুনি,
ফেরাউন মোরা দেখিনি, দেখেছি নিপীড়ন ফেরাউনী।
ছোটে অনন্ত সেনা সামন্ত অনাগত কার ভয়ে,
দিকে দিকে খাড়া করা-শৃঙ্খল, জল্লাদ ফাঁসি ল'য়ে।
আইন-খাতার পাতায় পাতায় মৃত্যুদণ্ড লেখা,
নিজের মৃত্যু এড়াতে কেবলি নিজেরে করিছে একা।

সদ্যপ্রসূত প্রতি শিশুটিরে পিয়ায় অহর্নিশ
শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা বলি, তিলে-তিলে মারা বিষ ॥
ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কিক খেলায় হাড়ে,
মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে।

মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে
হে অতিমানুষ, তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারি দিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজ কারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোকে নির্ভীক পদচারী।
রাজার প্রাচীর ছিল দাঁড়াইয়া তোমারে আড়াল করি'
আপনি আসিয়া দাঁড়াইলে তার সকল শূন্য ভরি'।
পয়গম্বর মুসার তবু তো ছিল 'অ ষা' অদ্ভুত,
খোদ সে খোদার প্রেরিত—ডাকিলে আসিত স্বর্গ-দূত।
পয়গম্বর ছিলেনাক' তুমি—পাওনি ঐশী বাণী,
স্বর্গের দূত ছিল না দোসর, ছিলে না অস্ত্র-পাণি,
আদেশে তোমার নীল দরিয়ার বক্ষে জাগেনি পথ,
তোমারে দেখিয়া করেনি সালাম কোনো গিরিপর্বত।
তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা-গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মনুষ সর্বশক্তিমান।
দেখাইলে তুমি পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা—
হোক নিরস্ত্র—অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে – দেশ জয় নাহি হয়।
ভয়ের সাগর পাড়ি দিল যেই শির করিল না নীচু,
পশুর নখর দন্ত দেখিয়া হটিল না কভু পিছু,
মিথ্যাচারীর ভ্রুকুটি শাসন নিষেধ রক্ত-আঁখি
না মানি—জাতির দক্ষিণ করে বাঁধিল অভয় রাখী

বন্ধন যারে বন্দিল হ'য়ে নন্দন-ফুলহার,
না-ই হ'ল সে গো পয়গম্বর নবী দেব অবতার,
সর্বকালের সর্বদেশের সকল নর ও নারী
করে প্রতীক্ষা, গাহে বন্দনা, মাগিছে আশিস তারি ?'

* * *

'এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে', হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে আত্মকলহ অজাযুদ্ধের মেলা,
এদের রুধিরে নিত্য রাঙিছে ভারত-সাগর-বেলা।
পশুরাজ যবে ঘাড় ভেঙে খায় একটারে ধরে আসি'
আরটা তখনো দিব্যি মোটায়ে হ'তেছে খোদার খাসি।
শুনে হাসি পায় ইহাদেরও নাকি আছে ধর্ম জাতি,
রাম-ছাগল আর ব্রহ্ম-ছাগল আরেক ছাগল পাতি।
মৃত্যু যখন ঘনায় এদের কশা'য়ের কল্যাণে
তখনো ইহারা লাঙুল উঁচায়ে এ উহারে গালি হানে।
ইহাদের শিশু শৃগালে মারিলে এরা সভা ক'রে কাঁদে'
অমৃতের বাণী শুনাতে এদের লজ্জায় নাহি বাধে।
নিজেদের নাই মনুষ্যত্ব, জানিনা কেমনে তারা
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব, হায় রে শরম-হারা
কবে আমাদের কোন্ সে পুরুষে ঘৃত খেয়েছিল কেহ,
আমাদের হাতে তারি বাস পাই, আজো করি অবলেহ !

আশা ছিল, তবু তোদেরি মতন অতিমানুষেরে দেখি',
আমরা ভুলিব মোদের এ গ্লানি, খাঁটি হবে যত মেকী।
তাই মিশরের নহে এই শোক এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠেছে বাজি'।

অধীন ভারত তোমার স্মরণ করিয়াছে শতবার,
তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত প্রবেশ দ্বার।
হে 'বনি ইস্‌রাইলের' দেশের অগ্রনায়ক বীর,
অঞ্জলি দিনু 'নীলের সলিলে অশ্রু-ভাগীরথীর।
সালাম করারও স্বাধীনতা নাই সোজা দুই হাত তুলি'
তব ফাতেহায়, কি দিবে এ জাতি বিনা দুটো বাঁধা বুলি!
মলয়-শীতলা সুজলা এ দেশে—আশিস্ করিও খালি
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু'-মুঠো বালি!

* * *

তোমার বিদায়ে দূর অতীতের কথা সেই মনে পড়ে,
মিশর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে স'রে পথ ক'রে দিল নীল দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিশরের নর নারী।
শ্যেন-সম ছোটে ফেরাউন-সেনা, ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হ'ল পার, ফেরাউন ফিরিল না নীল নদ হ'তে!
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয়তো দেখিব কাল
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল!

[জিঞ্জির]

ভীরু

আমি জানি তুমি কেন চাহনাক' ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি' আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।
পতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে ল'য়ে শুধু হেলা—ফেলা,
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন—নীরে,
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমিষের চাওয়া কি রে ?
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক' ফিরে॥

আমি জানি তুমি কেন চাহনাক' ফিরে।
জানিতে না আঁখি আঁখিতে হারায় ডুবে যায় বাণী ধীরে,
তুমি ছাড়া আর ছিলনাক' কেহ
ছিল না বাহির, ছিল শুধু গেহ,
কাজল ছিল গো জল ছিল না ও-উজল আঁখির তীরে।
সে দিনও চলিতে ছলনা বাজেনি ও চরণ-মঞ্জীরে।
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক' ফিরে॥

আমি জানি তুমি কেন কহনাক' কথা।
সেদিনও তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা।
সে-দিনও বেভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল,
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায় জানিতে না সে বারতা,
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিঃসঙ্গতা।
আমি জানি তুমি কেন কহনাক' কথা॥

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি ?
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম-দানার লালী।
জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর-ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠ জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি,
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি।
আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি।

আমি জানি, ভীরু! কিসের এ বিস্ময়।
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়
পুরুষ পরুষ শুনেছিল নাম,
দেখেছ পাথর করনি প্রণাম,
প্রণাম ক'রেছ লব্ধ দু' কর চেয়েছে চরণ ছোঁয়।
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি' পরশ-পাথর ও হয়।
আমি জানি, ভীরু, কিসের এ বিস্ময়।

কিসের তোমার শঙ্কা এ আমি জানি।
পরাণের ক্ষুধা দেহের দু'-তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল গন্ধ
পাপ্ড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,
যত আপনারে লুকাইতে চাও হয় তত জানাজানি,
অপাঙ্গে আজ ভিড় ক'রেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কিসের তোমার শঙ্কা এ আমি জানি

আমি জানি, কেন বলিতে পার না খুলি'।
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।
যে-কথা শুনিতে মনে ছিল সাধ,
কেমনে সে পেল তারই সংবাদ ?

সেই কথা বঁধু তেমন করিয়া বলিল নয়ন তুলি'।
কে জানিত এত যাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি'।
আমি জানি কেন বলিতে পার না খুলি'।

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা
যার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ
সোনায় সোনার কিবা প্রয়োজন ?
দেহ কূল ছাড়ি' নেমেছে মনের অকূল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা ॥

আমি জানি ওরা বুঝিতে পারে না তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছে ভোরে
ওরা সাঁতারিয়া ফিরিতেছে ফেনা
শুক্তি যে ডোবে — বুঝিতে পারে না।
মুক্তা ফলেছে — আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে
বোঝা কত ভার হ'লে — হৃদয়ের ভরাডুবি হয়, ওরে,
অভাগিনী নারি বুঝাবি কেমন ক'রে ॥

[ঝিঙেফুল]

বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন পাশে নিশীথ জাগার সাথী
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হ'য়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকী।
নিশীথিনী যায়, দূর বন-ছায় তন্দ্রায় ঢুলু ঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু'-হাত জড়ায় আঁধারের এলোচুল।'

চমকিয়া জাগি ললাটে আমার কাহার নিশ্বাস লাগে?
কে করে ব্যজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপনচারী
নিশীথ রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি।

তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব কম্পনে
সারারাত মোরা ক'য়েছি যে কথা, বন্ধু পড়িছে মনে।—
জাগিয়া একাকী জ্বালা ক'রে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হ'ত যেন সুশীতল করতল।

আমার প্রিয়ার!— তোমার শাখার পল্লব-মর্মর
মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতর।
তোমার পাতায় দেখেছি তাহার আঁখির কাজল-লেখা
তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা।

তব ঝির্‌-ঝির্‌ মির মির যেন তারি কুণ্ঠিত বাণী,
তোমার শাখায় ঝুলানো তারির শাড়ীর আঁচলখানি।
—তোমার পাখার হাওয়া
তারই অঙ্গুলি পরশের মত নিবিড় আদর-ছাওয়া।

ভাবিতে ভাবিতে ঢুলিয়া প'ড়েছি ঘুমের শ্রান্ত কোলে,
ঘুমায়ে স্বপন দেখেছি, তোমারি সুনীল ঝালর দোলে
তেমনি আমার শিথানের পাশে। দেখেছি স্বপনে, তুমি
গোপনে আসিয়া গিয়াছ আমার তপ্ত ললাট চুমি'।

হয়তো স্বপনে বাড়ায়েছি হাত লইতে পরশখানি,
বাতায়নে ঠেকি ফিরিয়া এসেছে, লইয়াছি লাজে টানি,
বন্ধু, এখন রুদ্ধ করিতে হইবে সে বাতায়ন।
ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা, 'কর বিদায়ের আয়োজন।'

—আজি বিদায়ের আগে
আমারে জানাতে তোমারে জানিতে কত কি যে সাধ জাগে।
মর্মের বাণী শুনি তব, শুধু মুখের ভাষায় কেন
জানিতে চায় ও বুকের ভাষারে লোভাতুর মম হেন?
জানি—মুখে মুখে হবে না মোদের কোনদিন জানাজানি,
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি।

হয়তো তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই করে,
ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে?
সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
হারা-মোমতাজে ল'য়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ ম'ল,
—বল তাহে কার ক্ষতি
তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর সৃজিব অমরাবতী!

হয়তো তোমার শাখায় কখনো বসেনি আসিয়া শাখী
তোমার কুঞ্জে পত্রপুঞ্জে কোকিল ওঠেনি ডাকি'
শূন্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া পল্লব-আবেদন
জেগেছে নিশীথে জাগেনিক' সাথে খুলি' কেহ বাতায়ন।
—সব আগে আমি আসি'
তোমারে চাহিয়া জেগেছি নিশীথে, গিয়াছি গো ভালবাসি'।
তোমার পাতায় লিখিলাম আমি প্রথম প্রণয়-লেখা
এইটুকু হোক সান্ত্বনা মোর, হোক্ বা না হোক্ দেখা। ··

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু, আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি' সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না

--নিশ্চল নিশ্চপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।

শুধাইতে নাই, তবুও শুধাই আজিকে যাবার আগে—
ঐ পল্লব-জাফ্‌রি খুলিয়া তুমিও কি অনুরাগে
দেখেছ আমারে—দেখিয়াছি যবে আমি বাতায়ন খুলি'
হাওয়ায় না মোর অনুরাগে তব পাতা উঠিয়াছে দু'লি ?

তোমার পাতার হরিৎ আঁচলে চাঁদিনী ঘুমাবে যবে,
মূর্চ্ছিতা হবে সুখের আবেশে,—সে আলোর উৎসবে,
মনে কি পড়িবে এই ক্ষণিকের অতিথির কথা আর ?
তোমার নিরাশ শূন্য এ ঘরে করিবে কি হাহাকার ?
চাঁদের আলোক বিস্বাদ কি গো লাগিবে সেদিন চোখে ?
খড়খড়ি খুলি' চেয়ে রবে দূর অস্ত অলখ-লোকে ?
—অথবা এমনি করি'
দাঁড়ায়ে রহিবে আপন খেয়ালে সারা দিনমান ভরি' ?

মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি ঊর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু—আফিমে পড়িছ ঝিমে
তোমার দুঃখ তোমারেই যদি, বন্ধু, ব্যথা না হানে
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া আমার ব্যথার দানে।

* * *

ভুল করে কভু আসিলে স্মরণে অমনি তা যেয়ো ভুলি,'
যদি ভুল ক'রে কখনো এ মোর বাতায়ন যায় খুলি',
বন্ধ করিয়া দিও পুনঃ তায়।·· তোমার জফ্‌রি-ফাঁকে
খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে—মাটিতে পেলে না যাকে।

[চক্রবাক]

পথচারী

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দু'-ধারে দু'-কূলে দুঃখ-সুখের মাঝে আমি স্রোত-বারি
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্ম-শিখর হ'তে,
বিরামবিহীন রাত্রি ও দিন পথ হ'তে আন্ পথে।
নিজ বাস হ'ল চির-পরবাস, জন্মের ক্ষণ পরে
বাহিরিনু পথে গিরি পর্বতে—ফিরি নাই আর ঘরে।
পলাতকা শিশু জন্মিয়াছিনু গিরি-কন্যার কোলে,
বুকে না ধরিতে চকিতে ত্বরিতে ভাসিলাম ছুটে চ'লে।

জননীরে ভুলি' যে-পথে পলায় মৃগ-শিশু বাঁশী শুনি',
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি' ঝরণার-ঝুন্‌ঝুনি,
পাখী উ'ড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,
সাগর ছাড়িয়া মেঘের শিশুরা পলায় আকাশ-যানে,—
সেই পথ ধরি' পলাইনু আমি। সেই হ'তে ছুটে চলি
গিরি দরী মাঠ পল্লীর হাট সোজা বাঁকা শত গলি।

—কোন্ গ্রহ হ'তে ছিঁড়ি
উল্কার মত ছুটেছি বাহিয়া সৌর-লোকের সিঁড়ি।
আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
রচে নীড় ভাবে উহাদেরি তীর। এসেছি পাহাড় চিরে,
উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপহারী।

উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা
দেখে নাই—জলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা।
হায় কত হতভাগী—
আমিই কি জানি—মরিল ডুবিয়া আমার পরশ মাগি'।

বাজিয়াছে মোর তটে তটে জানি ঘট-ঘট কিঙ্কিণী,
জল-তরঙ্গে বেজেছে বধূর মধুর রিনিকি-ঝিনি।
বাজায়েছে বেণু রাখাল বালক তীর-তরুতলে 'বসি',
আমার সলিলে হেরিয়াছে মুখ দূর আকাশের-শশী।
জানি সব জানি, ওরা ডাকে মোরে দু'-তীরে বিছায়ে স্নেহ
দীঘি হ'তে ডাকে পদ্মমুখীরা, থির হও বাঁধি' গেহ।'

আমি ব'য়ে যাই—ব'য়ে যাই আমি কুলু কুলু কুলু কুল
শুনি না— কোথায় মোরই তীরে হায় পুরনারী দেয় উলু!
সদাগর-জাদী মণি মাণিক্যে বোঝাই করিয়া তরী
ভাসে মোর জলে,- 'ছল ছল' ব'লে আমি দূরে যাই সরি'।
আঁকড়িয়া ধরে দু'তীর বৃথাই জড়ায়ে তন্তুলতা,
ওরা দেখে নাই আবর্ত মোর, মোর অন্তর-ব্যথা।

লুকাইয়া আসে গোপনে নিশীথে কূলে মোর অভাগিনী,
আমি বলি, চল্ ছল্ ছল্ ছল্ ওরে বধূ তোরে চিনি।
কূল ছেড়ে আয় রে অভিসারিকা, মরণ-অকূলে ভাসি'!
মোর তীরে-তীরে আজো খুঁজে ফিরে তোরে ঘর-ছাড়া বাঁশী,
সে পড়ে ঝাঁপায়ে জলে,
আমি পথে ধাই—সে কবে হারায় স্মৃতির বালুকা-তলে!
জানিনাক' হায় চলেছি কোথায় অজানা আকর্ষণে,
চলেছি যতই তত সে অথই বাড়ে জল ক্ষণে ক্ষণে।

সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই—এই আছে নাই—এই ঘর এই পর।
ওরে চল্-চল্ ছল্ ছল্ ছল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি ?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী।

ওরা সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যায় কূলের কুলায়-বাসী,
আঁচল ভরিয়া কুড়ায় আমার কাদায়-ছিটানো হাসি।
ওরা চ'লে যায় আমি জাগি হায় ল'য়ে চিতাগ্নি শব,
ব্যথা-আবর্ত মোচড় খাইয়া বুকে করে কলরব।

ওরা বেনোজল, ছল্ ছল্ ছল্ ছুটে চল্ ছুটে চল্।
হেথা কাদাজল পঙ্কিল তোরে করিতেছে অবিরল।
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল চল পথচারী
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত সমুদ্র-বারি।

[চক্রবাক্]

গানের আড়াল

তোমার কণ্ঠে রাখিয়া এসেছি মোর কণ্ঠের গান—
এইটুকু শুধু রবে পরিচয়? আর সব অবসান?
অন্তরতলে অন্তরতর যে ব্যথা লুকায়ে রয়,
গানের আড়ালে পাও নাই তার কোনদিন পরিচয়?

হয়তো কেবলি গাহিয়াছি গান, হয়তো কহিনি কথা?
গানের বাণী সে শুধু কি বিলাস, মিছে তার আকুলতা?
হৃদয়ে কখন জাগিল জোয়ার, তাহারি প্রতিধ্বনি
কণ্ঠের তটে উঠেছে আমার অহরহ রণরণি—
উপকূলে ব'সে শুনেছ সে সুর, বোঝ নাই তার মানে?
বেঁধেনি হৃদয়ে সে সুর, দুলেছে দুল হ'য়ে শুধু কানে

হায় ভেবে নাহি পাই—
যে-চাঁদ জাগাল সাগরে জোয়ার, সেই চাদই শোনে নাই
সাগরের সেই ফুলে ফুলে কাঁদা কূলে কূলে নিশিদিন,
সুরের আড়ালে মূর্চ্ছনা কাঁদে, শোনে নাই তাহা বীণ?
আমার গানের মালার সুবাস ছুঁল না হৃদয়ে আসি'
আমার বুকের বাণী হ'ল শুধু তব কণ্ঠের ফাঁসি?

বন্ধু গো যেয়ো ভুলে—
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি'
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি'।

যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল রক্তে ফাটিয়া পড়ি'
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি'
দেখ নাই তারে।—মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়।
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হ'য়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি।

[চক্রবাক্]

এ মোর অহঙ্কার

নাই বা পেলাম আমার গলায় তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন—এ মোর অহঙ্কার!
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখলো প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই, আমার স্বপনে
তুমি নিখিল-রূপের রানী মানস-আসনে।

সবাই যখন তোমায় ঘিরে ক'রবে কলরব
আমি দূরে ধেয়ান-লোকে র'চব তোমার স্তব:
র'চব সুরধুনী-তীরে
আমার সুরের উর্বশীরে,
নিখিল-কণ্ঠে দুল্‌বে তুমি গানের কণ্ঠ হার—
কবির প্রিয়া অশ্রুমতী গভীর বেদনার।

যেদিন আমি থাক্‌বনাক' থাক্‌বে আমার গান,
বলবে সবাই, 'কে সে কবির কাঁদিয়েছিল প্রাণ?'
আকাশ-ভরা হাজার তারা
রইবে চেয়ে তন্দ্রাহারা,
সবার সাথে জাগবে রাতে, চাইবে আকাশে,
আমার গানে পড়বে মনে আমায় আভাসে।

বুকের তলা করবে ব্যাথা ব'লবে কাঁদিয়া,
বন্ধু! সে কে তোমার গানের মানসী প্রিয়া?
হাস্‌বে সবাই, গাইবে গীতি,
তুমি নয়ন জলে তিতি'

নতুন ক'রে আমার গানে আমার কবিতায়
গহিন নিরালাতে ব'সে খুঁজবে আপনায়।
রাখতে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুলবে তোমায় দু'-দিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে,
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুলবে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা।
রইবে শুধু বাণী, সে-দিন রইবে না বীণা।

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি ক'রব সৃজন এ মোর অহঙ্কার,
এই তো আমার চোখের জলে,
আমার গানের সুরের ছলে,
কাব্যে আমার আমার ভাষায় আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়।
চাই না তোমায় স্বর্গে নিতে চাই এ ধূলাতে
তোমার পায়ে স্বর্গ এনে ভুবন ভুলাতে।
ঊর্ধ্বে তোমার—তুমি দেবী,
কি হবে মোর সে রূপ সেবি,'
চাই না দেবীর দয়া, যাচি প্রিয়ার আঁখিজল,
একটু দুঃখে অভিমানে নয়ন টলমল।

যেমন ক'রে খেলতে তুমি কিশোর বয়সে -
মাটির মেয়ের দিতে বিয়ে মনের হরষে।
বালু দিয়ে গ'ড়তে গেহ,
জাগত বুকে মাটির স্নেহ,
ছিল না তো স্বর্গ তখন সূর্য তারা চাঁদ
তেমনি ক'রে খেলবে আবার পাতবে মায়া-ফাঁদ।

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটীরে,
খুশীর রঙে ক'রবে সোনা ধূলি–মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ' পরে
উঠবে যবে গরব-ভরে
তুমি বাকী-আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে।
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

তুমি আমার বকুল যূথী মাটির তারা–ফুল,
ঈদের প্রথম চাঁদ গো তোমার কানের পাসি-দুল।
কুসমী রঙা শাড়িখানি
চৈতী সাঁঝে প'রবে রানী
আকাশ-গাঙে জাগবে জোয়ার রঙের রাঙা বান,
তোরণ-দ্বারে বাজবে করুণ বারোয়াঁ মূলতান!

আমার-রচা গানে তোমায় সেই বেলা-শেষে
এমনি সুরে চাইবে কেহ পরদেশী এসে।
রঙীন সাঁঝে ঐ আঙিনায়
চাইবে যারা, তাদের চাওয়ায়
আমার চাওয়া রইবে গোপন।—এ মোর অভিমান
যাচবে যারা তোমায়—রচি তাদের তরে গান!

নাই বা দিলে ধরা আমার ধরার আঙিনায়,
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর-সভায়!
তোমার রূপে আমার ভুবন
আলোয় আলোয় হ'ল মগন!
কাজ কি জেনে—কাহার আশায় গাঁথছ ফুল-হার
আমি তোমার গাঁথছি মালা এ মোর অহঙ্কার।

[চক্রবাক]

বর্ষা বিদায়

ওগো বাদলের পরী !
যাবে কোন্ দূরে ঘাটে বাঁধা তব কেতকী পাতার তরী।
ওগো ও ক্ষণিকা, পুব-অভিসার ফুরাল কি আজ তব ?
পহিল্ ভাদরে পড়িয়াছে মনে কোন দেশ অভিনব ?

তোমার কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু,
তোমারে স্মরিয়া ভাদরের ভরা নদীতটে কাঁদে বেণু !
কুমারীর ভীরু বেদনা বিধুর প্রণয়-অশ্রু সম
ঝ'রিছে শিশির-সিক্ত শেফালি নিশি-ভোরে অনুপম।
ওগো ও কাজল-মেয়ে,
উদাস আকাশ ছলছল চোখে তব মুখে আছে চেয়ে।
কাশফুল-সম শুভ্র ধবল রাশ রাশ শ্বেত মেঘে
তোমার তরীর উড়িতেছে পাল উদাস বাতাস লেগে
ওগো ও জলের দেশের কন্যা ! তব ও বিদায়-পথে
কাননে কাননে কদম কেশর ঝ'রিছে প্রভাত হ'তে।
তোমার আদরে মুকুলিতা হ'য়ে উঠিল যে বল্লরী
তরুর কণ্ঠ জড়াইয়া তারা কাঁদে দিবানিশি ভরি'
'বৌ-কথা-কও' পাখী
উড়ে গেছে কোথা, বাতায়নে বৃথা বউ করে ডাকাডাকি।
চাঁপার গেলাস গিয়াছে ভাঙিয়া পিয়াসী মধুপ এসে
কাঁদিয়া কখন্ গিয়াছে উড়িয়া কমল কুমুদী-দেশে।
তুমি চ'লে যাবে দূরে
ভাদরের নদী দু'কুল ছাপায়ে কাঁদে ছলছল সুরে !

যাবে যবে দূর হিম-গিরি-শিরে ওগো বাদলের পরী,
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্মরি' ?
সেথা নাই জল কঠিন তুষার নির্মম শুভ্রতা'—
কে জানে কী ভাল বিধুর ব্যথা—না মধুর পবিত্রতা ।
সেথা মহিমার ঊর্ধ্ব শিখরে নাই তরুলতা হাসি,
সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি
সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা নূপুর খুলি'
চলিতে চকিতে চমকি' উঠ' না কবরী উঠে না দুলি' ।

সেথা রবে তুমি ধেয়ান মগ্ন তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'ফটিক জল' ।

[চক্রবাক]

আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজি ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পত্র উড়ে গেল এক পাশে।
যারা ভেঙে চলে অপ-দেবতার মন্দির আস্তানা,
বক-ধার্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।
মিথ্যা মোহের পূজা—মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্মল— মোহ-মুদ্গর ভাঙনের গদা ল'য়ে
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে'
দু'—হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল, গোরস্থানেরে চ'ষে
ছুঁড়ে ফেলে যত সব কঙ্কাল বসালো ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু বেলা
গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

—সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে, সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'

আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।
ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের শর-সন্ধানী অসীমের পথ চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী
নাগিনীর বিষ-জ্বালা স'য়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পাণির বজ্র–উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,—
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম তাহাদের গান গাহি।
গুঞ্জরি' ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি' চেপে।
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি ঐ হাসে।

[সন্ধ্যা]

জীবনবন্দনা

গাহি তাহাদের গান —

ধরণীর হাতে দিল যারা আনি' ফসলের ফরমান
শ্রম-শ্রান্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুল ফলে
বন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু ভীষণা ধরা
যাদের শাসনে হ'ল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
যারা বর্বর হেথা বাঁধে ঘর পরম অকুতোভয়ে
বনের ব্যাঘ্র মরুর সিংহ বিবরের ফণী ল'য়ে।
এল দুর্জয় গতি-বেগ সম যারা যাযাবর-শিশু
—তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণী মেরীর যীশু-
যাহাদের চলা লেগে
উল্কার মত ঘুরিছে ধরণী—শূন্যে অমিত বেগে।

খেয়াল-খুশীতে কাটি' অরণ্য রচিয়া অমরাবতী
যাহারা করিল ধ্বংসসাধন পুনঃ চঞ্চলমতি,
নবীন আবেগে রুধিতে না পারি' যারা উদ্ধত-শির
লঙ্ঘিতে গেল হিমালয়, গেল শুষিতে সিন্ধু-নীর।
নবীন জগৎ সন্ধানে যারা ছুটে মেরু-অভিযানে,
পক্ষ বাঁধিয়া উড়িয়া চ'লেছে যাহারা ঊর্ধ্বপানে।
তবুও থামে না যৌবন-বেগ, জীবনের উল্লাসে,
চ'লেছে চন্দ্র মঙ্গল গ্রহে স্বর্গে অসীমাকাশে।
যারা জীবনের পসরা বহিয়া মৃত্যুর দ্বারে দ্বারে
করিতেছে ফিরি, ভীম রণভূমে প্রাণ বাজি রেখে হারে!

আমি মর কবি—গাই সেই বেদে বেদুঈনদের গান,
যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে
সাধ ক'রে নিল গরল-পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে।
আষাঢ়ের গিরি-নিঃস্রাব সম কোনো বাধা মানিল না,
বর্বর বলি, যাহাদের গালি পাড়িল ক্ষুদ্রমনা,
কূপ মণ্ডূক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান র'চে যাই, বন্দনা করি তারে।

{ সন্ধ্যা }

চল্ চল্ চল

"বাংলাদেশের রণ সঙ্গীত"

কোরাস :-

চল্ চল্ চল্ ।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল
চল্ চল্ চল্ ।।

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল ।
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল ।
চল্ রে নও-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান ।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ।

কোরাস :—

ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ
শহীদ-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্‌কাওয়াজ
খোল্‌ রে নিদ্‌-মহল !
কবে সে খেয়ালী বাদ্‌শাহী,
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্‌ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্‌ অশ্রুজল !
থাক্‌রে তখ্‌ত-তাউস্‌
জাগ রে জাগ বেহুশ ।
ডুবিল রে দেখ্‌ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্‌ রুষ ।
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্‌ হীনবল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল !
চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥

[সন্ধ্যা]

যৌবন-জল-তরঙ্গ

এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ ?
যে সিন্ধু-জলে ডাকিতেছে বান— তাহারি তরে এ চন্দ্রোদয়
বাঁধ বেঁধে থির আজো নালা-ডোবা, চাঁদের উদয় তাদের নয়।
যে বান ডেকেছে প্রাণ-দরিয়ায়, মাঠে ঘাটে বাটে নেমেছে ঢল,
জীর্ণ শাখায় বসিয়া শকুনি শাপ দিক তারে অনর্গল।
সারস মরাল ছুটে আয় তোরা, ভাসিল কুলায় যে বন্যায়
সেই তরঙ্গ ঝাপায়ে দোল্ রে সর্বনাশের নীল দোলায়।

খরস্রোত-জলে কাদা-গোলা বলে গ্রীবা নাড়ে তীরে জরদ্গব,
গলিত শবের ভাগাড়ের ওরা, মৃত্যুর ওরা করে স্তব।
ওরাই বাহন জরা মৃত্যুর, দেখিয়া ওদের হিংস্র চোখ
রে ভোরের পাখী! জীবন-প্রভাতে গাহিবি না নব পুণ্য-শ্লোক ?
ওরা নিষেধের প্রহরী পুলিশ, বিধাতার নয়—ওরা বিধির।
ওরাই কাফের, মানুষের ওরা তিলে তিলে শুষে প্রাণ-রুধির।
বল্ তোরা নবজীবনের ঢল্ হোক্ ঘোলা, তবু এই সলিল
চির-যৌবন দিয়েছে ধরারে, গেরুয়া মাটীরে করেছে নীল।

নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-জীবানু যারা জিয়ায়,
তারা কি চিনিবে—মহাসিন্ধুর উদ্দেশে ছোটে স্রোত কোথায়
স্থাণু গতিহীন পড়ে আছে তারা আপনারে ল'য়ে বাঁধিয়া চোখ
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর ঊষা আলোক।

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চেঁচায় পেঁচারা ওরা চেঁচাক
মোরা গা'ব গান, ওদের মারিতে আজো বেঁচে আছে দেপার কাক
জীবনে যাদের ঘনাল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক গালি—তোরা দিসনে কান
উহাদের তরে হ'তেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জল্সাতে জরা জীর্ণের দাওত নাই।

জিঞ্জিরপায়ে দাঁড়ে বসে টিয়া চানা খায় গায় শিখানো বোল,
আকাশের পাখী উ:র্ধ্ব উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল
তোরা উর্ধ্বের—অমৃত লোকের, ছুঁড়ুক নীচেরা ধূলাবালি,
চাঁদেরে মলিন করিতে না পারে কেরোসিনী ডিবে কালি ঢালি'।
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের উর্ধ্বে তোরা কমল,
ওরা দিক কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল, ওরা পশুর দল।

তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিত পাঁক,
যাঁরা যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক্।
শাখা ভ'রে আনে ফুল-ফল, সেথা নীড় রচি, গাহে পাখীরা গান,
নীচের মানুষ তাই ছোড়ে ঢিল, তরুর নহে সে অসম্মান।
কুসুমের শাখা ভাঙে বাঁদরের উৎপাতে হায়, দেখিয়া তাই—
বাঁদর খুশীতে করে লাফালাফি, মানুষ আমরা লজ্জা পাই।
মাথার ঘায়েতে পাগল উহারা নিস্‌নে তরুণ ওদের দোষ।
কাল হবে বা'র জানাজা যাহার, সে বুড়োর পরে বৃথা এ রোষ।
যে তরবারির পুণ্যে আবার সত্যের তোরা দানিবি তখ্‌ত
ছুছো মেরে তার খোয়াস্‌নে মান, ফুরায়ে এসেছে ওদের ওক্ত।
যে বন কাটিয়া বসাবি নগর তাহার শাখার দু'টো আঁচড়
লাগে যদি গায়ে, স'য়ে যা না ভাই, আছে তো কুঠার হাতের'পর।

যুগে যুগে ধরা করেছে শাসন গর্বোদ্ধত যে যৌবন—
মানেনি কখনো আজো মানিবে না বৃদ্ধত্বের এই শাসন।
আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান,
সম্ভ্রমে নত এই ধরা নেবে অঞ্জলি পাতি' মোদের দান।
যুগে যুগে জরা বৃদ্ধত্বের দিয়াছি কবর মোরা তরুণ—
ওরা দিক গালি, মোরা হাসি' খালি বলিব 'ইন্না—রাজেউন।'

[সন্ধ্যা]

অন্ধ স্বদেশ দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি'
আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পদে পদে অনুসরি'
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদলের লাল পদাঙ্ক-রেখা।
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক লেখা।

নীরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি;
কুহেলি অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ—যে-পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে।

নির্যাতনের যষ্টি দিয়া শত্রু আঘাত হানে
সেই যষ্টিরে দোসর করিয়া অলক্ষ্য পথ-পানে
চ'লেছে দেবতা—অন্ধ দেবতা—পায়ে পায়ে পলে পলে,
যত ঘিরে আসে পথ—সঙ্কট চলে তত নব—বলে।
ঢ'লে পড়ে পথ 'পরে,
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুকে ক'রে।

অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায় বন্দী জাগে,
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,
যথায় পিষ্ট হ'তেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফণীর মাথায় মানিক জ্বলে,
যথায় বন্য শ্বাপদের সাথে নখর দন্ত ল'য়ে
জাগে বিনিদ্র বন্য-তরুণ ক্ষুধার তাড়না সয়ে,

যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁদে,—
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,
"ওরে ওঠ ত্বরা করি,
তোদের রক্তে রাঙা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী !"

তিমির রাত্রি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের-ডাকে,
জানে না কোথায় কোন্ পথে কোন উর্ধ্ব দেবতা হাঁকে।
শুনিয়াছে ডাক এই শুধু জানে : আপনার অনুরাগে
মাতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে।
জাগে পথ, জাগে উর্ধ্ব দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্বত মরু ধু-ধু।

ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ, অমানিশি চলে সাথে,
পথে পড়ে চলে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।
চলিয়াছে পাশাপাশি—
মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন উষার হাসি।

[সন্ধ্যা]

গান

খাম্বাজ-পিলু—দাদরা

আমার কোন কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়।
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায় ।।

আমার দুঃখেরে কাণ্ডারী করি
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরী
নয়ন-ইশারায় ।।

আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিল ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুখের সাথী
গানের কিনারায় !

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায় ।।

[চোখের চাতক]

ভৈরবী গজল—দাদরা

মোর ঘুমঘোরে কে এলে মনোহর
নমো নম নমো নম নমো নম

শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম ॥
শিয়রে বসি' চুপিচুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ-সম' নিরুপম মনোরম ॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি' ডালি দিনু ঢালি', দেবতা মোর
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুলি' খোঁপা খুলি' কুসুম-ডোর ।
স্বপনে কী যে ক'য়েছি তাই গিয়াছ চলি,
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম ॥

[চোখের চাতক

মান্দ্—কাহার্বা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি ।
কেউ দুখ ল'য়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি ॥
কেউ শীতল জলদে
হেরে অশনির জ্বালা
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে
তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি ॥
হেরে কমল-মৃণালে
কেউ কাঁটা কেহ কমল ।
কেউ ফুল দলি' চলে
কেউ মালা গাঁথে নিতি ॥

কেউ জ্বালে না আর আলো
তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি ॥

[চোখের চাতক]

ভাটিয়ালি—কাহার্‌বা

আমার গহীন জলের নদী ।
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি
তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
চরে এসে বস'লাম রে ভাই ভাসালে সে চর ।
এখন সব হারায়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি ॥
আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই,
ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায়
মনের মতন ।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে) ভাটিতে হারায় যদি ॥
তুমি ভাঙ' যখন কূলরে নদী
ভাঙ' একই ধার,
আর মন যখন ভাঙে' রে নদী
দুই কূল ভাঙে' তার
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি ॥

[চোখের চাতক]

ভাটিয়ালী—কার্ফা

আমার 'শাম্পান' যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে ল'য়ে রে ভাই
এ-পার ও-পার করি ॥
আমার দেউলিয়া ক'রেছ রে ভাই যে নদীর জল
আমি ডুবে দেখ্‌তে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল,
আমি ভাস্‌তে আসি, আসিনিক' কামাতে ভাই কড়ি ॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই
দেখেছিলাম তায়,
এখন আয়না আছে প'ড়েরে ভাই
আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি ॥

আমি তারির আশায় 'শাম্পান' ল'য়ে
ঘাটে বসে থাকি,
আমার তারির নাম ভাই জপমালা
তারেই কেঁদে ডাকি।
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছে রে
নয়ন নদীর জলে ভরি ॥

ঐ নদীর জলও শুকায় রে ভাই,
সে-জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি
দিলে মাথার কিরে।

আমি   ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হ'লাম দেশান্তরী ॥

[চোখের চাতক

পরজ — একতালা

পরজনমে দেখা হবে প্রিয় !
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও ॥
এ-জনমে যাহা বলা হ'ল না,
আমি বলিব না, তুমিও ব'লো না
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও ॥

হেথায় নিমেষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝ'রে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয় ॥

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি'
মিলনে হারাই দু-দিনেতে ভুলি',
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও ॥

[চোখের চাতক]

প্যাক্‌ট্

গান

কোরাস্ :—

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি ক'রে নব প্যাক্‌টের আসনাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

আঁট্‌সাঁট্ ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা হ'ল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনি ফস্‌কা গেরো ? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে ॥

বুকে বুকে মিল হ'ল না ক', মিল হ'ল পিঠে পিঠে ? তাই সই !
মিঞা কন, কোথা দাদা মোর ?' আর বাবু কন,
'মিঞা ভাই কই ?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়-চোখাচোখি কি মধু মিলন হইল।

বাবু কন, 'খাই তোমারে তুষিতে ঐ নিষিদ্ধ কুঁকড়ো।'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দু'টো টুকরো।
মোদের মুর্গী রাম পাখী হ'ল, দাদা, তাও হ'ল শুদ্ধি ?
গেছে বাদশাহী, মুর্গীও গেল, আর কার জোরে যুদ্ধি !

বাবু কন, 'পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে।'
মিঞা কন, 'কেজে রাখি চৈতনী-ঝাণ্ডা সেই সে খুষীতে।

বহু মিঞা ভাই বসবাস করে তোমাদের বারাণসীতে,
(আর) বাত হ'লে মোরা ভাত খাইনাক' আজো তাই একাদশীতে।

বাবু কন, 'মোরা চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগ্‌রা ধ'রেছি।'
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হ'তে তাই দাদা ত'রেছি।'
বাবু কন, এত ছাড়িলেই যদি, ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা।'
মিঞা কন, 'দাদা মুরগী তো নাই কি দিয়া খাইব পরটা।'

বাবু কন, 'গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে তোরে মন্দিরে নিয়া যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার ঘরে নাহি লও হরিনাম'
বলদ সহিত ছাড়িব তোমারে যাহা হয় হবে পরিণাম।'

'সাল্লা-রারা-রারা' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা,
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছর্‌রা।
লাগে টানাটানি হেঁইয়ো হাঁইয়ো টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব-প্যাকটেরি পুণ্যে।

বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল 'হা হন্ত।'
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুটি' দন্ত।
মস্‌জিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু।
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা করুণ চন্দ্রবিন্দু।

[চন্দ্রবিন্দু]

শ্রীচরণ ভরসা

[সোহিনী—একতলা]

কোরাস্ :—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

গর্বের শির খর্ব মোদের? চরণ তেমনি লম্বা?
শৈশব হ'তে আ-মরণ চলি সবারে দেখায়ে রম্ভা।
সার্জেণ্ট্ যবে আর্জেণ্ট-মা'র হাতে ক'রে আসে তাড়ায়ে,
না হ'য়ে ক্রুদ্ধ পদ-প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে ॥

কোরাস্ :—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং প্রয়োজন মতো বাড়ে গো,
সমানে আদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর পাড়ে গো!
লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায় গিরি দরী বন সিন্ধু,
অই এক পথে মিলিয়াছি মোরা সব মুস্‌লিম্ হিন্দু ॥

কোরাস্ :—

থাকিতে চরণে মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই।
পশ্চাৎ দিয়ে ছুটে কেউ? হেসে মরিব কি দম ফেটে ছাই।

ছুটি যবে মোরা সুমুখেই ছুটি, পশ্চাতে পাশে হেরি না ॥
সাম্‌নে ছোটারে পিছু হাঁটা বলো? রাঁচি যাও, আর দেরী না ॥

কোরাস্ :-

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা।

আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ্ বা'র হয়ে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়ে।
মোরা দেব-জাতি ছিনু যে একদা, আজো তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো যেন উড়ে চলি নভে, থাকে না ক' ধৃতি পরনে ॥

কোরাস্ :—

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

বাপ-পিতামোর প্রদর্শিত এ পথ মহাজন-পিষ্ট,
গোস্বামী মতে পরাহেও বাবা এ পথে মিলিবে ইষ্ট,
মরে যদি যাও তা হ'লে তো তুমি একদম গেলে মরিয়াই।
পলাইল যেই বেঁচে গেল সেই, জনম চরণ ধরিয়াই ॥

কোরাস্ :-

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমিষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

[চন্দ্রবিন্দু]

'দে গরুর গা ধুইয়ে'

কোরাস ঃ- দে গরুর গা ধুইয়ে

উল্‌টে গেল বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম্ম জাতি,
মেয়েরা সব লড়াই করে, মদ্দ করেন চড়ুই-ভাতি।
পলান পিতা টিকেট ক'রে—
খুকী তাহার পিকেট করে।
গিন্নি কাটেন চরকা, কাটেন কর্ত্তা সময় গাই দুইয়ে।
কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে।

চর্ম্মকার আর মেথর-চাঁড়াল ধর্ম্মঘটের কর্ম্ম-গুরু।
পুলিশ শুধু করছে পরখ কার কতটা চর্ম্ম পুরু।
চাটুয্যেরা রাখ্‌ছে দাড়ি,
মিঞারা যান নাপিত-বাড়ি।
বোট্‌কা-গন্ধি ভোজপুরী কয় বাঙালীকে---মৎ ছুইয়ে।'
কোরাস্ ঃ—দে গা গরুর ধুইয়ে!

মাজায় বেঁধে পৈতে বামুন রান্না করে কার না বাড়ী,
গা ছুঁলে তার লোম ফেলে না, ঘর, ছুঁলে তার ফেলে হাঁড়ি
মেয়েরা যান মিটিং হেদোর,
পুরুষ বলে, 'বাপ্ রে দে দোর।'
ছেলেরা খায় লপ্‌সি-হড়ো, বুড়োর পড়ে ঘাম চুঁইয়ে॥
কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে॥

ভয়ে মিঞা ছাড়্‌ল টুপি, আঁট্‌ল কষে গোপাল-কাছা,
হিন্দু সাজে গান্ধী-ক্যাপে, লুঙ্গি পরে ফুঙ্গী চাচা।

দেখলে পুলিশ গুঁতোয় ষাঁড়ে
পুরুষ লুকায় বাঁশের ঝাড়ে।
নাক-কাটা হয় রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর কান খুইয়ে।
কোরাস্ ঃ দে গরুর গা ধুইয়ে॥

খঞ্জ নেতা গঞ্জনা দেয়, 'চ'লতে নারে দেশ যে সাথে।'
টেকো বলে, 'টাক ভালো হয় আমার তেলে, লাগাও মাথে!'
'কি গানই গায়', বলছে কালা,
কুঁজো বলে, 'সোজা হ'য়ে শুতে যে সাধ, দে শুইয়ে।
কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে॥

সস্তা দরে দস্তা-মোড়া আসছে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না 'এই যে লেহি' আস্‌লে 'যুদ্ধ দেহির খোঁচা'
গুণীরা খায় বেগুন-পোড়া
বেগুন চড়ে গাড়ী ঘোড়া
ল্যাংড়া হাসে ভেংড়ো দেখে ব্যাঙের পিঠে ঠ্যাং থুইয়ে।
কোরাস্ ঃ—দে গরুর গা ধুইয়ে॥

চন্দ্রবিন্দু

ওমর খৈয়াম গীতি

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালী

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জানতে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার
কেমন হবে ।

তোমারি সে নিদেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে ।।
করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে আদমেরে ক'রলে কেন স্বর্গ ত্যাগী !
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে তো গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি, করুণাময় কইব তবে ।।

ভৈরবী—কাওয়ালী

তরুণ প্রেমিক ! প্রণয়-বেদন
জানাও জানাও বে-দিল্ প্রিয়ায় !
ওগো বিজয়ী ! নিখিল-হৃদয়
কর কর জয় মোহন মায়ায় ।।
নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মস্‌জিদ্
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয়-ছায়ায় ।।

প্রেমের আলোয় যে দিল্ রওশন্
যেথায় থাকুক সমান তাহার
খোদার মসজিদ্ মুরত-মন্দির,
ইসাই-দেউল, ইহুদ্-খানায় ।।

অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতি-লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায় ।।

[নজরুল-গীতিকা]

ঈসাই-দেউল—গির্জা
ইহুদ খানা—ইহুদীদের উপাসনা মন্দির
কা'বা—মক্কা শরীফের মসজিদ
দিল্—হৃদয়
রওশন্—উজ্জ্বল